এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
দেখুন
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

NARSINGHA
ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com
একদিন
EKDIN
এগিয়ে চলার সঙ্গী

২০৮বি. বি. গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা – ১২
ফোন ঃ ০৩৩ ২২৪১ ৬২৮১/৮২০৩

৭ ১১ দিনের ব্যবধানে চিকিৎসক ছেলে-বাবার মৃত্যু, বাংলাদেশে আতঙ্ক
মেয়েদের ১৯, ছেলেদের ১৩ গোল এশিয়াডে হকিতে ভারতের দুরন্ত শুরু ৭

কলকাতা ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৬ ৩ আশ্বিন ১৪৩৩ সোমবার বিংশ বর্ষ ১০২ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 21.09.2026, Vol. 20 Issue No. 102, 8 Pages, Price 3.00

চিনির সংকট কাটাতে মজুতের নিয়ম শিথিল কেন্দ্রের

নিজস্ব প্রতিবেদন: দেশজুড়ে উৎসবের মরসুমে চিনির বাজারে সরবরাহ স্বাভাবিক রাখার লক্ষ্য নিয়ে চিনি মজুত করার নিয়মে বদল আনল কেন্দ্র। এত দিন ব্যবসায়িক সংস্থাগুলিকে সর্বোচ্চ ১৫ দিনের প্রয়োজন মেটানোর মতো চিনি মজুত করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। এবার সেই সীমা বাড়িয়ে ৩০ দিন করা হল। তবে এই অতিরিক্ত মজুতের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট আমদানির শর্ত জুড়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। অগস্টে খুচরো বাজারে চিনির দর কেজিপ্রতি প্রায় ৬৫ টাকা ছুঁয়েছিল। সেপ্টেম্বরের ছবিটা তুলনায় স্বস্তিদায়ক। বর্তমানে গড় খুচরো দাম নেমে এসেছে প্রায় ৫৮.৫০ টাকায়। অর্থাৎ, এক মাসের ব্যবধানে দর প্রায় ১০ শতাংশ কমেছে বলেই সরকারি সূত্রের

খবর। তবে দুর্গাপুজোর আগে ফের চাহিদা বাড়ার সম্ভাবনার মধ্যে বাজারে চিনির জোগান ঠিক রাখতে ও যাতে নতুন সংকট না তৈরি হয়, সেই উদ্দেশ্য নিয়ে এবার মজুত করার নিয়ম শিথিল করার সিদ্ধান্ত নিল বলেই জানান হয়েছে। তবে খোলা বাজার থেকে কেনা চিনির ক্ষেত্রে নিয়ম একই রাখা হয়েছে। ওই চিনি ১৫ দিনের প্রয়োজনের বেশি ধরে রাখা যাবে না। ৩০ দিনের মজুত করার সুবিধা পাওয়া যাবে শুধু অ্যাডভান্স অথরাইজেশন স্কিম অথবা ট্যারিফ রেট কোটার আওতায় আমদানি করা চিনির ক্ষেত্রেই। ফলে সব ধরনের চিনির জন্য একসঙ্গে মজুত করার সীমা বাড়ায় নি কেন্দ্র। এর আগে বাজারে জোগান বাড়াতে সরকার ১০ লক্ষ টন চিনি আমদানির অনুমতি দিয়েছিল। একই সময়ে ৮ লক্ষ টন চিনি বিদেশে পাঠানোর অনুমোদনও দেওয়া হয়। আমদানি ও মজুতের এই দুই সিদ্ধান্ত মূলত লক্ষ্য মূলত দেশীয় বাজারে সরবরাহের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্যই করা হয়।

এই প্রসঙ্গে কেন্দ্রের বক্তব্য, এক দিকে বাজারে পর্যাপ্ত চিনি রাখা, অন্য দিকে পাইকারি ব্যবসায়ীদের চাহিদা মেটানো, এই দুইয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য রেখেই নতুন ব্যবস্থা নেওয়া হল। মজুতের মেয়াদ বাড়ায় ব্যবসায়ীদের হাতে কিছুটা বেশি সময় থাকবে, তবে নির্দিষ্ট পরিমাণে আমদানি করা চিনির ক্ষেত্রেই সেই সুযোগ সীমাবদ্ধ করেই রাখল কেন্দ্রীয় সরকার।

পুজোর আগে চিনির দর ইতিমধ্যেই অগস্টের তুলনায় নেমে আসার পর এখন সরকারের নজর মূলত সরবরাহ ব্যবস্থার উপর। উৎসবের বাড়তি চাহিদার সময়ে মজুত বা জোগানের ঘাটতি যেন ফের খুচরো বাজারে দাম বৃদ্ধি না-করে, তাই নতুন সিদ্ধান্ত কার্যকর করতে চায় কেন্দ্র।

উন্নয়নের রোডম্যাপ, প্রত্যাহার মামলা

কুড়মিদের মঞ্চে কল্পতরু শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: পুরুলিয়ার টামনা থানার কড়াডি মাঠে রবিবার কুড়মি সমাজের করম পরব উপলক্ষে 'করম পরবতিয়া মহা জুড়ুআহি' অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রায় ৪০ হাজার করম নৃত্যশিল্পী ও বিভিন্ন নৃত্যদল অংশ নেন। পশ্চিমবঙ্গের পাশাপাশি ঝাড়খণ্ড-সহ বিভিন্ন এলাকা থেকে কুড়মি সমাজের মানুষ ও লোকশিল্পীরা অনুষ্ঠানে যোগ দেন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। করম পরবের শুভেচ্ছা জানিয়ে তিনি বলেন, ভাষা, সংস্কৃতি, পরম্পরা ও অধিকারের মর্যাদা রক্ষা করা সরকারের দায়িত্ব। করম পরব উপলক্ষে এত বড় সাংস্কৃতিক মিলন অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পেরে তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কুর্মালি ও রাজবংশী ভাষাকে সংবিধানের অষ্টম তফসিলে অন্তর্ভুক্ত করার প্রতিশ্রুতি সংকল্পপত্রে দেওয়া হয়েছে। এই প্রক্রিয়া দ্রুত শুরু করে প্রতিশ্রুতি পূরণের আশ্বাস দেন তিনি। কুড়মি সমাজের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর নবান্নে বৈঠক হবে বলেও জানান মুখ্যমন্ত্রী। সেখানে সমাজের বিভিন্ন দাবি ও সমস্যার বিষয় নিয়ে আলোচনা হবে বলে তিনি জানান।

কুড়মি সমাজের আন্দোলনের সময় দায়ের হওয়া সমস্ত মামলা প্রত্যাহার করা হবে বলে ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। একই সঙ্গে জঙ্গলমহলের উন্নয়নে একাধিক প্রকল্প বাস্তবায়নের কথাও জানান তিনি। মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন দপ্তরের মাধ্যমে প্রায় ১,৬০০ কোটি টাকার উন্নয়নমূলক কাজ করা হবে। পানীয় জল, রাস্তা, আবাসন, বার্ধক্য ভাতা, বিধবা ভাতা, কমিউনিটি হল এবং ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক পরিকাঠামো তৈরির মতো কাজেও গুরুত্ব দেওয়া হবে।

কুড়মি ডেভেলপমেন্ট বোর্ডকে ফের সক্রিয় করার কথাও ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জানান, চলতি বাজেটে বোর্ডের জন্য ৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। আগামী দিনে সাংস্কৃতিক উন্নয়নের জন্য এই বরাদ্দ আরও বাড়ানো হবে বলেও আশ্বাস দেন তিনি। করম পরবের দিনে উচ্চ মাধ্যমিকের সেমেস্টার পরীক্ষা থাকায় পরীক্ষার সূচি পরিবর্তনের কথাও উল্লেখ করেন মুখ্যমন্ত্রী। জঙ্গলমহলের মানুষের সংস্কৃতি ও উৎসবকে সরকার গুরুত্ব দেবে বলেও জানান তিনি।

জঙ্গলমহলের পাহাড়, জঙ্গল ও প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষার কথাও বলেন মুখ্যমন্ত্রী। কোনওভাবেই এলাকার প্রাকৃতিক পরিবেশের ক্ষতি করতে দেওয়া হবে না বলে আশ্বাস দেন তিনি। অনুষ্ঠানের পর পুরুলিয়া জেলা সার্কিট হাউসে প্রশাসনিক বৈঠকে যোগ দেওয়ার কথা মুখ্যমন্ত্রীর। সেখানে জেলার উন্নয়নমূলক কাজ ও বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের অগ্রগতি নিয়ে পর্যালোচনা হওয়ার কথা।

২০ সেপ্টেম্বরকে কেন্দ্র করে গত কয়েক বছরে কুড়মি সমাজের বিভিন্ন দাবি নিয়ে আন্দোলন, পথ ও রেল অবরোধের ঘটনা ঘটেছে। তবে এবার একই দিনে কড়াডি মাঠে বৃহৎ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে কুড়মি সমাজের ভাষা, সংস্কৃতি ও বিভিন্ন দাবিকে ঘিরে একাধিক আশ্বাস দেন মুখ্যমন্ত্রী।

এসআইআরে নোটিসপ্রাপ্তি নির্বাচন কমিশনারের !

তালিকায় বহু হেভিওয়েট

নয়াদিল্লি, ২০ সেপ্টেম্বর: এবার এসআইআর নোটিস পেলেন বর্ষীয়ান বিজেপি নেতা লালকৃষ্ণ আডবানি, বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। তালিকায় রয়েছে একাধিক হেভিওয়েটদের নাম। সূত্রের খবর, নির্বাচন কমিশনার এসএস সান্ধু, প্রবীণ কংগ্রেস সাংসদ কপিল সিব্বল, কংগ্রেসের প্রবীণ নেতা অভিষেক মনু সিঙ্ঘভি এবং বিদেশ সচিব বিক্রম মিসরিকেও এসআইআর নোটিস পাঠিয়েছে কমিশন।

কিন্তু কী কারণে তাঁদের নোটিস পাঠানো হয়েছে? জানা যাচ্ছে, নির্বাচনী নথিতে নামের বানানে গরমিলের কারণে নোটিস পেয়েছেন নির্বাচন কমিশনার এসএস সান্ধু। অন্য দিকে, পূর্ববর্তী এসআইআর-এর নথিপত্রের সঙ্গে নাম ম্যাপ না থাকার কারণে নোটিস পাঠানো হয়েছে সিব্বল

এবং বিদেশসচিবকে। জানা গিয়েছে, হেভিওয়েট যাঁরা নোটিস পেয়েছেন, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আগের এসআইআরের তথ্যের সঙ্গে গরমিল কিংবা 'লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি'র কারণে।

প্রসঙ্গত, দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল, বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তাকেও এসআইআর নোটিস পাঠিয়েছে নির্বাচন কমিশন। তালিকায় নাম রয়েছে প্রাক্তন উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনকড়, তাঁর স্ত্রী সুদেশ ধনকড়, সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি মদন লোকুর, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কপিল সিব্বাল, প্রাক্তন মন্ত্রী সুব্রহ্মণ্যম স্বামী, দিল্লির মন্ত্রী প্রবেশ সিংয়েরও। খোদ দিল্লির বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীকে নোটিস পাঠানো নিয়ে শোরগোল পড়ে যায়। বিষয়টি নিয়ে মুখ খুলেছে কমিশনও। তারা জানিয়েছে, দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর নাম বাদ দেওয়া হয়নি। প্রথমে তাঁকে লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সির জন্য নোটিস দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু পরে বিএলও বাড়ি গিয়ে ফিজিক্যাল ভেরিফিকেশনের মাধ্যমে তাঁর নাম যাচাই করেছেন। কেজরিওয়ালের নাম বাদ পড়ার জন্য দায়ী তিনিই। কারণ, তাঁর পরিবারের কেউ আগের এসআইআরের সঙ্গে নাম ম্যাপ করেননি।

রেজিনগরের যুদ্ধে বিশের বাঁশি মমতার

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যে রেজিনগর উপনির্বাচনে মমতা শিবিরের ২০ জন প্রচারকের তালিকা প্রকাশ করল কালীঘাট তৃণমূল কংগ্রেস। এবার রেজিনগর উপনির্বাচন কেন্দ্রে প্রচারে নামছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর সঙ্গে প্রচারে থাকবেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ আরও ১৯ জন। রবিবার রেজিনগরের জন্য ২০ জনের প্রচারক তালিকা প্রকাশ করেছে কালীঘাট তৃণমূল কংগ্রেস। ৬ অক্টোবর ভোটের আগে এই তালিকাকে কেন্দ্র করে ফের চর্চায় মুর্শিদাবাদের এই বিধানসভা কেন্দ্রর উপনির্বাচন। প্রকাশিত তালিকায় প্রচারে থাকছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, সৌগত রায়, দোলা সেন, সামিরুল ইসলাম, মহুয়া মৈত্র, কুণাল ঘোষ, বাবর আলি এবং উপাসনা চৌধুরী-সহ দলের একাধিক নেতা।

বিদেশ থেকে ফিরে অভিষেক প্রচারে যোগ দেবেন বলে দলীয় সূত্রে খবর। তবে ঠিক কবে থেকে দলীয় প্রচার শুরু হবে, তা এখনও নির্দিষ্ট করে জানায়নি কালীঘাট তৃণমূল কংগ্রেস। রেজিনগরে মমতা সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী রবিউল আলম চৌধুরী। শনিবার অবধি রবিউলের প্রচারে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আসবেন কি না, তাই নিয়ে রবিউল বলেন, 'এই বিষয়ে কোনও কথা হয়নি।' যদিও তার পরের দিনই প্রকাশ্যে এল প্রচারকদের তালিকা।

অপর দিকে, নন্দীগ্রামে মমতা শিবিরের প্রার্থী সঞ্চিতা প্রধান দে মনোনয়ন প্রত্যাহার করার পর কংগ্রেস প্রার্থীকে সমর্থনের সিদ্ধান্ত জানান। ফলে রেজিনগরের ভোটের লড়াইয়ের দিকেই রাজনৈতিক মহলের নজর ছিল। এই কেন্দ্রেও প্রার্থী ও প্রতীক নিয়ে কয়েক দফা অনিশ্চয়তা তৈরি হয়। শেষ পর্যন্ত রবিউল আলম চৌধুরী ভোটের ময়দানে থাকার সিদ্ধান্ত নেন। শনিবারই ছিল মনোনয়ন প্রত্যাহারের শেষ দিন। তার পর রবিবার ২০ জনের প্রচারক তালিকা প্রকাশ করল কালীঘাট তৃণমূল কংগ্রেস। এই তালিকায় দলের শীর্ষ নেতৃত্বের পাশাপাশি সাংসদ ও রাজ্যস্তরের নেতাদের রাখা হয়েছে। ফলে রেজিনগরে প্রচারের বিষয় যে শুধু স্থানীয় নেতৃত্বের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকছে না, তা তালিকা রবিবারের এই থেকেই স্পষ্ট হল।

মাঠে প্রচারে নেই 'প্রতিবাদী' হুমায়ুন

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যে রেজিনগর বিধানসভা উপনির্বাচনের প্রচার থেকে এবার সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিলেন আমজনতা উন্নয়ন পার্টির চেয়ারম্যান হুমায়ুন কবীর। শুধু তিনি নন, তাঁর ছেলে তথা দলের প্রার্থী গোলাম নবি আজাদ রবিনও আর মাঠে নেমে প্রচার করবেন না বলে রবিবার জানান। হুমায়ুনের অভিযোগ, প্রচারে তাঁদের সঙ্গে থাকা দলীয় কর্মীদের পুলিশ বেছে বেছে গ্রেপ্তার করছে। আপাতত সমাজমাধ্যমের মাধ্যমে প্রচার চালানোর সিদ্ধান্ত নিল দল।

রবিবার দুপুরে নিজের সিদ্ধান্তের কথা জানান হুমায়ুন। তাঁর দাবি, রেজিনগর ও শক্তিপুর থানার পুলিশ শনিবার রাতে দলের চার জন গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকারীকে গ্রেপ্তার করেছে। এই পরিস্থিতিতে কর্মীদের কথা মাথায় রেখেই মাঠে প্রচার বন্ধের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানান তিনি। এই প্রসঙ্গে হুমায়ুন বলেন, 'আসন্ন রেজিনগর উপনির্বাচনের আগে আমি এবং আমার পুত্র তথা দলের প্রার্থী গোলাম নবি আজাদ আর ভোট প্রচার করব না। আমরা ভোট প্রচার করলেই যে সমস্ত দলীয় কর্মী আমাদের সঙ্গে থাকছেন পুলিশ বেছে বেছে তাঁদেরকে গ্রেপ্তার করছে। গতকাল রাতেই রেজিনগর এবং শক্তিপুর থানার পুলিশ আমার দলের চার গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকারীকে গ্রেপ্তার করেছে।'

প্রথমে শুধু নিজের প্রচার বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেন হুমায়ুন। পরে দলের প্রার্থী তথা নিজের ছেলেকেও প্রচার থেকে সরিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে তিনি বলেন, 'প্রাথমিক ভাবে আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম আমি একাই রেজিনগর উপনির্বাচনের প্রচার থেকে সরে আসব। পরে আমি আমার সিদ্ধান্ত বদল করেছি। এখন সিদ্ধান্ত হয়েছে উপনির্বাচনে আমাদের দলের প্রার্থী গোলাম নবি আজাদ রবিনও ভোট প্রচারের ময়দানে নামবে না।' যদিও রাস্তায় নেমে প্রচার বন্ধ হলেও দলীয় প্রতীকে ভোট চাওয়ার কাজ চলবে বলে জানান হুমায়ুন।

তাঁর বক্তব্য, 'আমাদের দলের আর প্রচারের দরকার নেই। মানুষ যা সিদ্ধান্ত নেবে আমরা তাই মেনে নেব। এখন থেকে প্রতিদিন আমি নিজের সমাজমাধ্যম পাতা ব্যবহার করে মানুষকে বোঝাব, দলের বক্তব্য রাখব এবং টেবিল চিহ্নে আমার পুত্র তথা দলের প্রার্থী গোলাম নবি আজাদকে ভোট দেওয়ার জন্য আবেদন রাখব।' যদিও বাড়ি বাড়ি দলীয় প্রতীকের প্রচারও চলবে বলেই জানান তিনি। হুমায়ুনের কথায়, 'ভোটের ময়দানে নেমে প্রচার না করলেও এরপর আমরা দলীয় চিহ্ন, 'টেবিল' মানুষের বাড়িতে বাড়িতে ছাপিয়ে পৌঁছে দেব। তারপর মানুষ যা সিদ্ধান্ত নেবে, আমরা সকলেই তা মেনে নেব।'

মুর্শিদাবাদ জেলা পুলিশের ভূমিকা নিয়েও এদিন প্রশ্ন তোলেন হুমায়ুন। তাঁর অভিযোগ, নির্বাচনী আচরণবিধি চালু থাকা সত্ত্বেও পুলিশ নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করছে না। তিনি বলেন, 'এমসিসি লাগু থাকা সত্ত্বেও পুলিশ নিরপেক্ষভাবে কোনও কাজ করছে না।

শেফালির সাইক্লোনে রুপো নিশ্চিত ভারতের

নিজস্ব প্রতিবেদন: আইচি-নাগোয়া এশিয়ান গেমসে বাংলাদেশের মহিলা ক্রিকেট দলকে ১১৪ রানের বিশাল ব্যবধানে গুঁড়িয়ে দিয়ে ফাইনালে পৌঁছে গেল ভারত। রবিবারের এই ঐতিহাসিক জয়ের মূল রূপকার ওপেনার শেফালি ভার্মা, যিনি মাত্র ৪৯ বলে অপরাজিত ১০০ রানের এক ঝোড়ো ইনিংস খেলে টি-টোয়েন্টি আন্তর্জাতিকে নিজের প্রথম সেঞ্চুরি উদ্যাপন করলেন।

শেফালির দুরন্ত ব্যাটিং তাণ্ডবে ভর করে ভারত প্রথমে ব্যাট করে ২০ ওভারে ৪ উইকেটে ১৯৫ রানের বিশাল স্কোর গড়ে তোলে। জবাবে ১৯৬ রানের পাহাড়সম লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে চরম ব্যাটিং বিপর্যয়ে পড়ে বাংলাদেশ এবং ১৫.৪ ওভারে মাত্র ৮১ রানেই অলআউট হয়ে যায়। আগামী মঙ্গলবার স্বর্ণপদকের লড়াইয়ে শ্রীলঙ্কার মুখোমুখি হবে ভারতীয় দল।

ম্যাচে টস জিতে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন অধিনায়ক হরমনপ্রীত কৌর। ওপেনিংয়ে স্মৃতি মান্ধানার সঙ্গে জুটি বেঁধে দ্রুত রান তুলতে শুরু করেন শেফালি। ৩৭ রান করে স্মৃতি আউট হওয়ার পথেই নিউজিল্যান্ডের সুজি বেটসকে টপকে মহিলা টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটের ইতিহাসে সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক হওয়ার বিশ্বরেকর্ড গড়েন। এরপর ক্রিজে এসে শেফালির সঙ্গে ইনিংসের গতি ধরে রাখেন অধিনায়ক হরমনপ্রীত কৌর। হরমনপ্রীতের দায়িত্বশীল ৪০ রানের সঙ্গ পেয়ে শেফালি মাত্র ২৪ বলে নিজের অর্ধশতক পুরো করেন এবং শেষ বলে এক রান নিয়ে পূর্ণ করেন আজীবনের কাঙ্ক্ষিত শতক। ৩টি চার ও ৯টি ছক্কায় সাজানো এই ইনিংসে একাধিক রেকর্ড ভাঙেন শেফালি। এক ইনিংসে ভারতীয়দের মধ্যে সর্বাধিক ৯টি ছক্কা হাঁকানোর নজির গড়ার পাশাপাশি স্মৃতিকে টপকে দেশের হয়ে টি-টোয়েন্টিতে সর্বোচ্চ ছক্কার মালিকও এখন তিনি।

বিশাল রান তাড়া করতে নেমে শুরু থেকেই ভারতীয় বোলারদের তোপের মুখে পড়ে তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ে বাংলাদেশের ব্যাটিং লাইনআপ। ভারতীয় বোলারদের মধ্যে নিয়ন্ত্রিত বোলিং করে নন্দিনী শর্মা ও দীপ্তি শর্মা ৩টি করে উইকেট নেন এবং শ্রী চারানি নেন ২টি উইকেট। অন্য সেমিফাইনালে পাকিস্তানকে হারিয়ে ফাইনালে ওঠা শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে সোনা জয়ের লড়াইয়ে নামার আগে এই বড় জয় ভারতীয় শিবিরের আত্মবিশ্বাস অনেকটাই বাড়িয়ে দিল।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

CHANGE OF NAME

Notice is hereby given by me, I, **SABA SAFI SHAIKH**, D/o Safikul Islam Shaikh, residing at Jibon Tripti, 1st Floor, 12/2, Chandra Nath Roy Road Kolkata- 700039, have changed my name from **SK SABA SAFI to SABA SAFI SHAIKH**, by virtue of an Affidavit sworn before the 1st Class Judicial Magistrate at Kolkata vide **Affidavit No. 29107 on 14/09/2026, SABA SAFI SHAIKH** and **SK SABA SAFI** is same and one identical person.

CHANGE OF NAME

Notice is hereby given by me, I, **MOHAMMED HASAN RAZA**, S/o Mohammed Hasmuddin Siddique, residing at Bl- A, 5th Floor, Flat- 5C, Millat Colony Walinagar, Paharpur Road Brooklyn, Brace Bridge, Kolkata700088, have changed my name from **MD HASAN RAZA to MOHAMMED HASAN RAZA**, by virtue of an Affidavit sworn before the 1st Class Judicial Magistrate at Kolkata vide **Affidavit No. 29311 on 15/09/2026**, **MOHAMMED HASAN RAZA** and **MD HASAN RAZA** is same and one identical person.

CHANGE OF NAME

MD. SHAMSHUZZAMA aged about 21, son of Md. Shafi Ahmed, residing at 3/17, Narkeldanga Main Road, Kolkata-700011. That my father's correct and actual name is Md. SHAFI AHMED which has been duly recorded in his AADHAAR CARD No. 8107 5092 1199, his PAN Card no. BMCPA3801L and his Voter ID Card no. ILJ2040947 and also in my AADHAAR CARD no. 4803 3208 3758 . That my Mother's correct and actual name is SARWARI KHATOON which is recorded in her AADHAAR CARD no. 3517 6112 1559. That inadvertently my father's name has been printed as MD. SAFI in my birth certificate instead of MD. SHAFI AHMED and also my mother's name has been wrongly printed as SARBARI KHATOON in my birth certificate instead of her correct name SARWARI KHATOON. That Md. Shafi Ahmed and Md. Safi is the one and the same identical person i.e. my father and Sarwari Khatoon and Sarbari Khatoon is the one and the same identical person i.e. my mother. That is the virtue of (1st class) Judicial Magistrate Affidavit sworn on 03/09/2026 at Sealdah Court, Kolkata-700014, video Affidavit No. 18804.

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, বিগত ইংরাজীর ১৪/০৯/২০২৬ তারিখে আমার পিতার মৃত্যুর অরিজিনাল শংসাপত্রটি (Death Certificate) হারিয়ে গেছে। আমি **আসগরি বেগম,** স্বামী সেখ দানিশ আলি, পিতা মোহাম্মদ আলে হাসান, সাকিম চাঁপাডাঙ্গা, তারকেশ্বর, হুগলী-৭১২৪০১, এই মর্মে স্থানীয় **পুরসুরা থানায়** একটি জেনারেল ডায়েরী লিপিবদ্ধ করিয়াছি। যাহার **জি.ডি.ই নং 1116, তারিখ 19/09/2026.** এক্ষণে কোন সহৃদয় ব্যক্তি উক্ত শংসাপত্রটি পাইয়া থাকিলে উপরোক্ত ঠিকানায় জানাইলে বাধিত হইব, নচেৎ উক্ত শংসাপত্রের প্রতিলিপির জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরে আবেদন করিব। পিতার মৃত্যুর **শংসাপত্রটির বিবরণঃ মোহাম্মদ আলে হাসান, পিতা মোহাম্মদ জামীল আকতার, সাকিম চাঁপাডাঙ্গা, তারকেশ্বর, হুগলী-৭১২৪০১, মৃত্যুর তারিখ ০৪/০৩/১৯৯৬, কলকাতা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল কর্তৃক গৃহীত।**

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, আমি **আসগরি বেগম,** স্বামী সেখ দানিশ আলি, পিতা মোহাম্মদ আলে হাসান, সাকিম চাঁপাডাঙ্গা, তারকেশ্বর, হুগলী-৭১২৪০১, গত ইংরাজী ০৫/০৯/২০২৬ তারিখে, নোটারী পাবলিক, হুগলী, চন্দননগর কোর্টে, ৩৩ নং এফিডেভিট বলে ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার মায়ের মৃত্যুর অরিজিনাল শংসাপত্রটি (Death Certificate) বিগত ১৭/০৮/২০২৬ তারিখে হারিয়ে গেছে। এই মর্মে স্থানীয় **তারকেশ্বর থানায়** একটি জেনারেল ডায়েরী লিপিবদ্ধ করিয়াছি। যাহার **জি.ডি.ই নং 598, তারিখ 08.09.2026.** এক্ষণে কোন সহৃদয় ব্যক্তি উক্ত শংসাপত্রটি পাইয়া থাকিলে উপরোক্ত ঠিকানায় জানাইলে বাধিত হইব, নচেৎ উক্ত শংসাপত্রের প্রতিলিপির জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরে আবেদন করিব। মায়ের মৃত্যুর **শংসাপত্রটির বিবরণঃ মালকারাজ বীর, স্বামী মোহাম্মদ আলে হাসান, সাকিম চাঁপাডাঙ্গা, তারকেশ্বর, হুগলী-৭১২৪০১, মৃত্যুর তারিখ ০৪/০৩/১৯৯৫, শ্রীরামপুর মেডিকেল হাসপাতাল কর্তৃক গৃহীত।**

বিজ্ঞপ্তি /ঘোষণাপত্র

আমি, **Koushik Dey**, S/o. Sanjib Dey, সাকিম কয়ড়াপাড়া, চান্দুর, আরামবাগ, হুগলী-৭১২৬০২, বিগত ইং ১৯/০৯/২০২৬ তারিখে নোটারী পাবলিক, হুগলী, শ্রীরামপুর, কোর্টে 107 নং এফিডেভিট বলে ঘোষণা করছি যে, **Falguni Majhi,** D/o. Tarun Majhi, সাকিম হাজরা পুষ্করিণী, মদনমোহনপুর, বাকুড়া-৭২২১৪১, মহাশয়ার সহিত বিগত ১৩/১২/২০২৫ তারিখে আমার বিবাহ হয়। কিন্তু সাংসারিক জীবনে আমাদের বনিবনা না হওয়ায়, বিগত ০১/০৯/২০২৬ তারিখে আমরা স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের সম্মতি বা মতামতের ভিত্তিতে শান্তিপূর্ণভাবে চুক্তিপত্রে নিজ নিজ ছবির ওপর সহি সম্পাদন করিয়া **সম্পর্ক ছিন্ন (Mutual Divorce)** করিয়াছি। ইহাতে ভবিষ্যতে কোন পক্ষেরই কাহারও অপর কোন দায়বদ্ধতা রহিল না এবং আগামী দিনে উভয়েই নিজ নিজ মত অনুসারে জীবন পরিচালনা করিব, ইহাতে অপরপক্ষ কোন ওজর আপত্তি করিবে/করিব না, করিলেও সর্ব আদালতে নামঞ্জুর হইবে। সর্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হলো।

NOTICE

IN THE COURT OF THE DISTRICT DELEGATE, KHARAGPUR
Paschim Medinipur
Probate Case No. 03/2026
Sri Subrata Dam ... Petitioner

Notice is hereby given to the general public that the petitioner has filed the above noted case for obtaining probate of **Will** executed and registered on 19.06.2025 by **Suvra Bose** in respect of the property described in the schedule below. If anybody has any objection in this regard, he/she may file the same within 30 days from the date of publication, failing which the case will proceed according to law.

SCHEDULE OF PROPERTY

Dist - Paschim Medinipur, Thana - Kharagpur Town, Mouza - Kharida, J.L. No. 194, Ward No. 17, R.S. Khatian No. 34, L.R. Khatian No. 312, R.S. Dag No. 299, L.R. Dag No. 860, Area of land - 01.14 Dec together with about 225 Sq.ft, One Single storied pucca house thereon.

By Order:
Nur Huda Mandal, Sherestadar,
District Delegate, Kharagpur,
Paschim Medinipur

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, বিগত ইংরাজীর ১২/০৮/২০২৬ তারিখে আমার পিতার মৃত্যুর অরিজিনাল শংসাপত্রটি (Death Certificate) হারিয়ে গেছে। আমি **সেখ দানিশ আলি,** পিতা সেখ গেনি, সাকিম চাঁপাডাঙ্গা, তারকেশ্বর, হুগলী-৭১২৪০১, এই মর্মে স্থানীয় **তারকেশ্বর থানায়** একটি জেনারেল ডায়েরী লিপিবদ্ধ করিয়াছি। যাহার **জি.ডি.ই নং 1042, তারিখ 14/08/2026.** এক্ষণে কোন সহৃদয় ব্যক্তি উক্ত শংসাপত্রটি পাইয়া থাকিলে উপরোক্ত ঠিকানায় জানাইলে বাধিত হইব, নচেৎ উক্ত শংসাপত্রের প্রতিলিপির জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরে আবেদন করিব। পিতার মৃত্যুর **শংসাপত্রটির বিবরণঃ সেখ গেনি, পিতা সেখ সামসুল হক, সাকিম চাঁপাডাঙ্গা, তারকেশ্বর, হুগলী-৭১২৪০১, মৃত্যুর তারিখ ০২/০৫/১৯৯৪, এন.আর. এস. মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল কর্তৃক গৃহীত।**

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, বিগত ইংরাজীর ০৯/০৯/২০২৬ তারিখে আমার মাতার মৃত্যুর অরিজিনাল শংসাপত্রটি (Death Certificate) হারিয়ে গেছে। আমি **সেখ দানিশ আলি,** পিতা সেখ গেনি, সাকিম চাঁপাডাঙ্গা, তারকেশ্বর, হুগলী-৭১২৪০১, এই মর্মে স্থানীয় পুরসুরা থানায় একটি জেনারেল ডায়েরী লিপিবদ্ধ করিয়াছি। যাহার জি.ডি.ই নং 651, তারিখ 12/09/2026. এক্ষণে কোন সহৃদয় ব্যক্তি উক্ত শংসাপত্রটি পাইয়া থাকিলে উপরোক্ত ঠিকানায় জানাইলে বাধিত হইব, নচেৎ উক্ত শংসাপত্রের প্রতিলিপির জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরে আবেদন করিব। মাতার মৃত্যুর **শংসাপত্রটির বিবরণঃ সবুনা নিশা, স্বামী সেখ গেনি, সাকিম চাঁপাডাঙ্গা, তারকেশ্বর, হুগলী-৭১২৪০১, মৃত্যুর তারিখ ০১/০৭/১৯৯৪, আর্জিকর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল কর্তৃক গৃহীত।**

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, জেলা- নদীয়া, থানা- কালীগঞ্জ, অতিরিক্ত সাব-রেজিস্ট্রি অফিস- দেবগ্রাম, ৬০ নং দেবগ্রাম মৌজায়, এল.আর. খতিয়ান নং- ৪৩৬৬ (কৃষি), আর.এস. দাগ নং- ৪০৫৮ এবং এল.আর. দাগ নং- ৪৮৯৪, শ্রেণী- ভিটা (বর্তমানে ফাঁকা ভিটা), মোট ৩২ শতকের মধ্যে ০২ শতক তন্মধ্যে ১.১৫ (এক দশমিক এক পাঁচ) শতক ভিটা জমি। অত্র জমির মূল মালিক অধুনা মৃত রতিকান্ত ব্যানার্জী মহাশয়ের ওয়ারিশগণ- ১) কৃষ্ণ গোপাল ব্যানার্জী, সাং - ৩১, ভগবতী চরন চ্যাটার্জি স্ট্রীট, জেলা - উত্তর ২৪ পরগণা ২) আভা গাঙ্গুলী, স্বামী - বিজয় গোপাল গাঙ্গুলী, সাং - ১০২৪, ঝাপপুকুর পাইন বাগান, জেলা - হুগলি, ৩) টুটুন চ্যাটার্জী, স্বামী - তমাল চ্যাটার্জী, সাং - মহত্মা অশ্বিনী দত্ত লেন এবং ৪) মানবী ব্যানার্জী, ১ হইতে ৪ নং দাতা/দাত্রীগণের পিতা মৃত রতিকান্ত ব্যানার্জী। উক্ত দাতাগণের পক্ষে পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি/আমমোক্তারনামা গ্রহীতা এবং স্বয়ং মানবী ব্যানার্জী (গত ২৮/০২/২০২৪ তারিখে দেবগ্রাম এ.ডি.এস.আর. রেজিস্ট্রি অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ৪ নম্বর বহির ১৬১০-২০২৪ নং ভলিউমে ৮৭ হইতে ৮৯ নং পাতায় লিপিবদ্ধকৃত ০৬ নম্বর আমমোক্তারনামা দলিল মূলে প্রাপ্ত) গত ১৫/০১/২০২৫ তারিখে দেবগ্রাম অতিরিক্ত সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ৪৫০ নং একখণ্ড বিক্রয় কোবলা দলিল মূলে উক্ত ১.১৫ শতক জমি শুক্লা পাল, স্বামী- লক্ষণ চন্দ্র পাল, সাং ও পোঃ- দেবগ্রাম, থানা- কালীগঞ্জ, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১১৩৭-এর নিকট হস্তান্তর ও বিক্রয় করিয়াছেন,বর্তমানে উক্ত বিক্রয় কোবলা গ্রহীতা শুক্লা পাল মহাশয়া তাঁহার নিজ নামে কালীগঞ্জ বি.এল. অ্যান্ড বি.এল.আর.ও. (B.L. & L.R.O.) অফিসে নামজারী ও রেকর্ড (Mutation & Record) করাইতে চান। উক্ত হস্তান্তরিত জমিতে পূর্বে উল্লিখিত দাতা/দাতাগণ বা অন্য কোনো ওয়ারিশ অথবা অন্য কোনো ব্যক্তির যদি কোনো প্রকার স্বত্ব, স্বার্থ, পাওনা, ওজর বা আপত্তি থাকে, তবে তাহা এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ হইতে আগামী ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে উপযুক্ত তথ্য প্রমাণসহ কালীগঞ্জ B.L. & L.R.O. অফিসে লিখিতভাবে অভিযোগ দাখিল করিবেন, নির্ধারিত সময় পার হওয়ার পর অন্য কোনো ওজর-আপত্তি গ্রহণযোগ্য হইবে না এবং আইন মোতাবেক নামজারী ও রেকর্ড সংক্রান্ত কার্যাদী সম্পন্ন করা হইবে।

SAJIBUL SK, Advocate, Krishnagar Judge's Court
Krishnagar, Nadia, Enrollment
No- F/4820/5703/2025.

নোটিশ

জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর ডিষ্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত মেদিনীপুর
Probate Case No. 8/2024
মীরা মান্না .... দরখাস্তকারী
বনাম
মমতা মিত্র দীং .... প্রতিপক্ষ
D/F-01/10/26

এতদ্বারা সর্ব সাধারনকে অবগত করানো যায় যে অত্রস্থ মেদিনীপুর কোতয়ালী থানার অধিন পানপাড়া মিঞ্যাবাজার, পোঃ- মেদিনীপুর সাকিনের **শ্রীমত্যা তিলোত্তমা ঘোষ** মহাশয়া তাহার নামিত মিঞ্যাবাজার মৌজার নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তির বাবদ একটি উইল সম্পাদন ও রেজিষ্ট্রী করিয়া গিয়াছেন গত ইংরেজী ২৮.০৯.২০১২, বাংলা ১১ই আশ্বিন ১৪১৯ সাল। উক্ত উইল প্রবেটে গ্রহন জন্য দরখাস্তকারী উপরোক্ত নম্বর মোকর্দ্দমা দায়ের করিয়াছেন। ইহাতে কাহারও কোন প্রকার আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিন মধ্যে স্বয়ং অথবা ভার প্রাপ্ত ব্যক্তি দ্বারা কারন দর্শাইবেন। অন্যথায় আইনানুগ কার্য্য হইবে।

উইলভুক্ত সম্পত্তির বিবরণ:

District - Paschim Medinipur, P.S., Municipality, Sub-Registry Office, Pargana- Midnapore, Municipal Ward No. 10 (old), Mouza- Miyabazar, J.L. No. 173, R.S. Khatian No. 801, L.R. Khatian No. 904.

R.S. Plot No.	L.R. Plot No.	Area
9 (part),	23(p)	326 sq.ft. or .0075 acre
12(p),	21(p)	105 sq.ft. or .0024 Acres.

Total Area- 431 sq.ft. or .0099 Acres on which 368 sq.ft. tile shed house which is marked letter 'C' in red wash in annexed map of the Will.

আদেশানুসারে,
Barun Kr Santra, সেরেস্তাদার
ডিষ্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত, মেদিনীপুর,
জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, 19/9/26,

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা,
ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪,
মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোটের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

কলকাতা বিমানবন্দরের চাপ কমাতে কল্যাণী গ্রিনফিল্ড প্রকল্পের জমি চিহ্নিতের কাজ শুরু

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতা বিমানবন্দরের উপর চাপ কমানো এবং দক্ষিণবঙ্গের বিমান যোগাযোগ আরও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে প্রস্তাবিত কল্যাণী গ্রিনফিল্ড বিমানবন্দর প্রকল্পের জন্য জমি চিহ্নিত করার প্রক্রিয়া শুরু করেছে রাজ্য সরকার। সূত্রের খবর, নদিয়ার নয়টি মৌজায় প্রায় ২,০০০ একর জমি অধিগ্রহণের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে ওই এলাকায় জমি কেনাবেচার নথি নিবন্ধনের উপরও নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।

প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে, যে নয়টি মৌজা প্রকল্পের আওতায় চিহ্নিত হয়েছে, সেগুলি হল; বীরপাড়া, চর যাদুবাটি, গঙ্গামোহনপুর, চর মধুসূদনপুর, সারাতি, মুরুটিপুর, উমাপুর, ঈশ্বরীপুর এবং কল্যাণী। সংশ্লিষ্ট সাব-রেজিস্ট্রারদের ওই মৌজাগুলির জমির দলিল নিবন্ধন আপাতত বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

চলতি বছরের রাজ্য বাজেটে কল্যাণীতে একটি গ্রিনফিল্ড বিমানবন্দর তৈরির কথা ঘোষণা করা হয়েছিল। সরকারের ধারণা, এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে কলকাতা বিমানবন্দরের উপর যাত্রী ও কার্গো পরিবহণের চাপ অনেকটাই কমবে। পাশাপাশি নদিয়া-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকার শিল্প, বাণিজ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থারও উল্লেখযোগ্য উন্নতি হবে।

প্রাথমিক পরিকল্পনা অনুযায়ী, বিমানবন্দর নির্মাণের জন্য প্রয়োজন হবে প্রায় ২,০০০ একর জমি। এর মধ্যে প্রায় ২৪০ একর জমি ইতিমধ্যেই সরকারের হাতে রয়েছে। তার মধ্যে ১৭২ একর জুড়ে রয়েছে একটি ইটভাটা এলাকা। বাকি জমি অধিগ্রহণ করতে হবে। সবচেয়ে বেশি জমি লাগবে কল্যাণী ও বীরপাড়া মৌজায়। এছাড়া সারাতি এবং মুরুটিপুরেও উল্লেখযোগ্য পরিমাণ জমি প্রয়োজন হবে। পরিকল্পনা অনুযায়ী, বিমানবন্দরে উত্তর-পূর্ব থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমমুখী দুটি সমান্তরাল রানওয়ে থাকবে। রানওয়ের পূর্ব দিকে গড়ে তোলা হবে যাত্রী টার্মিনাল, কার্গো টার্মিনাল এবং এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোল টাওয়ার। রানওয়ে-সহ নিরাপত্তা অঞ্চল মিলিয়ে এর দৈর্ঘ্য প্রায় পাঁচ কিলোমিটার এবং প্রস্থ প্রায় ৫০০ মিটার হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়া ট্যাক্সিওয়ে, বিমান পার্কিং বে-সহ অন্যান্য পরিকাঠামোও নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে।

প্রশাসনিক সূত্রের দাবি, দিল্লির জেওর এবং নবি মুম্বইয়ের গ্রিনফিল্ড বিমানবন্দরের আদলে কল্যাণী বিমানবন্দর প্রকল্প গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। প্রকল্পের জন্য জমি অধিগ্রহণ ও অন্যান্য প্রশাসনিক প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর বিস্তারিত প্রকল্প রিপোর্ট এবং নির্মাণের সময়সূচি চূড়ান্ত করা হবে।

ধর্ষণের ভুয়ো মামলায় ফাঁসানোর ভয় দেখিয়ে তোলাবাজিতে ধৃত তরুণী

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ধর্ষণের মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়ে দেওয়ার ভয় দেখিয়ে টাকা আদায়ের চাঞ্চল্যকর অভিযোগ। কলকাতা শহরজুড়ে একই কায়দায় পাতা ফাঁদে পা দিয়ে সর্বস্বান্ত হয়েছেন একের পর এক সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। অবশেষে তোলাবাজির এই ভয়াবহ চক্রের মূল কারিগর, ৩১ বছর বয়সি এক তরুণীকে গ্রেপ্তার করল পঞ্চসায়র থানার পুলিশ। ধৃত তরুণী নিজেকে পেশায় 'মডেল' বলে দাবি করতেন। সন্তোষপুরের বাড়ির সামনে থেকেই রবিবার তাঁকে পাকড়াও করে লালবাজারের স্পেশাল টিমের সহযোগিতায় স্থানীয় থানার পুলিশ। পুলিশ ও আদালত সূত্রের খবর, ধৃত তরুণীর বিরুদ্ধে পূর্বে অন্তত ১৪ জন ব্যক্তির বিরুদ্ধে ধর্ষণ ও যৌন হেনস্তার মোট ১১টি ভুয়ো মামলা দায়ের করার বিস্ফোরক প্রমাণ মিলেছে। সার্ভে পার্ক, রবীন্দ্র সরোবর, কসবা, রিজেন্ট পার্ক, যাদবপুর এবং গল্ফগ্রিন সহ দক্ষিণ কলকাতার বিস্তীর্ণ এলাকায় জাল বিছিয়েছিলেন ওই তরুণী। তাঁর টার্গেটের তালিকায় বাদ যাননি কেউ। এই তালিকায় রয়েছে স্বনামধন্য চিকিৎসক, জিম মালিক, তো আবার কখনও দিনআনি দিনখাওয়া সাধারণ অটোচালক! তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পেরেছে, চরম নৃশংসতার সীমা পেরিয়ে ২০২১ সালের অক্টোবরে নিজের জন্মদাতা বাবার বিরুদ্ধেও ধর্ষণের ভুয়ো অভিযোগ ঠুকে দিয়েছিলেন ওই তরুণী, যার জেরে গ্রেপ্তার হতে হয়েছিল প্রৌঢ়কে।

সম্প্রতি এক প্রখ্যাত চিকিৎসকের ফাঁদে পড়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করেই এই চক্রের পর্দাফাঁস হয়। জানা গিয়েছে, গত জানুয়ারি মাসে পঞ্চসায়র এলাকার বাসিন্দা ওই চিকিৎসকের সন্তোষপুর স্থিত চেম্বারে চিকিৎসা করানোর বাহানায় হাজির হন তরুণী। এর কিছুদিন পর থেকেই শুরু হয় আসল খেলা। চিকিৎসককে ফোন করে মোটা অঙ্কের টাকা দাবি করতে শুরু করেন তিনি। সাফ হুমকি দেওয়া হয়, দাবি মতো টাকা না মেলালে মিথ্যা ধর্ষণ মামলায় ফাঁসিয়ে কেরিয়ার ও সামাজিক জীবন বরবাদ করে দেওয়া হবে। প্রথমে ভয় পেয়ে পিছিয়ে গেলেও, চিকিৎসকের নতিস্বীকার না করার মাশুল গুণতে হয় পরবর্তীতে। তরুণীর অভিযোগের ভিত্তিতে পঞ্চসায়র থানার পুলিশ ওই চিকিৎসককে গ্রেপ্তার করে। তবে বিপদের গন্ধ পেয়ে চিকিৎসক আগেভাগেই পূর্ব যাদবপুর থানায় ব্ল্যাকমেলের বিষয়ে লিখিত সাধারণ ডায়েরি করে রেখেছিলেন। আদালত থেকে জামিনে মুক্ত হওয়ার পর চিকিৎসকের স্ত্রী সরাসরি আলিপুর আদালতের শরণাপন্ন হন। স্বামীর নির্দোষ হওয়ার প্রমাণ তুলে ধরে বিচারবিভাগীয় নিরপেক্ষ তদন্তের আবেদন জানান তিনি।

এরপর আলিপুর আদালতের কড়া নির্দেশ পেতেই নড়েচড়ে বসে পঞ্চসায়র থানার তদন্তকারীরা। তদন্তের গভীরে ঢুকতেই একে একে বেরিয়ে আসতে শুরু করে কেঁচো খুঁড়তে কেউটে। চিকিৎসকের বিরুদ্ধে আনা সমস্ত অভিযোগ সম্পূর্ণ অসত্য ও ভিত্তিহীন প্রমাণিত হয়। একইসঙ্গে সামনে আসে তরুণীর একের পর এক তোলাবাজি ও ব্ল্যাকমেলের খতিয়ান। ইতিমধ্যেই ভুক্তভোগীদের মধ্যে বেশ কয়েকজন তরুণীর বিরুদ্ধে লিখিত তোলাবাজির ডায়েরি করেছেন। পঞ্চসায়র থানার দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক জানিয়েছেন, ধৃতকে হেপাজতে নিয়ে জেরার কাজ চলছে। এই চক্রে আর কেউ জড়িত রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

আইটি সেন্টার পর্যন্ত অরেঞ্জ লাইনে পুশ ট্রলি, পরিষেবা শুরুর আগে শেষ পর্যায়ের কাজ

কলকাতা: বেলেঘাটা থেকে সেক্টর ফাইভের আইটি সেন্টার পর্যন্ত অরেঞ্জ লাইনের অংশে মেট্রো চালুর প্রস্তুতি আরও এক ধাপ এগোল। এই অংশে প্রথমবার পুশ ট্রলি চালিয়ে পরিকাঠামো পরীক্ষা করল মেট্রো কর্তৃপক্ষ। ট্রায়াল পরিদর্শন করার এই ধাপ শেষ হওয়ায় এবার বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা-সহ বাকি কাজ দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি শুরু হল।

বেলেঘাটা-আইটি সেন্টার অংশে ভায়াডাক্ট নির্মাণ এবং ব্যালাস্ট-বিহীন ট্র্যাক বসানোর কাজ ইতিমধ্যেই শেষ হয়েছে। ট্র্যাকে পুশ ট্রলি চালিয়ে মূলত পরবর্তী পর্যায়ের কাজের আগে পরিকাঠামো পরীক্ষা করল মেট্রো কর্তৃপক্ষ। মেট্রো সূত্রে খবর, বিদ্যুৎ-সংক্রান্ত কাজের প্রস্তুতিও শুরু করা হয়েছে। তারপর যাত্রী নিরাপত্তার বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখে পরিষেবা চালুর সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। কবি সুভাষ, জয় হিন্দ বিমানবন্দর মেট্রো প্রকল্পের মোট দৈর্ঘ্য ৩২ কিলোমিটার। এই প্রকল্পটি পাঁচটি পর্যায়ে বাস্তবায়নের পরিকল্পনা করা হয়েছিল। প্রথম দুই অংশ, কবি সুভাষ থেকে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় এবং হেমন্ত মুখোপাধ্যায় থেকে বেলেঘাটা, ইতিমধ্যেই যাত্রী পরিষেবা শুরু হয়েছে। তৃতীয় অংশ বেলেঘাটা থেকে আইটি সেন্টার। সেই অংশের কাজ এখন প্রায় শেষ। এই প্রকল্পের ক্ষেত্রে শেষ কয়েকটি কাজই ছিল সবচেয়ে জটিল। বিশেষ করে চিংড়িহাটা এলাকায় রেললাইন বসানোর কাজ দীর্ঘ সময় ধরে আটকে ছিল। শেষ পর্যন্ত ৩৬৬ মিটার রেললাইন বসানো এবং গার্ডার স্থাপনের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। ফলে আইটি সেন্টার পর্যন্ত মেট্রো পৌঁছনোর পথে বড় একটি বাধা কাটিয়ে উঠতে পেরেছে মেট্রো কর্তৃপক্ষ। ২০১০ সালে ৩২ কিলোমিটারের এই প্রকল্প অনুমোদনা দেওয়া হয়েছিল। বিভিন্ন কারণে কাজের গতি বার বার থমকে যায়। সেই দীর্ঘ অপেক্ষার পরএ বার সেক্টর ফাইভ পর্যন্ত সংযোগ সম্পূর্ণ করার কাজ দ্রুত এগোচ্ছে। মেট্রো সূত্রের খবর, চলতি বছরের মধ্যেই আইটি সেন্টার পর্যন্ত অংশের নির্মাণকাজ শেষ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তবে নির্মাণ শেষ হলেই সঙ্গে সঙ্গে যাত্রী পরিষেবা চালু হবে না। বিদ্যুৎ ব্যবস্থা, পরিকাঠামোগত পরীক্ষা এবং নিরাপত্তা সংক্রান্ত অনুমোদনের একাধিক ধাপ পেরিয়ে দেওয়া হবে যাত্রী পরিষেবার অনুমতি।

রঘুনাথপুরে ভরদুপুরে বাড়িতে ঢুকে যুবককে খুন, নগদ ও গয়না নিয়ে চম্পট দিল দুষ্কৃতী

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাগুইআটি: ভরদুপুরে ঘরের ভিতর ঢুকে এক শয্যাশায়ী যুবককে পিটিয়ে নৃশংসভাবে খুনের ঘটনা ঘটল বাগুইআটির রঘুনাথপুর এলাকায়। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতের নাম বলরাম রাজবংশী। মাথায় ও কপালে ভারী বস্তুর একাধিক মারাত্মক আঘাতের জেরে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে বলে প্রাথমিক অনুমান। ঘটনার সময় ঘরে একাই ছিলেন ওই যুবক। দুষ্কৃতীরা আলমারি খুলে নগদ টাকা ও সোনার গয়না লুঠ করে চম্পট দেয়। তবে ঘটনাটি স্রেফ চুরি-ডাকাতি, নাকি এর নেপথ্যে রয়েছে পারিবারিক কোনো গভীর ষড়যন্ত্র, তা নিয়ে জোর জল্পনা তৈরি হয়েছে। তদন্তে নেমে একাধিক চাঞ্চল্যকর সূত্র হাতে পাওয়ায় পুলিশের সন্দেহের তির এখন মৃতের পরিবারের দিকেই।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রঘুনাথপুরের বাড়িতে বাবা, মা ও দাদার সঙ্গে থাকতেন বলরাম। শারীরিক অসুস্থতার কারণে বিগত প্রায় দুই বছর ধরে তিনি সম্পূর্ণ শয্যাশায়ী ছিলেন। রবিবার সকালে পরিবারের কেউ বাড়িতে ছিলেন না। বাবা ও দাদা পেশায় মৎস্য ব্যবসায়ী হওয়ায় ভোর ভোরেই ব্যবসার কাজে বেরিয়ে যান। অন্যদিকে বলরামের মা পেশায় পরিচারিকা, তিনিও সকালে কাজ করতে বাইরে গিয়েছিলেন। বাড়িতে তখন একা শয্যাশায়ী বলরাম এবং পরিবারের একটি পোষ্য কুকুর ছাড়া আর কেউ ছিল না।

অভিযোগ, ফাঁকা বাড়ির সুযোগ নিয়ে দুষ্কৃতীরা ভেতরে ঢোকে। ধরা পড়ার ভয়ে প্রথমেই তারা পোষ্য কুকুরটিকে অন্য একটি ঘরে ঢুকিয়ে বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দেয়। এরপর ঘরের ভেতর তাণ্ডব চালিয়ে আলমারি থেকে গয়না ও নগদ টাকা লুঠপাট করা হয়। শেষে বিছানায় শয্যাশায়ী অবস্থায় থাকা বলরামের কপালে ও মাথায় ভারী বস্তু দিয়ে উপর্যুপরি আঘাত করে দুষ্কৃতীরা। তাতেই ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় তাঁর। বেলা বারোটা নাগাদ কাজ সেরে মা বাড়িতে ফিরে দেখেন, বাইরে থেকে দেওয়া তালা খোলা রয়েছে এবং ঘরের মেঝেতে ছেলের রক্তাক্ত দেহ পড়ে রয়েছে। চারিদিকের আলমারি খোলা ও লন্ডভন্ড অবস্থায় দেখতে পেয়ে তিনি চিৎকার জুড়ে দেন। প্রতিবেশীরা ছুটে এসে বাগুইআটি থানায় খবর দিলে পুলিশ এসে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়।

ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশের হাতে একাধিক অসঙ্গতি উঠে এসেছে। তদন্তকারীদের মূল প্রশ্ন, কোনো অচেনা মানুষ বাড়িতে ঢুকলে পোষ্য কুকুরটি চিৎকার করেনি কেন তা নিয়েও। প্রতিবেশীরা জানিয়েছেন, ঘটনার সময়ে কুকুর ডাকার কোনো শব্দ তাঁরা শুনতে পাননি। উপরন্তু, বলরামের মা জানান, সকালে তিনি বাড়ি থেকে বেরোনোর সময় বাইরে থেকে দরজায় তালা লাগিয়ে গিয়েছিলেন। দুপুরে ফিরে দেখেন সেই তালাখোলা রয়েছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, আলমারির চাবিকাঠি না ভাঙায় স্পষ্ট যে, তা কোনও চাবি দিয়েই খোলা হয়েছিল।

এই সমস্ত তথ্যের ওপর ভিত্তি করে বাগুইআটি থানার পুলিশ আপাতত চুরির তত্ত্বের পাশাপাশি পারিবারিক শত্রুতার দিকটিকেও অগ্রাধিকার দিচ্ছে। ইতিমধ্যেই জিজ্ঞাসাবাদের জন্য মৃতের বাবা, মা এবং দাদা কৃষ্ণ রাজবংশীকে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের মূল সন্দেহের আঁতশকাচের নিচে রয়েছেন দাদা কৃষ্ণ। তাঁকে নিবিড় জিজ্ঞাসাবাদ চালাচ্ছেন তদন্তকারীরা। খুব শীঘ্রই এই হত্যাকাণ্ডের রহস্য উন্মোচিত হবে বলে আশাবাদী বাগুইআটি থানার পুলিশ।

উন্নত চিকিৎসা পরিষেবায় এক ছাদের তলায় চালু হল রিহ্যাব হাব

নিজস্ব প্রতিবেদন, মহেশতলা: উন্নত চিকিৎসা পরিষেবায় বাটানগরে চালু হল রিহ্যাব হাব। চিকিৎসা ব্যবস্থায় বাংলায় এমন উদ্যোগ প্রথম। এর আগে বেঙ্গল রিহ্যাবিলিটেশন গ্রুপের উদ্যোগে এক ছাদের নীচে কানে শোনার যন্ত্র হিয়ারিং এইড মল চালু করা হয়েছিল। তার ঠিক দু'বছরের মধ্যেই আত্মপ্রকাশ করল রিহ্যাব হাব। সম্প্রতি বেঙ্গল রিহ্যাবিলিটেশন গ্রুপের সহায়তায় দক্ষিণ ২৪ পরগনার মহেশতলা বাটা মোড় সংলগ্ন পশ্চিম জগতলায় রিহ্যাব হাব-এর উদ্বোধন হল। রিহ্যাব হাব বা পুনর্বাসন কেন্দ্র হল একটি উন্নতমানের চিকিৎসাকেন্দ্র, যেখানে মূলত কোনো বড় দুর্ঘটনা, অস্ত্রোপচার, স্ট্রোক, স্নায়বিক সমস্যা কিংবা বিভিন্ন ধরনের মাদকাসক্ত রোগীদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার জন্য সব ধরনের প্রয়োজনীয়

সাপোর্ট ও থেরাপি প্রদান করা হয়। সাধারণত একটি আধুনিক ও আন্তর্জাতিক মানের রিহ্যাব হাবে যে সমস্ত সুযোগ-সুবিধা এবং চিকিৎসা ব্যবস্থা থাকে তার সমস্ত প্রকার ব্যবস্থাই থাকছে বিআরজি রিহ্যাব হাবে। এখানে খুব যত্ন সহকারে স্ট্রোক বা দুর্ঘটনার পর রোগী যাতে নিজের দৈনন্দিন কাজ, যেমন খাওয়া, পোশাক পরা, লেখার মতো কাজ নিজে নিজেই করতে পারেন তার জন্য স্বাবলম্বী করে তোলা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সংস্থার ফাউন্ডার ডঃ সুপর্ণ দাস সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বলেন, যেকোনো বয়সের মানুষ দুর্ঘটনাজনিত বা যে কোনো রকম বয়জনিত কারণে শয্যাশায়ী হয়ে পড়লে তাঁকে থেরাপির মাধ্যমে সুস্থ করে তোলার একটা প্রয়াস বেঙ্গল রিহ্যাবিলিটেশন গ্রুপের তরফ থেকে নেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন নামী বেসরকারি হাসপাতালে সংস্থার তরফে এই পরিষেবা দেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে।

ট্রাইব্যুনালে নতুন করে নাম তোলার আবেদনকারীর সংখ্যা নিয়ে বিভ্রান্তি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে ট্রাইব্যুনালে নতুন করে নাম তোলার আবেদনকারীর সংখ্যা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর দাবির সঙ্গে নির্বাচন কমিশনের হলফনামার তথ্যের বিস্তর ফারাক সামনে এল। সুপ্রিম কোর্টে কমিশনের দাখিল করা একটি নতুন হলফনামা অনুযায়ী, এসআইআর প্রক্রিয়ায় ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ যাওয়ার পরে পশ্চিমবঙ্গে ট্রাইব্যুনালের মাধ্যমে ফের নাম অন্তর্ভুক্তির আবেদন করেছেন ২২ লক্ষ ২১ হাজার ১১৮ জন। অথচ মুখ্যমন্ত্রী এর আগে আবেদনকারীর সংখ্যা প্রায় সাত লক্ষ বলে দাবি করেছিলেন। এসআইআর সংক্রান্ত একটি মামলায় তৃণমূল সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়েনের আবেদনের প্রেক্ষিতে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে এই হলফনামা জমা দেয় নির্বাচন কমিশন। সেই হলফনামায় কমিশন স্পষ্ট জানিয়েছে, ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ পড়ার পর পুনরায় নাম অন্তর্ভুক্তির জন্য ট্রাইব্যুনালে আবেদন করেছেন ২২,২১,১১৮ জন।

এই তথ্য সামনে আসার পর বিরোধী শিবিরের দাবি, এসআইআর ট্রাইব্যুনালে আবেদনকারীর সংখ্যা নিয়েও মুখ্যমন্ত্রী ভুল তথ্য দিয়েছিলেন। নির্বাচন কমিশনের হলফনামাই সেই দাবি খারিজ করে দিয়েছে বলে তাদের অভিযোগ। যদিও মুখ্যমন্ত্রী বা রাজ্য সরকারের তরফে নির্বাচন কমিশনের হলফনামায় উল্লিখিত এই পরিসংখ্যান নিয়ে এখনও পর্যন্ত নতুন কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

উপনির্বাচনে সম্পন্ন হল ইভিএম ও ভিভিপ্যাটের দ্বিতীয় দফার র‍্যান্ডমাইজেশন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রেজিনগর ও নন্দীগ্রাম বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনকে সামনে রেখে রবিবার সম্পন্ন হল ইভিএম ও ভিভিপ্যাটের দ্বিতীয় দফার র‍্যান্ডমাইজেশন। নির্বাচন কমিশনের ইভিএম ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (ইএমএস)-এর মাধ্যমে প্রতিটি বুথের জন্য কোন ইভিএম ও ভিভিপ্যাট ব্যবহার করা হবে, তা সম্পূর্ণ কম্পিউটার-নির্ভর লটারির মাধ্যমে নির্ধারণ করা হয়েছে। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তরের তরফে জানানো হয়েছে, রেজিনগর এবং নন্দীগ্রাম; দুই কেন্দ্রেই এদিন দ্বিতীয় দফার র‍্যান্ডমাইজেশন সম্পন্ন হয়েছে। এরপর ২৯ সেপ্টেম্বর থেকে ১ অক্টোবর পর্যন্ত চলবে ইভিএম ও ভিভিপ্যাট কমিশনিংয়ের কাজ। নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, এই পুরো প্রক্রিয়া সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসারের তত্ত্বাবধানে এবং প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তাঁদের অনুমোদিত প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতেই সম্পন্ন হয়েছে। কোন বুথে কোন ইভিএম ও ভিভিপ্যাট ব্যবহার করা হবে এবং কোনগুলি সংরক্ষিত থাকবে, তার তালিকাও সমস্ত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে দেওয়া হবে। ভোটের দিন শুধুমাত্র এই র‍্যান্ডমাইজেশনে নির্ধারিত ইভিএম ও ভিভিপ্যাটই সংশ্লিষ্ট বুথে ব্যবহার করা হবে। নির্বাচন কমিশনের দাবি, র‍্যান্ডমাইজেশনের এই পদ্ধতির ফলে ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা বজায় থাকে এবং নির্দিষ্ট কোনও বুথের জন্য আগে থেকে কোনও ইভিএম নির্ধারণের সুযোগ থাকে না। কমিশনের ইভিএম ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের মাধ্যমেই সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি পরিচালিত হয়।

পড়ুয়াহীন স্কুলের ভবিষ্যৎ নিয়ে সমীক্ষা করবে রাজ্য সরকার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: যে সব সরকারি স্কুলে নতুন শিক্ষাবর্ষে একজনও পড়ুয়া ভর্তি হয়নি, সেই স্কুলগুলির ভবিষ্যৎ নিয়ে সমীক্ষায় নামছে রাজ্য সরকার। স্কুলগুলির বর্তমান অবস্থা, পরিকাঠামো, জমির মালিকানা এবং ন্যূনতম পরিষেবার পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় সুপারিশ জমা দিতে সব জেলার জেলাশাসক এবং পুর কমিশনারদের নির্দেশ দিয়েছে স্কুল শিক্ষা দপ্তর। স্কুল শিক্ষা সচিব বিনোদ কুমারের পাঠানো নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, প্রতিটি জেলায় জেলাশাসকের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করতে হবে। ওই কমিটিতে থাকবেন জেলা শিক্ষা আধিকারিক এবং জেলা স্কুল পরিদর্শক। প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের অন্যান্য আধিকারিকদেরও অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। সরকারি নির্দেশ অনুযায়ী, ছাত্র ভর্তি না হওয়া স্কুলগুলির ভবনের অবস্থা, জমির মালিকানা, পানীয় জল, বিদ্যুৎ, শৌচাগার-সহ ন্যূনতম পরিকাঠামো এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় পরিষেবার বিষয়গুলি বিস্তারিতভাবে পর্যালোচনা করবে কমিটি। পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট এলাকায় ওই স্কুলের বাস্তব প্রয়োজনীয়তা এবং ভবিষ্যতে সেখানে ছাত্রভর্তি বাড়ানোর সম্ভাবনাও খতিয়ে দেখা হবে।

আইগ্ল্যামে বাংলার নতুন মুখ

কলকাতা: মডেলিং, গ্রুমিং ও সৌন্দর্য প্রতিযোগিতাকে ঘিরে জমজমাট আয়োজন। জুনিয়র, টিনএজ থেকে শুরু করে মিস, মিস্টার ও মিসেস;বিভিন্ন বিভাগে প্রতিযোগীরা নিজেদের প্রতিভা ও আত্মবিশ্বাস তুলে ধরেন। আইগ্ল্যামের মূল ভাবনা 'বিউটি উইথ রেসপনসিবিলিটি'-কে সামনে রেখে প্রতিভা বিকাশের পাশাপাশি আত্মবিশ্বাস, ব্যক্তিত্ব ও সামাজিক দায়বদ্ধতার বার্তাও দেওয়া হয়। বিভিন্ন বিভাগে বিজয়ীদের মধ্যে মিস্টার বেঙ্গল ২০২৬ হন অরিহন্ত ভট্টাচার্য। মিস বেঙ্গল ২০২৬-এর মুকুট পান শ্রীপর্ণা। মিসেস বেঙ্গল ২০২৬ হন প্রিয়াঙ্কা শর্মা রায়। জুনিয়র বিভাগে ইশি জেতেন জুনিয়র মিস বেঙ্গল ২০২৬ এবং দেবেশ জেতেন জুনিয়র বয় বেঙ্গল ২০২৬ খেতাব। টিন বেঙ্গল ২০২৬-এর মুকুট পান কেনজিয়া।

একদিন আমার শহর

কলকাতা, ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ৩ আশ্বিন ১৪৩৩, সোমবার

ট্রেড লাইসেন্স না থাকলে ঠাঁই নেই গ্যালিফ স্ট্রিটে, কড়া নির্দেশিকা হাইকোর্টের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রবিবার ভোরে উত্তর কলকাতার গ্যালিফ স্ট্রিট মানেই এক অন্য ছবি। পাখির কিচিরমিচির, রঙিন মাছের মেলা, আর পশুপেমীদের ভিড়ে গমগম করে পুরো এলাকা। কিন্তু চলতি সপ্তাহের রবিবারের ভোরটা আর পাঁচটা ছুটির দিনের মতো ছিল না। কলকাতা হাইকোর্টের কড়া নির্দেশে ঐতিহ্যবাহী এই শখের হাটে কার্যত আঁটসাঁট নিরাপত্তার চাদর মুড়ে নামল কলকাতা পুলিশ এবং শুল্ক দপ্তরের আধিকারিকরা। সোজা কথা, ট্রেড লাইসেন্স না থাকলে হাটে আর বসাই যাবে না, পাশাপাশি সম্পূর্ণ বন্ধ করতে হবে সংরক্ষিত পাখি ও বেআইনি পোষ্য বিক্রি!

প্রসঙ্গত, হাইকোর্টের নির্দেশ অনুসারে গ্যালিফ স্ট্রিটের এই শতাধী প্রাচীন হাটে দীর্ঘদিন ধরেই বন্যপ্রাণী ও বেআইনি পশুপাখি বিক্রির অভিযোগ উঠছিল। গত বুধবার কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি রবীন্দ্র ভি ঘুগের ডিভিশন বেঞ্চ স্পষ্ট জানিয়ে দেয়- সংরক্ষিত বন্যপ্রাণী, পাখি, কচ্ছপ বা কোনো বেআইনি কুকুর ছানা-মাছ এই বাজারে বিক্রি করা যাবে না। রবিবার থেকেই নির্দেশ বলবৎ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল প্রশাসনকে। সেই নির্দেশ মেনেই রবিবার কাকভোরে বাজারে অভিযান চালায় কলকাতা পুলিশ ও শুল্ক দপ্তর।

শুধু তাই নয়, আদালতের নির্দেশ অনুসারে আরও এক কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে, কলকাতা পুরসভার ট্রেড লাইসেন্স ছাড়া কোনো ব্যবসায়ীই এই হাটে বসতে পারবেন না। রবিবারের সকালে গ্যালিফ স্ট্রিটের অলিতে-গলিতে ঝুলতে দেখা যায় আদালতের এই নির্দেশিকা সম্বলিত পোস্টার ও ব্যানার। একই সঙ্গে পরিস্থিতি সামাল দিতে 'বাগবাজার সখের হাট ওয়েলফেয়ার' সমিতির তরফ থেকেও দফায় দফায় মাইকিং করা হতে থাকে, যাতে কেউ আইন ভেঙে কোনো বেআইনি কেনাবেচা না

করেন। প্রশাসনের এই সক্রিয়তায় চরম দুশ্চিন্তায় পড়েছেন বছরের পর বছর ধরে এখানে রুটিরুজি চালানো ব্যবসায়ীরা। 'বাগবাজার সখের হাট'-এর অন্যতম সদস্য অমর চক্রবর্তী জানান, 'আমাদের সমিতিতে ৭০০-র বেশি সদস্য রয়েছেন। শতাধী প্রাচীন এই হাটে একসময় সরকারের তরফ থেকেই আমাদের বসতে বলা হয়েছিল। কিন্তু এখন পুলিশ স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, পুরসভার ট্রেড লাইসেন্স না পাওয়া পর্যন্ত রাস্তার ওপর বসে ব্যবসা করা যাবে না। আমাদের অধিকাংশ ব্যবসায়ীরই বর্তমানে ট্রেড লাইসেন্স নেই। ফলে তাঁরা কীভাবে সংসার চালাবেন, ভেবে পাচ্ছেন না।' তবে একই সঙ্গে তিনি যোগ করেন, 'আমরা আদালতের রায়কে সম্মান করি, তাই আইনের পথেই বিষয়টি সমাধানের চেষ্টা করব।' রবিবারের এই ঝটিকা অভিযানের পর গ্যালিফ স্ট্রিটের ঐতিহ্যবাহী শখের হাটে স্বাভাবিকভাবেই এক ধরনের থমথমে পরিবেশ তৈরি হয়েছে। লালবাজার ও শুল্ক দপ্তর সূত্রের খবর, বেআইনি কারবার পুরোপুরি বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত এবং ব্যবসায়ীদের ট্রেড লাইসেন্স সংক্রান্ত নিয়ম বলবৎ না হওয়া পর্যন্ত আগামী দিনগুলিতেও গ্যালিফ স্ট্রিটে কড়া নজরদারি চালু থাকবে।

বেপরোয়া সিভিকদের ডানা ছাঁটতে লালবাজারের কড়া 'এসওপি'

৩ মাস অন্তর ট্র্যাক রেকর্ড তলব

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: নো-এন্ট্রি পেলেই পকেট ভারী করার তাগিদ, লরি থেকে অন্যায়ভাবে চাঁদা বা টাকা আদায়, আর ক্ষমতা জাহির করতে গিয়ে একের পর এক অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে নাম জড়ানো, সিভিক ভলান্টিয়ারদের এই বেপরোয়া মনোভাব ও আইনকে বুড়ো আঙুল দেখানোর প্রবণতা রুখতে এবার আক্ষরিক অর্থেই কোমর বেঁধে নামল লালবাজার। সিভিক ভলান্টিয়ারেরা ঠিক কী করতে পারবেন, আর কোন সীমার বাইরে গেলেই তাঁদের বিরুদ্ধে খাঁড়া নেমে আসবে, তা স্পষ্ট করে সম্পূর্ণ নতুন এক 'আদর্শ আচরণবিধি' (এসওপি) প্রকাশ করল কলকাতা পুলিশ। নির্দেশনামায় সাফ জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, ডিউটিতে অবহেলা, তোলাবাজি কিংবা কোনও ফৌজদারি মামলায় নাম জড়ালে এবার আর স্রেফ সাবধান করে পার পাওয়া যাবে না। অপরাধের বহর বুঝে এক কোপে চাকরি খোয়াতে হতে পারে সংশ্লিষ্ট কর্মী বা সিভিককে।

কলকাতা পুলিশের এই অভূতপূর্ব কড়াকড়ির নেপথ্যে রয়েছে সিভিকদের একের পর এক বিতর্কিত কাজের সুদীর্ঘ ইতিহাস। ২০২৪ সালের আরজি কর হাসপাতালে চিকিৎসকের ওপর নৃশংস ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় গ্রেপ্তার করা হয়েছিল তৎকালীন সিভিক ভলান্টিয়ার সঞ্জয় রায়কে, যিনি পরবর্তীকালে আদালতে সাজাপ্রাপ্ত হন। সেই রোমহর্ষক ঘটনার পর থেকেই সিভিকদের ভূমিকা, তাঁদের অবারিত সুযোগ-সুবিধা এবং পুলিশের নাম ভাঙিয়ে কাজ করার একচ্ছত্র এক্তিয়ার নিয়ে নানা মহলে একের পর এক প্রশ্ন ওঠে। কিন্তু তারপরেও যে ছবিটা বদলায়নি, তা সম্প্রতি একাধিক ঘটনাতেই স্পষ্ট হয়ে যায়। নো-এন্ট্রি সময়সীমা চলাকালীন টাকা নিয়ে ট্রাক ঢোকানো এবং ব্যক্তিগত গাড়িকে অন্যায্য আর্থিক লেনদেনের বিনিময়ে কমার্শিয়াল কাজে ব্যবহারের সুযোগ দেওয়ার অভিযোগ সামনে আসে। ওই চক্রের তদন্তে নেমে বিধাননগর ট্রাফিক গার্ডের এক সিভিক ভলান্টিয়ার, ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের এক হোমগার্ড এবং হাওড়া গ্রামীণ পুলিশের এক সিভিক ভলান্টিয়ারকে সরাসরি থানায় ডেকে কড়া জেরার মুখোমুখি হতে হয়। শুধু তাই নয়, পরিস্থিতি চরম আকার নেয় যখন চলতি মাসেই ঝাড়খণ্ডের এক নামজাদা ব্যবসায়ীকে খুনের ঘটনায় কলকাতার এক সিভিক ভলান্টিয়ারকে শ্রীঘরে যেতে হয়। এই সমস্ত ঘটনাই লালবাজারের কপালে চিন্তার ভাঁজ ফেলেছিল। অবশেষে ড্যামেজ কন্ট্রোলে নেমে নতুন গাইডলাইন আনল পুলিশ প্রশাসন।

১৭ সেপ্টেম্বর লালবাজারের তরফে প্রকাশিত ওই বিশদ আচরণবিধিতে স্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে সেই সব অপরাধের তালিকা, যার ফলে বাতিল হতে পারে সিভিকদের কাজ। দায়িত্বে চরম গাফিলতি, কাজের জায়গায় চরম শৃঙ্খলাভঙ্গ, অন্যায় আর্থিক সুবিধা আদায়, সাধারণ মানুষ কিংবা সহকর্মীদের সঙ্গে কটু বা অবমাননাকর আচরণ এবং দুর্নীতির অভিযোগ প্রমাণিত হলে তৎক্ষণাৎ কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হবে। ফৌজদারি মামলায় নাম জড়ালে বা গ্রেপ্তার হলেও আর রেহাই মিলবে না। সংশ্লিষ্ট সিভিককে কাজ থেকে সাসপেন্ড বা চিরতরে বরখাস্ত করার এক্তিয়ার দেওয়া হয়েছে কলকাতা পুলিশের ডেপুটি পুলিশ কমিশনারকে (হোমগার্ড অর্গানাইজেশন)। শারীরিক ভাবে অক্ষম হয়ে পড়লে বা চিকিৎসার কারণে দীর্ঘ দিন দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলেও এই একই নিয়ম প্রযোজ্য হবে।

এত দিন ধরে ডিউটি চলাকালীন না জানিয়ে হাওয়া হয়ে যাওয়ার যে রোগ চেপে বসেছিল সিভিকদের একাংশের মধ্যে, তাতেও খাঁড়া নামানো হচ্ছে। কোনও সিভিক ভলান্টিয়ার অনুমতি ছাড়া টানা সাত দিন ডিউটিতে অনুপস্থিত থাকলে কড়া ডিজিটাল নোটিস পাঠানো হবে। প্রথম নোটিসটি যাবে তাঁর হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। এরপরেও পরবর্তী সাতদিনের মধ্যে কাজের জায়গায় যোগ না দিলে বা নোটিসের উত্তর না মিললে তাঁকে পাঠানো হবে দ্বিতীয় তথা চূড়ান্ত শো-কজ নোটিস। দ্বিতীয় নোটিসের সন্তোষজনক জবাব না এলে বা কারণ যুক্তিসঙ্গত না মনে হলে কালবিলম্ব না করে সংশ্লিষ্ট সিভিক ভলান্টিয়ারকে স্থায়ীভাবে ডিমোবিলাইজ অর্থাৎ কাজ থেকে বরখাস্ত করা হবে। তবে কর্মী নিজে গুরুতর অসুস্থ হলে কিংবা পরিবারে কারও বিয়োগ ঘটলে, সে ক্ষেত্রে বিষয়টি মানবিকতার খাতিরে বিবেচনা করে তবেই চূড়ান্ত নির্দেশ কার্যকর করা হবে।

সিভিকেরা নিজের এলাকায় কেমন কাজ করছেন, কাজের নামে কোনও গোলমাল বা বেআইনি কাজে জড়িয়ে পড়ছেন কি না, সে বিষয়ে নজরদারি চালানোর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে থানাগুলির কাঁধে। এখন থেকে প্রতি তিন মাস অন্তর সিভিক ভলান্টিয়ারদের কাজের মূল্যায়নপত্র বা পারফরম্যান্স রিপোর্ট তৈরি করতে হবে সংশ্লিষ্ট থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক (ওসি) বা ইউনিট ইন-চার্জদের। সেই রিপোর্ট জমা পড়বে ডেপুটি কমিশনার এবং হোমগার্ড অর্গানাইজেশনের কাছে। থানার ওই রিপোর্টের ওপর নির্ভর করেই ঠিক হবে কোন সিভিক কাজে থাকবেন, আর কে থাকবেন না তা ঠিক হবে লালবাজার থেকে।

ভাষার মর্যাদার দাবিতে দাঁড়িভিটে নিহত দুই যুবক, মাতৃভাষা দিবসে ফের সেই স্মৃতি স্মরণ করলেন শমীক ভট্টাচার্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ মাতৃভাষা দিবসের রবিবার দাঁড়িভিটের রাজেশ সরকার ও তাপস বর্মনকে স্মরণ করলেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। রবিবার এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করে ২০১৮ সালের দাঁড়িভিটের ঘটনার কথা তিনি তুলে ধরেন। বাংলা ভাষার মর্যাদা এবং মাতৃভাষার অধিকারের দাবি নিয়ে আন্দোলন করতে গিয়ে দুই যুবকের মৃত্যুর কথা উল্লেখ করে তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান শমীক।

২০১৮ সালের ২০ সেপ্টেম্বর উত্তর দিনাজপুরের ইসলামপুরের দাঁড়িভিট হাইস্কুলে শিক্ষক নিয়োগকে কেন্দ্র করে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। স্থানীয়দের একাংশ ও পড়ুয়াদের অভিযোগ ছিল, স্কুলে বাংলা-সহ কয়েকটি বিষয়ে শিক্ষক প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও উর্দু ও সংস্কৃতের শিক্ষক নিয়োগের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। এর প্রতিবাদেই শুরু হয় সেই আন্দোলন। সেই আন্দোলনের মধ্যেই গুলিতে নিহত হন রাজেশ সরকার ও তাপস বর্মন। সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে পরে রাজ্যে দীর্ঘ রাজনৈতিক চাপানউতোরও তৈরী হয়।

বিজেপি ও তৃণমূল একে অপরের বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলে। বিজেপির দাকে রাজ্যজুড়ে একাধিক প্রতিবাদ কর্মসূচিও সংগঠিত হয়। এরপর দুই যুবকের পরিবার দুই যুবকের হত্যার ঘটনার প্রকৃত তদন্তের দাবি নিয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয়। যদিও গোটা বিষয়টি দীর্ঘ আইনি প্রক্রিয়ার মধ্যে যায়। ২০২৩ সালে কলকাতা হাইকোর্ট দাঁড়িভিটায় দুই যুবকের মৃত্যুর ঘটনায় এনআইএ তদন্তের নির্দেশ দেয়। এই প্রেক্ষাপটেই রবিবার মাতৃভাষা দিবসের দিনে রাজেশ ও তাপসের কথা সকলের সামনে স্মরণ করেন শমীক। তাঁর বক্তব্য, বাংলা ভাষার মর্যাদা এবং মাতৃভাষার অধিকারের জন্য তাঁদের আত্মত্যাগ আজও স্মরণীয়। তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে শমীক বলেন, এই আত্মত্যাগ অনুপ্রেরণার উৎস।

আরএসএস-এর শতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষে যুব সম্মেলন অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের শতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত যুব সম্মেলনে বিপুল সংখ্যক স্বয়ংসেবক ও যুবক-যুবতী অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য ছিল যুবসমাজের মধ্যে রাষ্ট্রচেতনা, সংস্কার, সামাজিক দায়িত্ব, সেবা এবং ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি সচেতনতার ভাবনাকে আরও শক্তিশালী করা।

অনুষ্ঠানের সূচনা হয় ক্ষেত্রীয় প্রচারক রমা পদ পল, বিভাগ প্রচারক পলাশ দোলোই, পূর্ব ভাগ কার্যবাহক ইন্দ্র নাহাটা, বিশিষ্ট শিল্পপতি ও সমাজসেবী কমল কুমার দুগড়, সমাজকর্মী ভোলাপ্রসাদ সোনকর এবং স্বয়ংসেবক রাকেশ সারিয়ার উপস্থিতিতে ভারতমাতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ ও প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে। অনুষ্ঠানের ধারাবাহিকতায় শৈলেন্দ্র ডেকা আবেগপূর্ণভাবে সংগীত পরিবেশন করেন। এরপর রাজেন্দ্র চোটিয়া একটি জ্ঞানবর্ধক ও আকর্ষণীয় কুইজের আয়োজন করেন, যেখানে যুবসমাজ উৎসাহের সঙ্গে অংশগ্রহণ করে। অনুষ্ঠানের প্রধান বক্তা ও ক্ষেত্রীয় প্রচারক রমা পদ পল তাঁর অনুপ্রেরণামূলক বক্তব্যে হিন্দুত্ব, রাষ্ট্রচেতনা, ভারতীয় সংস্কৃতি, যুবশক্তি, সামাজিক সম্প্রীতি এবং রাষ্ট্র নির্মাণের মতো বিভিন্ন বিষয়ে বিস্তারিত বক্তব্য রাখেন। প্রধান বক্তব্যের পর সত্যজিৎ জৈন গ্রুপের পক্ষ থেকে সুন্দর ও আবেগপূর্ণ ভজন পরিবেশন করা হয়, যা সমগ্র পরিবেশকে আধ্যাত্মিক ও ভক্তিময় করে তোলে।

কাঁকিনাড়ার নারায়ণপুর ক্লাইমেক্স ক্লাবের কালীপুজোর থিম অযোধ্যার রামমন্দির

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: কাঁকিনাড়ার নারায়ণপুর ক্লাইমেক্স ক্লাবের কালীপুজো এবারে ৩৮ তম বর্ষে পদার্পণ করেছে। এখানকার পুজোর থিম অযোধ্যার রামমন্দির। রবিবার ক্লাইমেক্সের কালীপুজোর খুঁটি পুজোর উদ্বোধন করেন ভাটপাড়া বিধানসভার কনভেনার তথা পুজো কমিটির সভাপতি সঞ্জিত কুমার সিং ওরফে পাপ্পু। উক্ত অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন পুজো কমিটির অন্যতম কর্তা রত্নেশ্বর দাস, পুজো কমিটির সম্পাদক বিষ্ণু দাস

ও শুভজিৎ ঘোষ, প্রাক্তন কাউন্সিলর প্রমোদ সিং, ভরত যাদব প্রমুখ। খুঁটি পুজোর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে রত্নেশ্বর দাস বলেন, তৃণমূল জমানায় ২০২১ সাল থেকে তাঁরা পুজো করতে পারেননি। সনাতনী সরকার বঙ্গে আসার পর জাঁকজমক সহকারে এবারে কালী পুজো হবে। রত্নেশ্বরের কথায়, শ্রমমন্ত্রীর হাত ধরে শিল্পাঞ্চলে বন্ধ থাকা সমস্ত জুটমিল খুলেছে।

স্বভাবতই, শিল্পাঞ্চলে এবছর দুর্গাপুজো, কালীপুজো, জগদ্ধাত্রী পুজো-সহ সমস্ত পুজোই উৎসাহ, উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হবে। অপরদিকে পুজো কমিটির সম্পাদক বিষ্ণু দাস বলেন, বাংলায় সনাতনীদের জয় হয়েছে। বঙ্গের সনাতনীদের আরও বেশি করে জাগরিত করতে এবারের থিম ভাবনা অযোধ্যার রামমন্দির। মন্দিরের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই প্রতিমা গড়া হচ্ছে।

কসবা জমি জালিয়াতি ও তোলাবাজি-কাণ্ডে ইডির নজরে প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কসবা এলাকার জমি দখল, তোলাবাজি এবং বহুতল নির্মাণের নামে গজিয়ে ওঠা কুখ্যাত 'সিন্ডিকেট' রাজের তদন্তে নাম জড়িয়ে গেল কলকাতা পুরসভার ৬৭ নম্বর ওয়ার্ডের সদ্য প্রাক্তন কাউন্সিলর বিজনলাল মুখোপাধ্যায়ের। বেআইনি আর্থিক লেনদেন ও প্রতারণা মামলায় সম্প্রতি সল্টলেকের সিজিও কমপ্লেক্সে তলব করা হয় এই প্রবীণ শাসকদলীয় নেতাকে। এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরি-র হেভিওয়েট অধিকারিকদের মুখোমুখি হয়ে দীর্ঘক্ষণ জেরার সম্মুখীন হতে হয় তাঁকে। পাশাপাশি, তাঁর সম্পত্তি ও আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ নথিও বাজেয়াপ্ত করেছেন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা।

তদন্তকারী সংস্থা সূত্রে খবর, বিতর্ক ও কেলেঙ্কারির আসল সূত্রপাত বিজনলাল মুখোপাধ্যায়ের ছেলে সম্রাট মুখোপাধ্যায়ের গ্রেপ্তারির পর। গত ১৮ জুলাই কসবা থানায় স্থানীয় এক প্রোমোটার লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন সম্রাটের বিরুদ্ধে। অভিযোগ, ভয় দেখিয়ে ও হুমকি দিয়ে তাঁর কাছ থেকে ধাপে ধাপে প্রায় ৩৪ লক্ষ টাকা তোলা আদায় করেছেন বিদায়ী কাউন্সিলর-পুত্র। সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই কসবা থানার পুলিশ সম্রাটকে গ্রেপ্তার করে। তাঁর বিরুদ্ধে তোলাবাজির পাশাপাশি অস্ত্র আইনের একাধিক জামিনঅযোগ্য ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে।

ছেলের গ্রেপ্তারির পরই ইডির স্ক্যানারে আসেন বাবা বিজনলাল মুখোপাধ্যায়। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দাদের প্রাথমিক ধারণা, এলাকায় সিন্ডিকেট ও বেআইনি কর্মকাণ্ড চালাতে বাবার রাজনৈতিক প্রভাব ও পদকে কাজে লাগাতেন সম্রাট। শুধু তাই নয়, কসবা ও সংলগ্ন এলাকায় জমি জালিয়াতি ও সিন্ডিকেট রাজের নেপথ্যে 'সোনা পাপ্পু' নামের এক দুষ্কৃতী ও তার দলবলের নাম উঠে এসেছে। ওই প্রোমোটিং চক্র ও সোনা পাপ্পুর সিন্ডিকেটের সঙ্গে প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলরের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোনো মদত ছিল কি না, কিংবা এই বেআইনি কারবার থেকে কোটি কোটি টাকার আর্থিক সুবিধা বিজনলালবাবুর পকেটে গিয়েছে কি না মূলত সেই সূত্র ধরেই জেরা করা হচ্ছে। এদিকে সূত্রে খবর, সিজিও কমপ্লেক্সে জিজ্ঞাসাবাদের সময় বিজনলাল মুখোপাধ্যায়ের স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির সমস্ত হিসেব এবং ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের নথিপত্র পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে খতিয়ে দেখেন ইডির আধিকারিকরা।

উল্লেখ্য, বর্তমানে তোলাবাজি, অনিয়ম ও সিন্ডিকেট জালিয়াতির একের পর এক অভিযোগে শাসকদলের একাধিক বিদায়ী পুরপ্রতিনিধি এবং নেতানেত্রী ইতিমধ্যেই গারদের পেছনে। শুধু পুরসভার কাউন্সিলরই নন, দুর্নীতির পাঁকে জড়িয়ে সুজিত বসু, উজ্জ্বল বিশ্বাস এবং উদয়ন গুহের মতো এক সময়ের প্রভাবশালী প্রাক্তন মন্ত্রীরাও বর্তমানে জেল হেপাজতে দিন কাটাচ্ছেন। ফলে বিজনলাল মুখোপাধ্যায়ের এই হাজিরা ও ইডির কড়া পদক্ষেপের পর কসবা ও দক্ষিণ কলকাতার রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক আলোড়ন ছড়িয়েছে।

আদালতের জট পেরিয়ে রবিবার হল বাগবাজারের খুঁটিপুজো

১০৮ বছরের পুজোয় ফিরল স্বস্তি

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাগবাজার: উত্তর কলকাতার বাগবাজার সার্বজনীনের দুর্গাপুজো নিয়ে কয়েক সপ্তাহের অনিশ্চয়তার অবসান ঘটিয়ে রবিবার শুরু হল এবছরের পুজোর আনুষ্ঠানিক প্রস্তুতি। আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী নতুন কমিটি তৈরি করে জট কাটার পর রবিবার খুঁটিপুজো সম্পন্ন হয়। আর এর মধ্য দিয়ে ফের সাবেকি পুজোর ছন্দে ফিরল উত্তর কলকাতার এই ঐতিহ্যবাহী পুজো। পুজোর বাকি আর মাত্র ২৮ দিন।

নতুন কমিটি গঠন নিয়ে বিবাদমান দুই গোষ্ঠীর বিরোধ থেকেই এবার পরিস্থিতি আরও জটিল রূপ নেয়। শেষ পর্যন্ত মামলা গড়ায় আদালত অবধি। শেষে কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে ৩০ অগস্ট দুই পর্যবেক্ষকের উপস্থিতিতে নির্বাচন সম্পন্ন করা হয়। ৭৭ জন ভোটারের মধ্যে ৬৬ জন ভোট দেন। সম্পাদক পদে দুই প্রার্থী গৌতম নিয়োগী ও ভাস্কর নিয়োগী, দু'জনেই পান ৩৩টি করে ভোট। তাঁরা একই পরিবারের দুই ভাই। ফলে সম্পাদক নির্বাচনের বিষয়টি এখনও মেটেনি। কার্যকরী কমিটির ১২টি পদের মধ্যেও চার প্রার্থী ৩২টি করে ভোট পেয়ে সমান জায়গায় আটকে যান। যদিও কমিটির কোষাধ্যক্ষ অবশ্য নির্বাচন করা হয়। এই পরিস্থিতিতে পর্যবেক্ষকদের ভূমিকা এবং ভোটপ্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা নিয়েও প্রশ্ন ওঠে। এক প্রার্থী পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ তুলে হাইকোর্টে যান। ভোটকেন্দ্রে ধাক্কাধাক্কির অভিযোগও সামনে আসে। সেই মামলা নিম্ন আদালত হয়ে হাইকোর্টে পৌঁছয়। শেষ পর্যন্ত বিচারপতি হিরন্ময় ভট্টাচার্য কমিটি গঠনের প্রক্রিয়াকে বৈধ বলে আবেদন খারিজ করেন।

মঙ্গলবার সেই রায়ের পরেই পুজো আয়োজন নিয়ে তৈরি সংশয় কার্যত কেটে যায়। রবিবার সকালে বৃষ্টির মধ্যেই ঢাকের বাদ্যি দিয়ে খুঁটিপুজো হয়। আয়োজকদের বক্তব্য, পুজো বন্ধ হওয়ার কোনও প্রশ্নই ছিল না। তাঁদের কথায়, ১০৮ বছরের ঐতিহ্য-গরিমা অক্ষুণ্ণ থাকবেই। দুই গোষ্ঠীর মতানৈক্য ছিল, এক পক্ষ কোর্টে গেছে। সেখান থেকে আমরা রায় পেয়ে গেছি। চতুর্থীতেই পুজোর উদ্বোধন হবে আরও জাঁকজমকভাবে। ১৯১৯ সালে ৫৫ বাগবাজার স্ট্রিটে 'নেবুবাগান বারোয়ারি দুর্গাপুজো' নামে এই পুজোর শুরু। পরে পশুপতি বোস লেন ও বাগবাজার কালীমন্দির সংলগ্ন এলাকায় পুজো হওয়ার পর এই পুজোর স্থায়ী ঠিকানা হয় বাগবাজার মাঠে। ১৯৩২ সালে সোসাইটি অ্যাক্টে নথিভুক্ত হয় পুজো। ১৯৯৬, ২০০৪, ২০০৬ ও ২০১০ সালে নির্বাচন হলেও পরবর্তী ১২ বছরে কমিটি নির্বাচন হয়নি।

এবার সেই নির্বাচন ঘিরে তৈরি জট পুজোর আগেই মিটল। খুঁটিপুজোর মাধ্যমে স্পষ্ট হল, কমিটির দ্বন্দ্ব থাকলেও ১০৮ বছরের পুজোর ধারাবাহিকতায় কোনও ছেদ পড়ছে না।

রবিবারে পুজোর কেনাকাটায় জমজমাট নিউমার্কেট। ছবি: অদিতি সাহা

সম্পাদকীয়

বিপাকে পড়ে সেই ‘হাত’-এই আশ্রয় খুঁজছেন সুবিধাবাদী মমতা

ফের ‘হাত’ ধরতে মরিয়া মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যে হাত ছেড়ে নতুন দল গড়াটা একদা ছিল তাঁর অহঙ্কার, তাঁর গর্ব, আজ সেই হাতকেই ফের তিনি আঁকড়ে ধরতে চাইছেন রাজনীতির ময়দানে ভেসে থাকতে। দল গড়ার পর প্রথমে সরকারে আসার আগে রোজ সকাল, সন্ধ্যে কংগ্রেসকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা এবং এই রাজ্যে সিপিএমবিরোধী ভোটকে নিজের দিকে বেশি করে টানতে একটু একটু করে নিঃশব্দে কংগ্রেসকে ভাঙাই ছিল তাঁর টার্গেট। তারপর কুর্সিতে বসে দেড় দশকে কংগ্রেসকে ভাঙার কাজে আরও গতি আসে। একের পর এক কংগ্রেসের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের নানা ভাবে নরমে, গরমে নিজেদের দিকে টেনেছেন তিনি। কখনও ক্যাডার লেলিয়ে দিয়ে, কখনও পুলিশ, প্রশাসনকে ব্যবহার করে ধীরে ধীরে এই কাজ করেছেন একদা তৃণমূলনেত্রী তথা বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। তবে এসবই এখন অতীত। তাঁর সেই সরকার আজ আর নেই। আর একদা বাংলার অগ্নিকন্যার সেই সাধের তৃণমূল কংগ্রেস আজ তিন/চার টুকরো হয়ে বসে আছে। দলের প্রতীক, নামও সাময়িক ভাবে হাতছাড়া হয়েছে নেত্রীর। কার্যত সব হারিয়ে আজ তিনি বাস্তবিকই মহা শূন্য। সিপিএমকে শূন্যের খোঁচা দিতে দিতে আজ তিনিই প্রায় শূন্যের দোরগোড়ায়, এটাই ট্রাজেডি। আর এখানেই ফের শেষ থেকে শুরু করার খেলা শুরু করার মতলব করেছেন তিনি। বেকায়দায় পড়ে এখন ফের তিনি কংগ্রেসের হাত ধরার বার্তা দিয়েছেন। কিন্তু মজার কথা, মমতা অ্যান্ড কোং-এর দেড় দশকের ভয়, প্রলোভনের পরও যে সব কর্মীরা মাটি কামড়ে এখনও কংগ্রেসটা করছেন তারা কি এটা মেনে নেবেন? এক কথায় বলা যায়, না। মমতার এই সুবিধাবাদী রূপ তো তাদের কাছে নতুন নয়। যখনই তিনি রাজনীতির পাকে চক্রে গাড্ডায় পড়েছেন ছুটে গিয়েছেন কংগ্রেসের কাছে। কোনও এক অজ্ঞাত কারণে কংগ্রেস হাইকমান্ড তাঁকে গুরুত্ব দিলেও পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ কংগ্রেস কর্মীরা তাঁকে আর এক বিন্দুও বিশ্বাস করেন না। তাই তিনি হাইকমান্ডকে যত বার্তাই দিন না কেন ভবী আর ভোলবার নয়। তাঁর এই সুবিধাবাদী রূপ ধরা পড়ে গিয়েছে। তাই প্রদেশ কংগ্রেসকে টপকে এখন আর তিনি কংগ্রেসে ঘেঁষতে পারবেন না, এটা হলফ করেই বলা যায়।

শব্দছক ২৭৪

রবি দাস

পাশাপাশি: ১. রাত্রি ২. অমঙ্গুলে ৫. ফাগ ৬. মা ৭. লক্ষ্মীদেবী ৯. রাজা ও তাঁর সমগোত্রীয় জনেরা ১১. নিকৃষ্ট মানব ১৩. সার্থক কৃতকর্ম ১৬. জলেভরা মেঘ ১৮. দানে সুখ্যাত ১৯. দায় গ্রহণকারী ২০. অল্প ২১. উদ্যান ২২. সমাপ্ত

ওপর-নিচ: ১. মানা বা নিষেধ ২. বিরামহীন ৩. সঙ্গীতে এক রাগিনী ৪. দুই তার সম্বলিত সঙ্গীত যন্ত্র ৬. কোমর ৮. আঘাতকরণ ১০. শ্রীরামচন্দ্র ১২. সাদা ১৩. অ-কাম্য ঘটনা ১৪. অগ্রজ সহোদর ১৫. ননী চুরি করতো বলে শ্রীকৃষ্ণের এক নাম ১৬. সর্বদাই ১৭. জিৎ হাসিলকারী

সমাধান ২৭৩ — পাশাপাশি: ১. পরিশ্রম ৪. জোঁক ৬. তিক্ত ৭. নয়ন ৯. অসি ১০. বল্লম ১১. রামানুজ ১২. কর্মিসভা ১৪. আভদ ১৫. মিত ১৬. নরেশ ১৭. দানী ১৮. থর ১৯. নতোদর

ওপর-নিচ: ১. পতিহারা ২. রিক্ত ৩. মনসিজ ৫. কদম ৮. নবনির্মিত ৯. অনুমোদন ১২. কমিশন ১৩. ভাঙানীর ১৪. অনাথ ১৭. দাদ

আজকের দিন

■ ১৯৩৮ — বিধ্বংসী গ্রেট নিউ ইংল্যান্ড হ্যারিকেন উপকূলে আছড়ে পড়েছিল, ব্যাপক ধ্বংসলীলা এবং শত শত মানুষের প্রাণহানি ঘটেছিল।

■ ১৯৯৫ — ভারতের বিখ্যাত ‘গণেশ দুধ মিরাকল’ বা অলৌকিক ঘটনা ঘটেছিল।

জন্মদিন

১৯৫৫ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা গুলশন গ্রোভারের জন্মদিন।*

১৯৬৪ *বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পী ও অভিনেত্রী সুধা চন্দ্রনের জন্মদিন।*

১৯৮০ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী করিনা কাপুরের জন্মদিন।*

করিনা কাপুর

‘উচ্চ যেথা শির’-এ নাহি হোক ছলনা!

শান্তনু রায়

সম্প্রতি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে বাম অতিবাম ছাত্র সংগঠনের সদস্যদের সঙ্গে এভিবিপি ছাত্র সংগঠনের সদস্যের মধ্যে গণ্ডগোলের জেরে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে ব্যাপক উত্তেজনা ও সহিংসতার ঘটনা ঘটলে কোলকাতার একটি বাংলা দৈনিকে ঘটনাটিকে ‘গেরুয়া গুন্ডামি’ আখ্যা দিয়ে শিরোনাম করায় বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে।স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী গেরুয়া শব্দটিকে ঐ ভাবে ব্যবহারে আপত্তি জানিয়ে ঐ বিশেষ দৈনিকের কর্তৃপক্ষকে ভুল স্বীকার করে ক্ষমা চাইবার অনুরোধ করেছেন প্রকাশ্য সভা থেকে। সংশ্লিষ্ট দৈনিকের পক্ষ থেকে অবশ্য ভুল স্বীকার করা বা ক্ষমা চাওয়া কোনটিই করা হয়নি ; বরং অন্যভাবে পালটা লড়াই দেবার চেষ্টা করা হচ্ছে । ইতিমধ্যে অবশ্য গেরুয়া শব্দকে ঐভাবে শিরোনামে ব্যবহারে ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত লাগার কারণে ওই দৈনিকের সম্পাদক ও চিফ রিপোর্টারের বিরুদ্ধে জনৈক সঞ্জয় শাস্ত্রীর এফ আই আর ভিত্তিতে বৌবাজার থানা তাঁদের তলব করে বয়ান রেকর্ড করেছে। ঐভাবে শব্দচয়ন দ্বারা যে গেরুয়া ছিল শ্রী চৈতন্যদেবের স্বামী বিবেকানন্দের গায়ে তাকে এভাবে অসম্মান ও আক্রমণ করার বিরুদ্ধে মুখ্যমন্ত্রীও ইতিমধ্যে একাধিকবার ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন এবং প্রতিবাদে ‘গেরুয়া সম্মান যাত্রা’য় নেতৃত্বও দিয়েছেন।অন্যদিকে ঐ ইস্যুতে গত ২ তারিখে ওই দৈনিকের অফিসের গেটের সামনে কয়েকটি ধর্মীয় সংগঠনের প্রতিবাদসভায় উপস্থিত অতিউৎসাহী কিছু ব্যক্তি গেটের দু’পাশের দু’টি স্তম্ভে গেরুয়া রং লাগিয়ে দিয়ে চলে যায়। বলাবাহুল্য প্রতিবাদের নামে কোন সংবাদপত্র,যতই তা বর্তমান রাজ্য সরকার বা শাসক দলের সমালোচক হোক বা রাজ্যে পালাবদলে অখুশি হোক, সে পত্রিকা অফিসের গেটের অংশে (প্রতীকী হলেও) গেরুয়া রঙ করে দেওয়া কিংবা অত্যুৎসাহে একাডেমী অফ ফাইন আর্টস এর নিরাপত্তারক্ষীদের ঘরটি গেরুয়া রঙ করাও আদৌ বুদ্ধিমানের কাজ নয় ।

কিন্তু আশ্চর্য লাগল এসব নিয়ে প্রতিক্রিয়া দিতে তৎপর রাজ্যের সদ্যপ্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ার সমাজমাধ্যমে বক্তব্যে। রাজ্যে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নিয়ে ভীষণভাবে ‘চিন্তিত’ তিনি বললেন- রাজ্যে গণতন্ত্র ও সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা বলে কিছু অবশিষ্ট নেই। সংবাদমাধ্যমের যেখানে স্বাধীনতা নেই , সেখানে সাধারণ মানুষের অধিকার থাকবে কি করে-ইত্যাদি ।

বিধানসভা নির্বাচনে শোচনীয় হারের পর নিজের দল ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়ার প্রেক্ষিতে রাজনীতিতে প্রাসঙ্গিক থাকার লক্ষ্যে তিনি এমন সব উবাচ করলেও সচেতন নাগরিকরা ক্ষমতাচ্যুত এক স্বৈরাচারী আত্মসর্বস্ব শাসকের এমন ভোল বদলের ভনিতায় বড় ধন্দে!এ তো ‘ভুতের মুখে রামনাম’(ওহ আবার হিন্দুত্ববাদী শব্দ প্রয়োগ হয়ে গেল!)।

যাহোক অনেকেরই মনে আছে সংবাদপত্রের ‘বেয়াড়া’ সাংবাদিক কিংবা ডিজিটাল মাধ্যমের সাংবাদিক ও ইউটিউবারদের সবক শেখাতে হেনস্থা থেকে মিথ্যে মামলায় ফাঁসিয়ে দেওয়া ইত্যাদি কি কি পদ্ধতিই না অবলম্বন করা হতো ‘মা মাটি মানুষের’ জমানায়।

অনেকেই ভুলে যাননি ২০২৩ এ ভারতে সর্বাধিক প্রচারিত প্রথম শ্রেণীর ঐ বাংলা দৈনিকের (যাদের জন্য এখন কুম্ভীরাশ্রু বিসর্জন করছেন প্রাক্তন শাসক)সঙ্গে যুক্ত খড়্গপুরের সাংবাদিক শহরের ২৪নং ওয়ার্ডের এলাকায় পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার সুযোগে দিবারাত্র চোলাই মদের বেপরোয়া কারবারের রমরমা ও সমাজবিরোধীদের আনাগোনায় অতিষ্ঠ আশপাশ্রে বাড়ির মহিলাদের খড়্গাপুর টাউন থানায় স্মারকলিপি দাখিলের প্রেক্ষিতে এক অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রকাশ করলে এক চোলাই ব্যবসায়ীর আত্মীয়ার মিথ্যা অভিযোগে ঐ সংবাদদাতাকে ও চোলাইব্যবসার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগকারিনীদের একজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।এবং তাদের ‘অপরাধ’ অজামিনযোগ্য প্রতিপন্ন করতে ‘অনুপ্রাণিত’ পুলিশ ভারতীয় দণ্ডবিধির সাথে অন্যায়ভাবে তপশীলি জাতি ও জনজাতি সংক্রান্ত আইনের বিধিও যুক্ত করে এবং গ্রেফতারের আগের দিন রাত দুপুরেই হানা দেয় ঐ সাংবাদিকের বাড়িতে। এক্ষেত্রে তপশীলি জাতি ও জনজাতি সংক্রান্ত আইনের ধারা যুক্ত করা অযৌক্তিক হলেও (আদিবাসী বিকাশ পরিষদের পক্ষ থেকেও প্রথম থেকেই এমনটি বলা হয়েছিল) ওই ধারা থাকায় জামিন না হওয়ায় ন’দিন জেলে কাটাতে হয় তাঁদেরকে। ইতিমধ্যে সাংবাদিকের বিরুদ্ধে অভিযোগকারিনী স্বীকার করেন যে ওরকম কোন ঘটনা ঘটেনি চোলাই ব্যবসা বিঘ্নিত হওয়ায় রাগের মাথায় অন্যের প্রস্তুত ঐ অভিযোগপত্রটি থানায় দাখিল করেছিলেন।

অথচ সেই পরিকল্পিত মিথ্যে অভিযোগের ভিত্তিতে ‘অনুপ্রেরণায়’ ‘অতি তৎপর’ স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনের ‘সৌজন্যে’ ঐ প্রতিবাদী মহিলা ও প্রতিবেদক সাংবাদিককে ন’দিন গারদে আটকে রাখার জন্য রাজ্য প্রশাসনের কেউ কিন্তু সামান্যতম দুঃখ প্রকাশ করেননি।

আর সেই প্রথম শ্রেণীর বাংলা সংবাদপত্র কর্তৃপক্ষ ‘উচ্চশিরে’ কি করেছিলেন? প্রায়ই একই সময়ে দিল্লির একটি সংবাদ পোর্টাল এর অফিসে ও সংশ্লিষ্ট সাংবাদিকের বাড়িতেও দিল্লি পুলিশের হানা দেওয়া এবং সংস্থার সাথে যুক্ত দুই সাংবাদিককে গ্রেপ্তার করলে তা তাঁদের এ্যাজেণ্ডা পূরণে সহায়ক বিধায় সে ঘটনাকেই অধিক গুরুত্ব দিয়ে পরিস্থিতিকে ‘জরুরি অবস্থা’র সঙ্গে তুলনা করে ঐ দৈনিকের জ্বালাময়ী সম্পাদকীয় প্রতিবেদনে সোচ্চারে বলা হল সমগ্র ঘটনাটি এক প্রবল প্রতিহিংসার প্রকাশ মাত্র। কিন্তু নিজের সংস্থার ঐ সাংবাদিকের গ্রেফতারের খবরটি একদিন পর পঞ্চম পৃষ্ঠায় এক কলমে প্রকাশ করে এবং আটদিন পর একটি নিরামিষ সম্পাদকীয় প্রতিবেদনে চিরাচরিত মোদী নিন্দার সাথে কেবলমাত্র ‘নির্ভীক সাংবাদিকতা নয় ভয়ার্ত সংবাদমাধ্যমই শাসকের কাঙ্খিত’ উপলব্ধিতে-‘কেবল কেন্দ্র নয় বিভিন্ন রাজ্যে শাসকরাও সেই ভয়ের দুঃশাসন কায়েম করতে তৎপর’ উল্লেখ করেই দায়িত্ব শেষ। কেন একজন সাংবাদিককে গ্রেফতার করতে এফ আই আর দাখিলের ন’দিন পর প্রায় মধ্যরাতে তাঁর বাড়িতে যেতে হল পুলিশকে এবং কার নির্দেশে তার কোন ব্যাখ্যা যেমন পাওয়া যায়নি প্রশাসনের কাছ থেকে, তেমনই সে প্রশ্ন অনুচ্চারিত ছিল ‘উন্নত শির’ এর সম্পাদকীয় স্তম্ভেও। এমনকী এ রাজ্যে সাংবাদিক হেনস্তার খবরটি ইণ্ডিয়ান এক্সপ্রেসের মতো সর্বভারতীয় সংবাদপত্রে প্রকাশিত হলেও কোলকাতারই কোন কোন বাংলা দৈনিকে সংবাদটি স্থানই পায়নি- হয়ত অন্য ‘জরুরি’ সংবাদকে স্থান করে দিতে। ‘সাংবাদিকের অতন্দ্র প্রহরীর ভূমিকা’ পালনের এই হয়তো পুরস্কার!

কিল খেয়ে কিল চুরি করার এও এক দৃষ্টান্ত- হয়ত সরকারি বিজ্ঞাপন হারানোর ভয়ে , এবং পাছে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে বিজেপি -বিরোধী সমীকরন অস্বস্তিতে পড়ে,এক অঙ্গরাজ্যে ক্ষমতাসীন মহাজোটের অন্যতম শরিকের ‘অনুপ্রেরণা’র সুশাসনের স্বরূপে রাজ্যে গণতন্ত্র কেমন চলছে সে আশংকায় বিজেপিকে ঠেকানোর মহান দায়িত্বেও!

প্রসঙ্গত ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক শক্তিরও প্রয়োজন হয় সংবাদ মাধ্যম সংবাদপত্রের প্রশ্নহীন সমর্থন আধিপত্য মসৃণ রাখতে। তাই ক্ষমতায় আরোহন করেই সে জমানায় নিরলস চেষ্টা চলেছিল এক অনুগত সংবাদপত্র বা সাংবাদিক গোষ্ঠী গড়ে তোলা, বিশেষ কয়েকজনকে প্রতিটি বিদেশ সফরসঙ্গী করে , বিভিন্নভাবে আনুকুল্য বিতরনের মাধ্যমে- সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে সরকারি বিজ্ঞাপনের গাজর ঝুলিয়ে দিয়ে। কিন্তু এবিধ প্রলোভনেও রাজি না হলে রক্তচক্ষু প্রদর্শন ,হেনস্থা তো আছেই। থানায় ডেকে সম্পাদককে একটু কড়কে দেওয়া বা সত্য অনুসন্ধান ও প্রকাশের ‘অপরাধে’ (!) ‘অবাধ্য’ ছোট চ্যানেলের মালিক-সম্পাদককে দিন কয়েক গারদের ওপারে রেখে অন্যদের বার্তা দেওয়ার ব্যবস্থা তো ছিলই। অনেক ক্ষেত্রে গ্রেফতার এর মত স্থুল পদক্ষেপের বদলে ভাবমূর্তি অমলিন রাখতে একদিকে হেনস্থা ও নীরব সন্ত্রাসের আবহ সৃষ্টি করে অন্যদিকে সরকারি বিজ্ঞাপন ও পারিতোষিকের ললিপপ দেখিয়েও বশংবদ বা চাটুকার তৈরির সুবিধাজনক প্রচেষ্টাও ছিল এক দস্তুর। সেজন্য ভাবমূর্তি অক্ষুন্ন রেখেও কার্যসিদ্ধির অভিপ্রায়ে সংবাদপত্রকে বাগে আনতে কোথাও মালিকানা বদলের সুযোগে সম্পাদকের মাথার উপর বসিয়ে দেওয়া হয়েছিল দলের আস্থাভাজন জনৈককে যিনিই ক্রমে কাগজের সর্বেসর্বা হয়ে বিরাজমান।কোথাও আবার দলীয় মুখপাত্রই ‘পরামর্শ’ প্রদানের ক্ষমতায় হয়ে গিয়েছিলেন দৈনিকের নিয়ন্ত্রক। এমনই মহিমা ছিল প্রশাসনিক শীর্ষের অনুপ্রেরণা যে একদা আগুনে বিপ্লবী সম্পাদকও রূপান্তরিত হয়ে গেলেন কেবল অনুগত নয়, ক্ষমতার বন্দনায় সদা তৎপর বিশ্বস্ত এক অনুরাগীতে। সংশ্লিষ্ট বাংলা দৈনিকের প্রথমপাতা থেকেই সে অনুরাগের মনিমুক্তোসম নিদর্শন সচেতন পাঠকের নজর এড়ায়নি।এখন হয়ত অপ্রত্যাশিত পটপরিবর্তনে কিঞ্চিৎ দিশাহীন। অসহিষ্ণু শাসক সর্বদা চায় স্তাবকতা নিজের ঢাক পেটানো-সরকারের ভুল ত্রুটি অন্যায় বেনিয়ম এর ঘটনার মত ‘নেগেটিভ’ খবর নৈব নৈব চ।করোনা ও আম্ফানের সময় সরকারের কাজকর্মের (করোনায় প্রকৃত মৃত্যুর সংখ্যা সংক্রান্তও)‘নেতিবাচক’ প্রচারের অভিযোগে হেয়ার স্ট্রিট থানায় ঐ বড় হাউসেরই (যাদের জন্য এখন কুম্ভীরাশ্রু বিসর্জন করছেন নিজ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে) বাংলা দৈনিকের সম্পাদককে ডেকে পাঠানো হলে ওই সম্পাদক মহাশয় পদত্যাগ করতে বাধ্য হন বলে প্রকাশ।২০২৪ এ সন্দেশখালি কাণ্ডে ঐ হাউসের সংবাদ চ্যানেলে একটি সংবাদ প্রচারের প্রেক্ষিতে চ্যানেলের সুপরিচিত সঞ্চালকের বিরুদ্ধেও এফ আই আর হয়েছিল যদিও মহামান্য হাইকোর্ট তাতে স্থগিতাদেশ দেওয়ায় ব্যাপারটি আর এগোয়নি।

এরপরেও ছিল সরকারি বিজ্ঞাপন পাওয়ার উদ্দেশ্যে জেলার ছোট ছোট সংবাদপত্রে ‘পজিটিভ’ খবর প্রকাশের জন্য রাজ্য সরকারের শীর্ষ মহলের পরামর্শ(নির্দেশ?)-যা ছিল আসলে তাঁবেদারি করার অনুজ্ঞা।

‘পজিটিভ খবর’ প্রকাশ করলে রাজ্য সরকারের তরফে পুরস্কার প্রদানের ২০২১ নাগাদ সরকারি ঘোষণায় ‘পজিটিভ খবর’ প্রকাশ না করলে কিংবা ‘নেগেটিভ’ সংবাদ প্রকাশ করলে শাস্তির ব্যাপারটি অনুল্লেখিত থাক্লেও পরে প্রকাশ্য মঞ্চ থেকে ঐ বড় হাউসেরই সংবাদপত্র ও চ্যানেলের নাম উল্লেখ করে মাননীয়া ‘নেগেটিভ প্রচারের’ কারণে ওদের বিজ্ঞাপন না দেওয়ার চেতাবনি দিয়ে এবং খবরের চ্যানেল না দেখে না শুনে কান না পেতে সিরিয়াল দেখার নিদান দিয়ে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের সব মেয়েদের শক্তির কথা মনে করিয়ে দেওয়ায় কিঞ্চিৎ অনুমানে এসেছিল নাগরিকসমাজের । হয়ত সেই চেতাবনির ‘অনুপ্রেরণা’র ফলশ্রুতি ২০২৩এ খড়্গাপুরের ঐ ঘটনাবলী। স্মরণ করা যেতে পারে তারও বছর কয় আগে এক ইউটিউবার সংবাদ চ্যানেলের মালিককে সস্ত্রীক গ্রেফতারে পরিস্ফুট হয়েছিল এক বার্তা -শাসকের কোন সমালোচনা নয়।রাজ্যের মানুষের রায়ে ক্ষমতাচ্যুত হয়ে আজ তাঁরই মুখে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার কথা নিছক রাজনৈতিক কৌশল ছাড়া কিছু নয়।

সাম্প্রতিক যাদবপুর কাণ্ড ও তার পরে সংবাদমাধ্যমকে ‘আক্রমণের’ প্রেক্ষিতে রাজ্য সরকারের ভুমিকার পুনর্বিবেচনার জন্য রাজ্যের বিদ্বজ্জনদের একাংশও প্রকাশ্যে আবেদন করেছেন ‘এই ঘটনা একাধারে গভীর উদ্বেগ ও লজ্জার’ এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার চতুর্থ স্তম্ভ সংবাদপত্রের স্বাধীনতা গণতন্ত্রের অপরিহার্য শর্ত’ বিধায় ।

দুঃখের সঙ্গে বলতেই হয় আগের জমানায় সংবাদপত্রের স্বাধীনতা বারবার বিড়ম্বিত বিঘ্নিত হলেও বিশেষ মতাদর্শী এই মাননীয়দেরও মুকের ভূমিকায় দক্ষ অভিনয় আশ্চর্য বিমূঢ় এবং হতাশ করেছিল রাজ্যবাসীকে। শুধু আগের জমানা কেন- এই ‘বাম’মনস্ক বিদ্বজ্জনদের কি স্মরণে আসবে ১৯৮৪ সালে এই পত্রিকাই ৫১দিন বন্ধ থাকার কথা? দোর্দণ্ডপ্রতাপ মুখ্যমন্ত্রী প্রয়াত জ্যোতি বসুর সেই জমানায় কাদের মদতে ও উদ্যোগে ১৯৮৪ সালের এপ্রিলের শেষ থেকে জুনের মাঝামাঝি পর্যন্ত এই পত্রিকার অফিস ট্রেড ইউনিয়নকে দিয়ে জোর করে বন্ধ করে রাখা ছিল সবক শেখাতে? তখন কি ভুমিকা ছিল এই সব বিদ্বজ্জনদের?

আগের জমানায়ও হাথরসএর সাংবাদিকের জন্য কুম্ভীরাশ্রু বিসর্জনকারীদের নয়ন রুদ্ধ ছিল সচেতনভাবে খড়্গপুরে ওই সাংবাদিক হেনস্থার সময়ে । ২০২৩ এর ঐ ঘটনায় সাংবাদিকদের অনেক সংগঠন ও মানবাধিকার সংগঠন সহ বিভিন্ন সংস্থা দিনের পর দিন স্মারকলিপি দাখিল করে প্রতিবাদ জানালেও হিরন্ময় নীরবতা ছিল রাজ্যের সুশীল সমাজের যাঁদের অনেকে অন্যক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া জ্ঞাপনে অতি তৎপর।

তবে কি ‘গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার চতুর্থ স্তম্ভ সংবাদপত্রের স্বাধীনতা গণতন্ত্রের অপরিহার্য শর্ত’- এই বোধ বিদ্বজ্জন বা সুশীলসমাজেরও জাগ্রত হয় কোন রাজনৈতিক শক্তি ক্ষমতাসীন আছে তা বিচার করেই!

মনে পড়ে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ে সেই বিখ্যাত কবিতা ‘কবির মৃত্যু’র শেষ পংক্তিটি-বধ্যভূমিতে গুলিতে হাত দীর্ন হলেও কবির উক্তি ‘বলেছিলুম কিনা আমার হাত শিকলে বাঁধা থাকবে না’।কিন্তু বোধকরি সে জমানায় অনেক হাত ছিল বাধাঁ সোনার শিকলে-বন্দি সোন্মা খাচাঁয়।‘শিরদাঁড়ার তফাত’ এর অহঙ্কারেরও অবশেষে স্বেচ্ছাবিসর্জন ঘটে ‘অনুপ্রেরণার’ কাছে । নাহলে সাংবাদিক হিসেবে সামাজিক দায়িত্বপালন করতে গিয়ে আকস্মিকভাবে বিপন্ন মানুষটির কি প্রাপ্য ছিল না কোন ‘বিদ্বজ্জনে’র শানিত কলমে সংহতি জ্ঞাপনের সাথে একটু নিরামিষ প্রতিবাদও !যদি না অলীক ‘বামমনস্কতা’য় মনে হয়ে থাকে ‘এদের ভুল আছে তবে এ কথা বললে ওদের সুবিধা হয়ে যাবে তাই বলব না’।কিন্তু তবে আর কেন বাকস্বাধীনতা সংবাদপত্র/মাধ্যমের স্বাধীনতা নিয়ে এত মাতামাতি কিংবা চোমস্কীকে উদ্ধৃত করে বুদ্ধিজীবীর ভূমিকার জয়গানের ভনিতা ? এঁরাই তো বিবিসির তথ্যচিত্র এদেশে নিষিদ্ধ হলে রে রে করে ওঠেন; চিনা মদতপ্রাপ্ত এদেশের কোন সংস্থার বিরুদ্ধে সরকারি পদক্ষেপে ‘গণতান্ত্রিক অধিকার’ হরণের অজুহাতে সোচ্চার হতে তৎপর কিন্তু এই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্দরে অডিটরিয়ামে ভিন্ন মতাবলম্বীদের অনুষ্ঠান করতে কিংবা কোন সদ্যমুক্তিপ্রাপ্ত সিনেমা প্রদর্শনে সম্মিলিত বাধা সৃষ্টি করলে হয় নির্বিকার থাকতেন নাহয় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সে অন্যায় সমর্থন করতেন।আর নির্বাচন এলেই বিশেষ দলকে ‘নো ভোট’ প্রচারে নামতেন ঐ বড় হাউসের প্রচার সাহায্যে। এঁদের কেউ কেউ নিজেদের ‘মাওবাদী’ জাহির করে পারলে আমাদের নিদান দেন চিনের কাছ থেকে গণতন্ত্রের পাঠ গ্রহণের! কিন্তু এক চক্ষু হরিণের মত এঁরা সুদূর দিল্লি কিংবা মনিপুর দেখতে পেলেও দেখতে পেতেন না যে রাজ্যে বাস করেন সেই পশ্চিম বঙ্গের অবস্থা কিংবা দেখতে পেলেও প্রতিক্রিয়াহীন থাকতে পারতেন ‘অনুপ্রেরণা’র গুণেই । আসলে সবই এক অদৃশ্য সুতোয় গাঁথা ।

মত প্রকাশের স্বাধীনতা গণতন্ত্রের অন্যতম শর্ত। এ স্বাধীনতা সকল নাগরিকের;সাংবাদিক ,সংবাদমাধ্যমের, সংবাদপত্রের সম্পাদক মালিকের যেমন তেমনই পাঠকেরও যা সংবাদপত্র পরিচালকের দাক্ষিণ্যনির্ভর নয়।সর্বোপরি সংবাদপত্র/সংবাদ মাধ্যমের মূল আদর্শ নিরপেক্ষতা ও সত্য প্রকাশের দায়বদ্ধতা। সাংবাদিকদের একমাত্র পুঁজি মানুষের মনে তাঁদের প্রতি ,তাঁদের নিরপেক্ষতার প্রতি বিশ্বাস।

কিন্তু বাস্তবে এদেশের সংবাদপত্র বা সংবাদমাধ্যমের ক্ষেত্রে কি এর ব্যত্যয় যে ঘটে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। রাজনৈতিক ‘আমরা’ ‘ওরা’র মধ্যে সংবাদপত্রকে যেন একটা পক্ষ নিতেই হয় এবং এ করতে গিয়ে সংবাদপত্র যে তার সঠিক ভূমিকা পালন থেকে হয় বিচ্যুত-সংবাদ পরিবেশনেও বিশেষ প্রবণতা যে প্রকাশ পায় তার উদাহরণ ঐ বড় হাউসের পত্রিকা । পছন্দের বিশেষ রাজনৈতিক দলকে মসনদে আরোহণে সহায়তাকল্পে সংবাদ পরিবেশনে চতুর পক্ষপাত, এমনকি ২০১৪ র লোকসভা নির্বাচনে বিশেষ দল (অপছন্দের) জয়ী হলে নির্বাচকমন্ডলীর বিবেচনাকে কটাক্ষ করা কিংবা এবারের রাজ্য বিধানসভার নির্বাচনেও পূর্বতন চরম দুর্নীতিগ্রস্ত সরকারেরই প্রত্যাগমনের জন্য এই বিশেষ সংবাদপত্র গোষ্ঠীর বিভিন্নভাবে আপ্রাণ চেষ্টা এবং নির্বাচনী ফলাফলে কেন্দ্রের শাসকদলেরই জয়লাভে তাদের বিরূপতা সচেতন পাঠকবর্গের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি। অহঙ্কারে তারা অবশ্য মনে করেন আমরা যা বলছি, প্রকাশ করছি বা যা দেখাচ্ছি সেটিই একমাত্র সঠিক সংবাদ, আমরা যা বলছি তাই একমাত্র সত্য, আমরাই ,হয়ত আপন স্বার্থেই, ঠিক করে দেব জনসাধারণ কোন ইস্যুতে সরকারকে সমর্থন করবে,কোনটিতে না ,আমরা যেভাবে যখন যার স্তাবকতায় যে ‘সত্য’পরিবেশন করব সেটিই ইতিহাস। যেমনটি দেখা গেছে যাদবপুরের ক্ষেত্রেও কৌশলী সংবাদ পরিবেশনে। গেটে লাগানো ফলকের গোলাকার লোহার বিমটি কিভাবে খুলে পড়লো বা সেটি কেউ বা কারা আদৌ ভেঙ্গেছে না বন্ধ গেটে দলবদ্ধভাবে ওঠায় পুরোনো বিমটি পায়ের চাপে ভেঙ্গে খুলে পড়ে যায় তা কোন টিভি চ্যানেলের সরাসরি সম্প্রচারেই দেখা যায়নি কোন সংবাদপত্রেও ওটি ভেঙ্গে ফেলার ছবি ছিলনা।অথচ বেমালুম লিখে দেওয়া গেল ‘যাদবপুর দখলে ভাঙ্গা হল প্রতীক’। কিন্তু গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় গ্রহণযোগ্যতা ও বিশ্বাসযোগ্যতার প্রশ্নে কিন্তু সংবাদ মাধ্যমের নিজস্ব আচরণও আতশ কাঁচের তলায় চলে আসতে বাধ্য। ‘চতুর্থ স্তম্ভের’ দম্ভে সত্য গোপন করা যায় না ইলেকট্রনিক মিডিয়ার যুগে-করা অনুচিতও বটে ।

আর সংবাদপত্রের স্বাধীনতার গভীরতর অর্থ অবশ্যই সংবাদপত্র বা সংবাদমাধ্যমের মালিকের কেবল ব্যবসায়িক স্বাধীনতাকে নির্দেশ করে না ।

কোন বিশেষ সংবাদপত্রগোষ্ঠী যদি গত কয়েকদশক ধরে কেবল সরকারি বিজ্ঞাপন ও অন্যান্য সরকারি আনুকুল্য আদায়ের লোভে কখনো ছদ্মনিরপেক্ষতার ভান করে মিথ্যাচারে ক্ষমতাসীন সরকারের তাঁবেদারি করে আবার স্বার্থ বিঘ্নিত হলে সংবাদ পরিবেশনের কৌশলে চতুর্থ স্তম্ভের ম্যানুভারিং ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে সরকারকে চাপ দিয়ে স্বার্থ হাসিল করার চেষ্টা করে তবে একদিন প্রশ্নের সম্মুখীন হতেই হবে ।

একসময় সংবাদপত্র প্রকাশের পেছনে একটা আদর্শ কাজ করত এবং সত্য প্রকাশের একটা দায়বদ্ধতাও থাকত। সে মূল্যবোধ আজ ক্রমবিলীয়মান। কিন্তু একদিকে রাষ্ট্রের চতুর্থ স্তম্ভের স্বাধীনতার দাবিকরে বিশেষ মর্যাদা ও সুবিধা ভোগ করা আবার একই সঙ্গে প্রতিষ্ঠানের বানিজ্যিক শ্রীবৃদ্ধি করার সতত প্রচেষ্টা (প্রয়োজনে এক শাসকের বিরুদ্ধে অন্য শাসকের সাথে গোপন বোঝাপড়া) তো একধরনের দ্বিচারিতা। যা পাঠকের বুঝতে অসুবিধা হয় না, যতই পাঠকের স্বাধীন মতামতকে রুদ্ধ করা হোক না কেন বিভিন্ন ভাবে।

প্রসঙ্গত স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় সন্ধ্যা পত্রিকার মালিক সম্পাদক ব্রহ্মবান্ধবের চরম হেনস্থার মত বাঘাযতীন সম্বন্ধে আজকের এই বড় হাউসের পত্রিকায় সম্পাদকীয় লেখার জন্য পত্রিকার তৎকালীন সম্পাদককেও বিদেশী শাসকের বিরাগভাজন হয়ে জেলে যেতে হয়েছিল। জরুরী অবস্থার সেই অন্ধকার অধ্যায়ে মিসা আইনে এই পত্রিকারই দুই প্রথিতযশা সাংবাদিকের দীর্ঘ কারাবাস হয় ।তৎকালীন পত্রিকা মালিকও রেহাই পাননি হেনস্তা থেকে। তবু কিন্তু ঋজু মেরুদন্ড ন্যুব্জ হয়নি। সত্য প্রকাশের অদম্য নির্ভীক প্রয়াস সম্মানিত হয়েছিল সাধারনের মধ্যে ঐ পত্রিকার বিপুল চাহিদায়।উন্নত শির এর দৃষ্টান্ত হিসেবেও ঐ ঘটনাগুলি অবশ্যই উল্লেখযোগ্য। এই দৈনিকের যে ঐতিহ্য গড়ে উঠেছিল যার জন্য একদা বাঙালি পাঠকেরা গৌরব অনুভব করতেন আজ তার এমন পরিবর্তন নিঃসন্দেহে হতাশা ও দুঃখের। নিরপেক্ষ আলোচনা/সমালোচনা, একদেশদর্শিতা মুক্ত সাংবাদিকতা যেন ক্রম বিলীয়মান।কর্তৃপক্ষের ফরমায়েশিতে একই সুর ও অভিমুখের উত্তরসম্পাদকীয় ও প্রতিবেদন-এমনকী ভিন্নস্বরের চিঠিপত্রও বিশেষ স্থান পায়না । হয়ত এর সাথেই সামঞ্জস্যে এ বাংলা দৈনিকের স্বনামের পূর্বে একদা সগৌরবে লিখিত ‘নিরপেক্ষ’ শব্দটি অপসৃত হয়ে স্থান নিয়েছে ‘সর্বাধিক প্রচারিত প্রথম শ্রেনির’ দৈনিক জাতীয় শব্দবন্ধ। অথচ আসলে সত্যের আছে এক নিজস্ব অন্তর্নিহিত শক্তি যা চরম প্রতিকূলতায়ও নির্ভীক থাকতে অনুপ্রানিত করে। সেক্ষেত্রে ‘উচ্চ যেথা শির’ বা ‘উন্নত শির’ ঘোষণায় আত্মপ্রচার নিষ্প্রয়োজন । অন্যদিকে শুধু সম্পাদকীয় স্তম্ভে বা সমাজমাধ্যমে শিরোনামে এ ঘোষনার চতুরতায় সত্য গোপন করা যায় না। বিবেকানন্দ কতকাল আগেই না বলে গেছেন- চালাকির দ্বারা মহৎ কর্ম হয় না।

মননের আলো

অধ্যাপক স্বপন কুমার মণ্ডল

জীবনের পরতে পরতে কষ্ট দেখে ভেঙে পড়তে নেই। কষ্টগুলিই আপনার পুঁজি, আপনার বেঁচে থাকার রসদ। এই কষ্টের তাড়নায় আপনার বেড়ে ওঠা, গড়ে তোলা জীবন। কষ্টের পুঁজিতেই জীবনকে লাভ করা যায়। যার জীবনে কষ্ট নেই, তার সব পেলেও মনের আনন্দ মেলে না। ভরা পেটে সুখাদ্যকেও অখাদ্য মনে হয়।

কোট-আনকোট

বিগত সরকার তাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেনি। আপনারা যখন আন্দোলন করেছেন, তখন অত্যাচার করা হয়েছে। পুলিশকে ব্যবহার করা হয়েছে। মিথ্যা মামলা দেওয়া হয়েছে। শিশু-বৃদ্ধও ছাড় পায়নি।

কুড়মি সমাবেশে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

দার্জিলিং পাহাড় থেকে ডুয়ার্স

হর ঘর জল প্রকল্পে জোর মন্ত্রী অজয় পোদ্দারের

নিজস্ব প্রতিবেদন, শিলিগুড়ি: রবিবার শিলিগুড়ির সার্কিট হাউসে পিএইচই এবং পিডব্লিউডি বিভাগের মন্ত্রী অজয় পোদ্দার উপস্থিত ছিলেন। এই দিন পিডব্লিউডি-র আলোচনার মূল বিষয় ছিল 'হর ঘর জল' প্রকল্প যা বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন সড়ক ও অন্যান্য পরিকাঠামোগত কাজের অগ্রগতি। বিশেষ করে দার্জিলিং পাহাড়, শিলিগুড়ি, তরাই ও ডুয়ার্স অঞ্চলের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে বিজেপি সরকার নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগ ব্যবস্থা, প্রতিটি গ্রামে সড়ক সংযোগ, সবার জন্য বাসস্থানের ব্যবস্থা, উন্নত স্বাস্থ্য ও শিক্ষা পরিষেবা এবং সকলের জন্য নিরাপদ পানীয় জল ও স্যানিটেশন নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বলে জানান দার্জিলিং-এর সাংসদ রাজু বিস্ত। তিনি বলেন, 'আমাদের লক্ষ্য হলো কাজগুলো যাতে সঠিক সময়ে ও উন্নতমানের সঙ্গে সম্পন্ন হয় তা নিশ্চিত করা, যাতে মানুষ তাদের দৈনন্দিন জীবনে সেই পরিবর্তনের সুফল অনুভব করতে পারেন। পাহাড়ি অঞ্চলের মানুষের কল্যাণ নিশ্চিত করার বিষয়ে এই উদ্যোগ ভীষণভাবে আশানুরূপ কাজ করবে।'

যানজট নিরসনে খোলা হল দার্জিলিং মোড়ের একটি পথ

সোমা মুখোপাধ্যায়

শিলিগুড়ি: শিলিগুড়ির বালাসন থেকে সেভক আর্মি ক্যান্টনমেন্ট এলিভেটেড হাইওয়ে করিডোর-এর অন্তর্গত দার্জিলিং মোড় অংশের একটি লেন (ক্যারি-ওয়ে) জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য খুলে দেওয়া হল রবিবার। সাংসদ রাজু বিস্তা এবং রাজ্যের পূর্তমন্ত্রী অজয় পোদ্দারের উপস্থিতিতে ওভার ব্রিজের উদ্বোধন করা হয়। এরপর নতুন ব্রিজের উপর দিয়ে যান চলাচল শুরু হয়। দীর্ঘদিন ধরে দার্জিলিং মোড়ে যানজটের কারণে শিক্ষার্থী, স্থানীয় বাসিন্দা, নিত্যযাত্রী, রোগী, ব্যবসায়ী, পরিবহন পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তি এবং পর্যটকদের প্রতিদিন নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। এই লেনটি চালু হওয়ার ফলে তাৎক্ষণিক স্বস্তি মিলবে এবং এই গুরুত্বপূর্ণ সংযোগস্থলে যান চলাচল ব্যবস্থার উন্নতি হবে। বহু বছর ধরে দার্জিলিং মোড়ের ট্রাফিক জ্যাম ছাত্র-ছাত্রী, স্থানীয় বাসিন্দা, নিত্যযাত্রী, রোগী, ব্যবসায়ী, পরিবহনকর্মী, পর্যটক এবং আগত অতিথিদের প্রতিদিনের জীবনে চরম দুর্ভোগ সৃষ্টি করে আসছিল। এই ক্যারেজওয়েটি খুলে দেওয়ার ফলে সাধারণ মানুষ অবিলম্বে স্বস্তি পাবেন এবং এই গুরুত্বপূর্ণ জংশনে ট্রাফিক চলাচল আরও সুগম হবে বলে জানিয়েছেন সাংসদ রাজু বিস্তা। এই করিডোরটি শিলিগুড়ি করিডোরের মধ্য দিয়ে পণ্য পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতি করবে, যা উত্তরবঙ্গ ও উত্তর-পূর্ব ভারতের মধ্যে এবং ভারত, ভুটান ও নেপালের মধ্যে যোগাযোগ আরও সুদৃঢ় করবে। এটি সমগ্র অঞ্চলের ব্যবসা-বাণিজ্য, পর্যটন এবং অর্থনৈতিক কার্যক্রমকে গতিশীল করবে। একইসঙ্গে মন্ত্রী সালুগাড়া অংশের চলমান নির্মাণকাজও পরিদর্শন করেন এবং বাকি কাজের অগ্রগতির পর্যালোচনা করেন। মাটিগাড়ার বালাসন থেকে সেবক আর্মি ক্যান্টনমেন্ট পর্যন্ত সম্পূর্ণ করিডোরটি ২০২৭ সালের মার্চ মাসের মধ্যে সম্পন্ন করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এটি সম্পূর্ণরূপে চালু হলে যোগাযোগ ব্যবস্থা উল্লেখযোগ্যভাবে শক্তিশালী হবে এবং এই অঞ্চলের দীর্ঘদিনের একটি ট্রাফিক সমস্যার সমাধান হবে।

জলাবদ্ধতায় বিপর্যস্ত নরহরিপুর, নষ্ট বিঘা বিঘা ফসল, পানবরজ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মগরাহাট: টানা বৃষ্টি এবং নিকাশি ব্যবস্থার চরম অব্যবস্থায় দক্ষিণ ২৪ পরগনার মগরাহাট ১ ব্লকের শেরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত নরহরিপুর গ্রামের বিস্তীর্ণ এলাকা এখন থইথই জলের তলায়। দীর্ঘস্থায়ী জলাবদ্ধতার জেরে গ্রামের স্বাভাবিক জনজীবন যেমন স্তব্ধ হয়ে পড়েছে, তেমনই বিঘার পর বিঘা কৃষিজমি ও মূল্যবান পানবরজ নষ্ট হয়ে যাওয়ায় মাথায় হাত পড়েছে স্থানীয় চাষিদের। জলের তলায় তলিয়ে গিয়েছে কৃষকদের সারা বছরের ঘাম ও পুঁজি। ফলে লক্ষাধিক টাকার ক্ষতির আশঙ্কায় চরম অনিশ্চয়তা আর আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন এলাকার কৃষক ও সাধারণ গ্রামবাসীরা। গ্রামের মাঠের দিকে তাকালে এখন শুধু জল আর জল। মাঠের ধান, শাকসবজির ক্ষেত পুরোপুরি নিমজ্জিত। সবচেয়ে বেশি বিপর্যয় নেমে এসেছে পান চাষের ওপর। শেরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনস্থ নরহরিপুরের বহু পরিবার বংশপরম্পরায় পানের বরজের ওপর নির্ভর করে জীবিকা নির্বাহ করে। কিন্তু দিনের পর দিন জল জমে থাকায় বরজের বাঁশের কাঠামো ও পানের লতা পচে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। চাষিদের বক্তব্য, পানগাছ অতিরিক্ত জল একেবারেই সহ্য করতে পারে না। ফলে জল না নামলে একটি বরজও আর রক্ষা করা সম্ভব হবে না। ঋণের বোঝা মাথায় নিয়ে নতুন করে কীভাবে

ঘুরে দাঁড়াবেন, সেই চিন্তায় দিশাহারা অনেকেই। স্থানীয় বাসিন্দারা ক্ষোভ উগরে দিয়ে জানাচ্ছেন, সামান্য বৃষ্টিতেই মগরাহাট ১ ব্লকের এই বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত হয়। এলাকা থেকে জল দ্রুত বেরিয়ে যাওয়ার জন্য পর্যাপ্ত ও কার্যকর কোনো নিকাশি পরিকাঠামো নেই। উপযুক্ত পথ না পেয়ে জমা জল দিনের পর দিন মাঠ ও বসতবাড়ির চারপাশে আটকে থাকছে। রাস্তাঘাট জলের নিচে চলে যাওয়ায় সাধারণ মানুষের যাতায়াত কার্যত বন্ধ। বিদ্যালয়ের পড়ুয়া থেকে শুরু করে অসুস্থ বৃদ্ধ,সকলকেই সীমাহীন দুর্ভোগের শিকার হতে হচ্ছে। জল জমে থাকায় পানীয় জলের সংকট ও মশাবাহিত রোগের প্রাদুর্ভাবেরও আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের অবিলম্বে দাবি, ব্লক ও পঞ্চায়েত প্রশাসনকে দ্রুত তৎপর হয়ে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে হবে। জমা জল নামাতে না পারলে অবশিষ্ট যেটুকু ফসল রয়েছে, তাও পুরোপুরি নষ্ট হয়ে যাবে। একই সঙ্গে সরকারি আধিকারিকদের সরেজমিনে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শন করে ক্ষতির সঠিক পরিমাপ করার এবং সর্বস্বান্ত চাষিদের পাশে দাঁড়াতে উপযুক্ত সরকারি আর্থিক ক্ষতিপূরণ ও সহায়তা প্রদানের জোর দাবি জানিয়েছেন গ্রামবাসীরা।

তবে শুধু সাময়িক স্বস্তির জন্য পাম্প চালিয়ে জল সরানোই যথেষ্ট নয় বলে মনে করেন ভুক্তভোগী মানুষজন। তাঁদের বক্তব্য, বছরের পর বছর ধরে নরহরিপুরবাসীকে এই দুর্ভোগের শিকার হতে হচ্ছে। তাই দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করে বুজে যাওয়া খাল-নালাগুলো দ্রুত সংস্কার ও খনন করতে হবে। এখন শেরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের নরহরিপুরের চাষিদের একটাই প্রশ্ন, প্রতি বছরই কি এভাবে তাঁদের শ্রম ও স্বপ্ন জলের তলায় বিসর্জন যাবে, নাকি এবার প্রশাসনের পক্ষ থেকে এই ভয়াবহ সমস্যার কোনো স্থায়ী ও কার্যকর সমাধান মিলবে?

ফুরফুরার সিনিয়র মাদ্রাসায় দু'দিনব্যাপী বর্ণাঢ্য সভা

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: শনিবার ও রবিবার দু' দিন ব্যপি ফুরফুরা শরীফের শতবর্ষ প্রাচীন সিনিয়র টাইটেল মাদ্রাসায় বর্ণাঢ্য আয়োজনে বাৎসরিক মিলাদুন্নবী সাঃ অনুষ্ঠিত হল। মোজাদ্দেদ জামান ফুরফুরা শরীফের পীর হযরত দাদা হুজুর ও মুসান্নিফিনগন রহ এঁর স্মরণে সভার পরিচালনায় ছিল ফুরফুরা ছাত্র হেজবুল্লাহ লাইব্রেরি। পাশাপাশি ছিল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক আবু বকর সাহেব ও শিক্ষা কর্মী আব্দুল নাসের সাহেবের বিদায় সংবর্ধনা। এদিন উল্লেখযোগ্য, বিষয় ছিল সম্মানজনক ১৯৪ জন টাইটেল উত্তীর্ণ ছাত্রদের পাগড়ি প্রদান সম্মাননা। মর্যাদাপূর্ণ মিলাদুন্নবী সা, সভার আখেরি দোয়া করেন হযরত পীরকারী ইসমাইল সিদ্দিকী সাহেব। পীরজাদা তহা সিদ্দিকী, পীরজাদা জিয়াউদ্দিন সিদ্দিকী, পীরজাদা আবু কোহাফা সিদ্দিকী, পীরজাদা সওবান সিদ্দিকী, পীরজাদা ইসহাক সিদ্দিকী, পীরজাদা নুরুল্লাহ সিদ্দিকী, পীরজাদা কাশেম সিদ্দিকী, পীরজাদা তিবিয়ান সিদ্দিকী ও পীরজাদা সাফেরি সিদ্দিকী ও পীরজাদা হোজায়ফা সিদ্দিকী-সহ অনেক পীরসাহেব অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। সভায় শিক্ষক পীর সৈয়দ আমজাদ হোসেন, আবু তোরাব, সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেন-সহ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী, ছাত্রছাত্রী, প্রাক্তন ছাত্র এবং আমন্ত্রিত অতিথিরা হাজির ছিলেন। অবসর শিক্ষকদের দীর্ঘ কর্মজীবনে প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা ও প্রশাসনিক কার্যক্রমে তাঁদের অবদানের কথা স্মরণ করে বক্তারা তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও শুভেচ্ছা সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। শিক্ষাবিদ, সমাজ সংস্কারক ও হাজার হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার পীর হযরত দাদা হুজুর রহ এঁর গৌরবময় ইতিহাস তুলে ধরেন বক্তারা। আলোচিত হয় পাঁচ হুজুর পীর সাহেবদের সামাজিক অবদানের কথা।

মানকর গ্রামীণ হাসপাতালে তাণ্ডব, স্বাস্থ্যকর্মীদের মারধরে কর্মবিরতি

নিজস্ব প্রতিবেদন, বুদবুদ: চিকিৎসায় গাফিলতিতে রোগীর মৃত্যুর অভিযোগ তুলে মানকর গ্রামীন হাসপাতালে ভাঙচুর চালাল মৃতের আত্মীয়-পরিজনরা। শুধু ভাঙচুরই নয়, প্রাণ বাঁচাতে ঘরের ভেতর আশ্রয় নেওয়া নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীদেরও মারধর করা হয় বলে গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। শনিবার গভীর রাতে চাঞ্চল্যকর এই ঘটনাটি ঘটে বুদবুদের মানকর গ্রামীণ হাসপাতালে। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বুদবুদ থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। এই ঘটনার প্রতিবাদে এবং পর্যাপ্ত নিরাপত্তার দাবিতে রবিবার সকাল থেকেই হাসপাতালের সামনে অবস্থান বিক্ষোভে বসেন চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীরা। হাসপাতালের সুপার সপ্তর্ষি কোনার জানান, শনিবার রাতে মানকরের বাসিন্দা বুধন বাউড়ি (৫৫) নামে এক ব্যক্তি অসুস্থ বোধ করায় তাঁকে মানকর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। দায়িত্বপ্রাপ্ত চিকিৎসক ও নার্সরা তাঁর প্রাথমিক চিকিৎসা শুরু করেন। চিকিৎসার পর তাঁকে কিছুক্ষণ হাসপাতালের অবজারভেশনে রাখা হয়েছিল। প্রাথমিক চিকিৎসার পর রোগী কিছুটা সুস্থ বোধ করছেন জানালে এবং পরিবারের লোকজনের সঙ্গে কথা বলেই বুধনবাবুকে বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হয়। অভিযোগ, বাড়ি ফেরার কিছুক্ষণের মধ্যেই অর্থাৎ প্রায় এক ঘণ্টার মাথায় বুধন বাউড়ির পরিবার ও এলাকার বেশ কয়েকজন হাসপাতালে ঢুকে তাণ্ডব চালাতে শুরু করে।সকলেই মদ্যপ অবস্থায় ছিল। হাসপাতালের নার্স ও স্বাস্থ্য কর্মীদের মারধর করা হয়।সমস্ত ওষুধপত্র নষ্ট করে দেওয়া হয়।যতটুকু সম্ভব তারা পরিষেবা দেন সকাল থেকে। তাঁর দাবি, তাদের পর্যাপ্ত নিরাপত্তাটুকু দেওয়া হোক। মৃতের জামাই রাহুল বাউড়ির অভিযোগ, তাঁর শশুরের বুকে ব্যথা হচ্ছিল। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে, গেট বন্ধ থাকায় দীর্ঘক্ষণ ডাকাডাকির পর গেট খোলা হয়। উপর তলায় ডাক্তারকে বললে ডাক্তার রোগীকে গায়ে হাত না দিয়েই ইনজেকশন লিখে দেয়। দুটি ইনজেকশন দেওয়া হয়। একটি ওষুধ

বাইরে থেকে কিনতে বলা হয়। কিছুক্ষণ হাসপাতালে রাখার পর ছেড়ে দেওয়া হয়। তারপর তাদের বলা হয় রোগীকে বাড়ি নিয়ে যেতে। বাড়ি ফেরার পথেই বুধন বাউড়ি অসুস্থ বোধ করে। তাকে হাসপাতালে নিয়ে আসলেও গেট বন্ধ থাকার কারণে তাঁর শশুরের মৃত্যু হয়। ভালোভাবে চিকিৎসা না করেই কেন ছাড়া হয়েছিল, অভিযোগ তোলেন রাহুল বাবু।

ঘটনার পরেই আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে গোটা হাসপাতাল চত্বরে। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, উত্তেজিত জনতা জরুরি বিভাগের ওষুধপত্র, সরঞ্জাম ও আসবাবপত্র ভাঙচুর করে। পরিস্থিতি আশঙ্কাজনক বুঝে ডিউটিতে থাকা নার্স ও মহিলা স্বাস্থ্যকর্মীরা একটি ঘরের ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে নিজেদের রক্ষা করার চেষ্টা করেন। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বুদবুদ থানার পুলিশ। পুলিশ পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এবং মৃতদেহ উদ্ধার করে। আন্দোলনরত এক চিকিৎসকের কথায়, 'কর্মস্থলে যদি তাদের প্রাণসংশয় তৈরি হয়, তবে তারা পরিষেবা দেবেন কীভাবে? যতক্ষণ না প্রশাসন তাদের লিখিত আশ্বাস ও সুনির্দিষ্ট নিরাপত্তা দিচ্ছে, তাদের অবস্থান বিক্ষোভ চলবে।' তবে মানবিকতার খাতিরে হাসপাতালের জরুরি বিভাগ ও জরুরি চিকিৎসা পরিষেবা চালু রাখা হয়েছে বলে চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন। সব বিষয়ে খতিয়ে দেখছে জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর।

কুমারগঞ্জে নাবালিকা ধর্ষণ, গ্রেপ্তার ওষুধের দোকানদার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: ১৬ বছরের এক বিশেষভাবে সক্ষম নাবালিকাকে ধর্ষণের চাঞ্চল্যকর অভিযোগ উঠল কুমারগঞ্জ থানার রাইখন বাজার এলাকায়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রবিবার এলাকা জুড়ে তীব্র চাঞ্চল্য ও ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। অভিযুক্ত পেশায় ওষুধের দোকানদার। তাঁর বিরুদ্ধে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন নিগৃহীতার পরিবার। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করে অভিযুক্তকে আটক করেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, কথা বলতে না-পারা ওই বিশেষভাবে সক্ষম নাবালিকা রাইখন বাজারে পরোটা কিনতে গিয়েছিল। অভিযোগ, পরোটা খাওয়ানোর প্রলোভন দেখিয়ে অভিযুক্ত দোকানদার তাকে নিজের ওষুধের দোকানে ডেকে নিয়ে যায়। এরপর দোকানের শাটার নামিয়ে নাবালিকার ওপর নির্যাতন চালানো হয় বলে অভিযোগ। বিষয়টি নিয়ে সন্দেহ হলে স্থানীয় বাসিন্দারা দোকানের সামনে জড়ো হন। পরবর্তীতে শাটার খোলা হলে নাবালিকাকে আতঙ্কিত ও ভীত অবস্থায় দোকানের ভিতরে উদ্ধার করা হয়। ঘটনা নিয়ে স্থানীয়রা প্রশ্ন তুললে, প্রস্রাব পরীক্ষার অজুহাত দিয়ে বিষয়টি ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করে অভিযুক্ত। খবর পেয়ে কুমারগঞ্জ থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এবং অভিযুক্তকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়। এ দিকে ঘটনার জানাজানি হতেই থানার সামনে ভিড় জমান ক্ষুব্ধ বাসিন্দারা। বজরং দলের কর্মীরাও থানার সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে অভিযুক্তের কঠোর শাস্তির দাবি জানান। পরবর্তীতে তারা ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক আশিস কুণ্ডুর সঙ্গে দেখা করে ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানান। অন্য দিকে, নির্যাতিতা নাবালিকার বাবা বিচার চেয়ে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বলেন, 'আমি দোষীর ফাঁসি চাই।' সম্পূর্ণ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে কুমারগঞ্জ থানার পুলিশ।

মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়ে অশালীন পোস্ট

গোঘাট অভিযোগ দায়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে নিয়ে আপত্তিকর ও অশালীন ফেসবুক পোস্ট করার অভিযোগকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়াল গোঘাটে। এই ঘটনায় গোঘাট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন পুরশুড়ার বিজেপি বিধায়ক বিমান ঘোষ। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ ফিরোজ আলি নামে এক যুবককে আটক করেছে। তিনি গোঘাট দুই নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য ছিলেন। পাশাপাশি নিজের এলাকায় দাপুটে তৃণমূল নেতা নামে পরিচিত ছিলেন। অভিযুক্তের বাড়ি কামারপুকুর এলাকায় বলে জানা গিয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে মুখ্যমন্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে আপত্তিকর ও অশালীন মন্তব্য-সহ একটি পোস্ট করা হয়েছে বলে অভিযোগ ওঠে। বিষয়টি নজরে আসার পরই তা নিয়ে আপত্তি জানান বিজেপি বিধায়ক বিমান ঘোষ। এরপর ঘটনার বিস্তারিত উল্লেখ করে গোঘাট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়।অভিযোগ পাওয়ার পরই পুলিশ বিষয়টি খতিয়ে

দেখতে শুরু করে। তবে ঠিক কোন ফেসবুক অ্যাকাউন্ট থেকে ওই পোস্ট করা হয়েছিল, পোস্টটির সম্পূর্ণ বিষয়বস্তু কী এবং অভিযুক্তের সঙ্গে সেই পোস্টের সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে কি না, সে সমস্ত বিষয় তদন্ত করে দেখছে পুলিশ। এ প্রসঙ্গে বিধায়ক বিমান ঘোষ বলেন, 'সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে রাজনৈতিক মতামত প্রকাশের অধিকার সকলেরই রয়েছে। কিন্তু সেই স্বাধীনতার নামে কোনও জনপ্রতিনিধি বা সাংবিধানিক পদে থাকা ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করে অশালীন ও আপত্তিকর মন্তব্য করা মেনে নেওয়া যায় না।'

খাদ্যে বিষক্রিয়া, অসুস্থ ৩০ জন

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: বিশ্বকর্মা পুজোর নিমন্ত্রণ বাড়িতে খাবার খেয়ে মারাত্মক বিষক্রিয়ার জেরে অসুস্থ হয়ে পড়লেন প্রায় ৩০ জন গ্রামবাসী। পূর্ব বর্ধমানের খণ্ডঘোষ ব্লকের গৈতানপুর এলাকার এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পরে সমগ্র অঞ্চলে। অসুস্থদের তড়িঘড়ি খণ্ডঘোষ ব্লক হাসপাতাল এবং বর্ধমান মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গত বিশ্বকর্মা পুজোর দিন গৈতানপুরের একটি বাড়িতে বিশেষ রান্নার আয়োজন করা হয়। সেই উপলক্ষে পাড়ার প্রায় ৩০ জন গ্রামবাসীকে নিমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। সানন্দেই নিমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে খাবার খেতে গিয়েছিলেন প্রতিবেশীরা। কিন্তু বিপত্তি ঘটে খাবার খাওয়ার কিছু পরেই। অভিযোগ, নিমন্ত্রণ বাড়ি থেকে ফেরার পর থেকেই একে একে নিমন্ত্রিতদের মধ্যে পেট ব্যথা, বমি ও ডায়রিয়ার মতো উপসর্গ দেখা দিতে শুরু করে। গভীর রাতের দিকে বেশ কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হয়ে উঠলে পরিবার ও স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত তাদের উদ্ধারের কাজে হাত লাগান। অসুস্থদের প্রথমে খণ্ডঘোষ ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। তবে কয়েকজনের শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁদের বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। আক্রান্তদের প্রাথমিক চিকিৎসার পর চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, ফুড পয়জনিং বা খাবারে বিষক্রিয়ার ফলেই এই পরিণতি। রান্নার উপাদান বা ব্যবহৃত পানীয় জল থেকে এই বিষক্রিয়া ঘটেছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে গৈতানপুর এলাকায় আতঙ্ক ও উদ্বেগ সৃষ্টি হয়েছে। খবর পেয়ে স্থানীয় প্রশাসন ও স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রতিনিধিরা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করতে ঘটনাস্থলে পৌঁছান।

চোলাই-অভিযান, কালনায় ধৃত ১৭

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: - বিশেষ অভিযান চালিয়ে কালনা থানার অন্তর্গত বৈদ্যপুর পুলিশ ফাঁড়ির পুলিশ মোট ১৭ জনকে গ্রেপ্তার করে। পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, অভিযানে চোলাই মদ ও বেআইনি জুয়ার আসরের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে ৫ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বাকি গ্রেপ্তারগুলিও পুলিশের বিশেষ অভিযানের অংশ বলে জানানো হয়েছে। বৈদ্যপুর পুলিশ ফাঁড়ির আইসি সৌরভ দত্ত জানান, নেশাজাতীয় দ্রব্যের ব্যবহার ও বেআইনি কার্যকলাপের বিরুদ্ধে পুলিশের অভিযান অব্যাহত থাকবে। স্থানীয়দের একাংশ পুলিশের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন। তবে অভিযানের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত একটি অংশের মধ্যে অসন্তোষও রয়েছে বলে স্থানীয় সূত্রের দাবি।

এলাকা দখল ঘিরে পাণ্ডবেশ্বরে দুই বৃহন্নলা গোষ্ঠীর সংঘর্ষ, আহত ৮

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: পাণ্ডবেশ্বরে এলাকা দখলকে কেন্দ্র করে দুই বৃহন্নলা গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনায় উত্তেজনা ছড়াল। রবিবার দুপুরে পাণ্ডবেশ্বরের স্টেশন রোডের হনুমান মন্দিরের সামনে এই ঘটনা ঘটে। সংঘর্ষে কমপক্ষে আটজন আহত হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। তাঁদের মধ্যে দু'জনের আঘাত গুরুতর হওয়ায় রানিগঞ্জের একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। পশ্চিম বর্ধমান জেলার বৃহন্নলা সমাজের গুরু বিত্তন তেওয়ারির দাবি, চুরির অভিযোগে তাঁদের দল থেকে কয়েকজনকে বহিষ্কার করা হয়েছিল। বর্তমানে তাঁরা পাণ্ডবেশ্বরে ভাড়া বাড়িতে থেকে ওই এলাকায় 'কালেকশন' করছেন বলে তাঁর অভিযোগ। রবিবার তাঁর দলের কয়েকজন সদস্য স্টেশন রোডের হনুমান মন্দির সংলগ্ন এলাকায় সমাজের কাজে গেলে বহিষ্কৃত সদস্যদের সঙ্গে তাঁদের বচসা বাধে বলে জানা যায়। বিত্তন তেওয়ারির অভিযোগ, এরপরই বহিষ্কৃত সদস্যরা স্থানীয় কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর দলের সদস্যদের সঙ্গে হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়েন। ঘটনায় তাঁদের দলের সদস্যদের কাছ থেকে ঢোল, সোনার গয়না ও নগদ টাকা নিয়ে যাওয়া হয়েছে বলেও তিনি দাবি করেন। পাশাপাশি কয়েকজনকে মারধর করা হয়েছে বলে অভিযোগ। এই ঘটনায় তাঁদের দলের প্রায় ৮ জন আহত হয়েছেন বলে জানান তিনি। আহতদের মধ্যে একজনের হাত ভেঙেছে এবং দু'জনের আঘাত গুরুতর বলে দাবি করা হয়েছে। ঘটনায় চাকু ও লাঠি ব্যবহারের অভিযোগও তুলেছেন বিত্তন তেওয়ারি। তাঁর আরও দাবি, ঘটনায় বহিরাগত কয়েকজনও যুক্ত ছিলেন। তবে এই অভিযোগগুলির সত্যতা পুলিশি তদন্তের পরই স্পষ্ট হবে।

ঘটনার পর অভিযুক্তদের গ্রেফতার ও শাস্তির দাবিতে পাণ্ডবেশ্বর থানায় বিক্ষোভ দেখান বৃহন্নলা সমাজের সদস্যরা। দুপুর দেড়টা নাগাদ শুরু হওয়া বিক্ষোভ চলে বিকেল সাড়ে চারটে পর্যন্ত। পরিস্থিতি সামাল দিতে পুলিশ ঘটনায় জড়িত সন্দেহে চারজনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। পুলিশের আশ্বাসের পর শেষ পর্যন্ত বিক্ষোভ তুলে নেন বৃহন্নলা সমাজের সদস্যরা।

তৃণমূলকে ঢোঁড়া সাপ, সিপিএমকে কেউটের সঙ্গে তুলনা বিজেপি নেতার

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)-র নবগঠিত রাজ্য কমিটিতে স্থান পেয়েছেন বুদবুদের বাসিন্দা তথা পূর্ব বর্ধমান জেলার প্রাক্তন জেলা সভাপতি নরেশ কোনার। দলীয় এই সাফল্যের পর তাকে বিশেষ সংবর্ধনা জানাতে তার বাসভবনে হাজির হন মানকর কলেজের একদল অধ্যাপক।

এদিন নরেশ কোনারের বাড়িতে গিয়ে তাকে উত্তরীয় পরিয়ে সংবর্ধনা জানান মানকর কলেজের অধ্যাপকরা। একই সঙ্গে সংবর্ধনা জ্ঞাপনের পাশাপাশি মানকর কলেজের সার্বিক উন্নয়ন ও শিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দাবি-দাওয়া তাঁর সামনে তুলে ধরেন তাঁরা। এই সংবর্ধনা প্রদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রঞ্জিত কুমার ঘোষ, কাজল রায়, বাপ্পাদিত্য মোদক, সুতপা পবি এবং অমিত কুমার দাস। অধ্যাপকদের এই সৌজন্য ও সংবর্ধনা পেয়ে গভীর আবেগ প্রকাশ করেন বিজেপি রাজ্য কমিটির নতুন সদস্য নরেশ কোনার। তবে সংবর্ধনাপর্ব শেষ হতেই আসন্ন উপনির্বাচন নিয়ে রাজ্য রাজনীতি ও বিরোধী দলগুলিকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেন তিনি। বিশেষ করে সিপিআইএম ও শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসকে একযোগে নিশানা করেন এই বিজেপি নেতা।

সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে রাজনৈতিক উপমা টেনে নরেশ কোনার বলেন, 'তৃণমূল হচ্ছে ঢোরা সাপ, আর সিপিআইএম হলো কেউটে সাপ। এই দুই সাপ যদি একযোগে তেড়ে আসে, তবে আগে কেউটে সাপটিকে মেরে ফেলা উচিত। কারণ কেউটে সাপের মধ্যেই বিষের থলিটা থাকে।' বাম রাজনৈতিক ভাবধারাকে কটাক্ষ করে তিনি আরও যোগ করেন, 'এই কেউটে সাপের মতো বামেরা যদি সমাজের মধ্যে প্রবেশ করে, তবে পুরো সমাজকে বিষাক্ত করে দেবে। তাই আসন্ন নির্বাচনে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ হিসেবে আগে এই কেউটে সাপটির মাথা থেঁতলে দেওয়া উচিত। ভোটে শতাংশের বিচারে ওরা একদম নিচে নেমে গেছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও এই রাজনৈতিক শক্তিকে সমাজে স্থান দেওয়া বিপজ্জনক।' বিজেপি নেতার এই বিতর্কিত ও শানিত মন্তব্যে স্থানীয় রাজনৈতিক মহলে তীব্র চর্চা শুরু হয়েছে।

অ্যাক্সিস ফিন্যান্স লিমিটেড
(CIN : U65921MH1995PLC212675)
অ্যাক্সিস হাউস, সি-২, ওয়াদিয়া ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার, পাভুরং বুধকর মার্গ, ওরলি, মুম্বই - ৪০০ ০২৫

পরিশিষ্ট ৪
[রুল ৮(১) দেখুন]
প্রতীকী দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
[সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮(১)-এর সাথে পঠিত পরিশিষ্ট ৪ অনুযায়ী]

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী, **অ্যাক্সিস ফিন্যান্স লিমিটেড (এএফএল)**-এর অনুমোদিত অফিসার হিসেবে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩-এর সাথে পঠিত সেকশন ১৩(১২)-এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে, গত **১০ জুলাই, ২০২৬ তারিখে** একটি দাবি নোটিশ জারি করেছিলেন এবং নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি বন্ধক রাখা ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ) **(১) শ্রীমতী পিঙ্কি দাস,** ১২ বিদ্যাসাগর পার্ক পীরপুকুর রোড, বাঁশদ্রোণী দক্ষিণ ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০৭০; আরও ঠিকানা ১/১৬ রিজেন্ট কলোনি, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০৪০; আরও ঠিকানা প্রযত্নে- খুশি বস্ত্রালয়, ৫৭ ৩ আর নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোস রোড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০৪০; আরও ঠিকানা জেমস সিটি, টাওয়ার রুবি, ফ্ল্যাট- RT1 7R, ৭ম ফ্লোর, দক্ষিণ-পূর্ব দিক, বাকরাহাট রোড ঠাকুরপুকুর, পোঃ রসপুঞ্জ, জেলা ২৪ পরগনা, কলকাতা পশ্চিমবঙ্গ-৭০০১০৪ এবং **(২) শ্রীমতী বন্দনা পান্ডে,** স্বামী- পঙ্কজ পান্ডে, ৩/৭ সারদা মণি পার্ক বজ বজ ১ দক্ষিণ ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০৭০-কে উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **০৭.০৭.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী আইএনআর ২৫,৬১,৯৪৫/- টাকা (পঁচিশ লক্ষ একষট্টি হাজার নয়শো পঁয়তাল্লিশ টাকা)** এবং পেমেন্ট করার তারিখ পর্যন্ত এর উপর চুক্তিবদ্ধ হারে অতিরিক্ত সুদ পরিশোধ করার আহ্বান জানিয়েছিলেন।
ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ) উক্ত পরিমাণ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ) এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮-এর সাথে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩(৪)-এর অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ করে আজ **২০২৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ১৯ তারিখে** নীচে বর্ণিত সম্পত্তির প্রতীকী দখল নিয়েছেন। বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ) এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা উক্ত সম্পত্তির সাথে কোনো লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং এই সম্পত্তির সাথে কোনো লেনদেন হলে তা সম্পূর্ণ পেমেন্ট বা আদায় না হওয়া পর্যন্ত অ্যাক্সিস ফিন্যান্স লিমিটেডের **১৯.০৯.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী আইএনআর ২৬,১০,০৯৬.০০/- টাকা (ছাব্বিশ লক্ষ দশ হাজার ছিয়ানব্বই টাকা)** এবং এর উপর চুক্তিবদ্ধ হারে অতিরিক্ত সুদ এবং অ্যাক্সিস ফিন্যান্স লিমিটেডের খরচ, চার্জ ইত্যাদির চার্জ সাপেক্ষে হবে।
সুরক্ষিত সম্পদগুলি পুনরুদ্ধার করার জন্য উপলব্ধ সময়ের বিষয়ে উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩-এর সাব সেকশন (৮) এবং সাব সেকশন (১৩)-এর বিধানগুলির প্রতি ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ) এর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০১০৪-এর বাকরাহাট রোড, ঠাকুরপুকুর, পোঃ- রসপুঞ্জ, নওয়াবাদ-এ রুবি জেমস সিটির ব্লক/বিল্ডিং নং রুবি টাওয়ার-১, ৭ম ফ্লোরে অবস্থিত RT1-7R নম্বরযুক্ত আবাসিক অ্যাপার্টমেন্টের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যার সুপার বিল্ট-আপ এরিয়া কমবেশি ৭৫২ বর্গফুট এবং এর অনুরূপ কমবেশি ৫২২ বর্গফুট কার্পেট এরিয়া রয়েছে।
তারিখ : ১৯.০৯.২০২৬ **অনুমোদিত অফিসার**
স্থান : কলকাতা **অ্যাক্সিস ফিন্যান্স লি.**

‘তৈলখনির কাজে বিজেপির কেউ নাক গলাবেন না’

অশোকনগর ওএনজিসির প্ল্যান্ট থেকে স্পষ্ট আবেদন শমীকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, অশোকনগর: অশোকনগর ওএনজিসির প্ল্যান্ট পরিদর্শনে বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। ‘এখনও পর্যন্ত ১১০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ কেন্দ্রীয় সরকারের। অশোকনগর তৈলক্ষেত্রের পরিচালনায় কোনও রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ হবে না। বিজেপির কোনও কর্মী, সাংসদ বা বিধায়ক প্রকল্পের কাজে নাক গলাবেন না।’ অশোকনগরকে ঘিরে এমনই স্পষ্ট বার্তা দিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি তথা রাজ্য সভার সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য। একইসঙ্গে তাঁর অভিযোগ, ‘পেট্রোলিয়াম মাইনিং লিজ বা পিএমএল দেওয়ার ক্ষেত্রে আগের রাজ্য সরকারের অসহযোগিতার জেরে দীর্ঘদিন প্রকল্পের কাজ থমকে ছিল। অথচ ইতিমধ্যেই এই প্রকল্পে প্রায় ১১০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছে কেন্দ্র। ফলে অশোকনগরের তেল শুধু উত্তর ২৪ পরগনার নয় দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা এবং বাংলার অর্থনীতির সঙ্গেও জড়িত।’ শমীকবাবু আরও বলেন, ‘আপনাদের কাজ বা পরিচালনাগত কোনও কাজে কোনও রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ হবে না। বিজেপির কোনও কর্মী, কোনও সাংসদ বা কোনও বিধায়ক এই বিষয়ে নাক গলাবেন না। রাজ্যের খনিজ বা প্রাকৃতিক সম্পদ নিয়ে রাজনীতি হওয়া উচিত নয়। এখানে কোনও রাজনৈতিক বিভাজনের জায়গা নেই।’ পিএমএল প্রসঙ্গে আগের সরকারের বিরুদ্ধে সরাসরি অভিযোগ তুলে শমীক ভট্টাচার্য বলেন, ‘পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী আমাকে জানিয়েছিলেন সংশ্লিষ্ট রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে ইতিমধ্যে ১৯টি চিঠি পাঠানো হয়েছে। কিন্তু কোনও সহযোগিতা পাওয়া যাচ্ছে না।’ তাঁর দাবি, ‘শেষ বাজেটে অশোকনগর তৈলক্ষেত্রকে পিএমএল দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হলেও বাস্তবে সেই উদ্যোগ কার্যকর হয়নি।’ অশোকনগর প্রকল্পের সঙ্গে নিজের দীর্ঘদিনের যোগাযোগের কথাও তুলে ধরেন শমীক। তিনি জানান, অয়েল ইন্ডিয়া লিমিটেডের স্বাধীন পরিচালক থাকার সময়ই আধিকারিকরা তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। ওই সংস্থার এই প্রকল্পে ২৫ শতাংশ অংশীদারিত্ব রয়েছে। বিষয়টি নিয়ে বোর্ডের বৈঠকে সরব হয়েছিলেন তিনি। শমীকের কথায় এই প্রকল্পে ইতিমধ্যেই জনগণের বিপুল অর্থ বিনিয়োগ হয়েছে। পরে পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরীকে চিঠি দিয়ে বিষয়টি জানান তিনি। স্বাধীন পরিচালকের পদ ছেড়ে রাজ্যসভার সাংসদ হওয়ার পরও অশোকনগর নিয়ে সরব থাকার দাবি করেন শমীক। তিনি আরও বলেন, ‘রাজ্যসভায় আমি যতদিন ছিলাম প্রত্যেক সেশনেই অশোকনগরের প্রসঙ্গ তুলেছি। কখনও জিরো আওয়ারে, কখনও স্পেশ্যাল মেনশনে, কখনও বিভিন্ন বিতর্কে বিষয়টি বলেছি।’ এমনকী অন্য দলের সাংসদরা তাঁকে দেখলেই অশোকনগরের কী হল জানতে চাইতেন বলেও জানান তিনি। এই প্রকল্পের সঙ্গে নিজের আবেগের সম্পর্কের কথাও তুলে ধরেন শমীক। তিনি বলেন, ‘ঠিক এক বছর আগে তৎকালীন অর্থমন্ত্রী বাজেট অধিবেশনে ঘোষণা করেছিলেন অশোকনগর তৈলক্ষেত্রকে পেট্রোলিয়াম মাইনিং লিজ দেওয়া হবে। তাই আবেগের দিক থেকেও অশোকনগর তৈলক্ষেত্রের সঙ্গে আমি জড়িয়ে রয়েছি। পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরীর সঙ্গে কথোপকথনের প্রসঙ্গ টেনে তাঁর সংযোজন উনি আমাকে বলতেন ইটস ইওর বেবি।’ এদিকে অশোকনগর প্রকল্পে নতুন আশার তথ্যও দিয়েছেন শমীক। তিনি বলেন, ‘অশোকনগরে পাঁচটি কূপ খনন করা হবে। একটির কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। আরও একটি কূপে প্রায় সালফারবিহীন অত্যন্ত উচ্চমানের তেল পাওয়া যাচ্ছে।’ প্রকল্পের অর্থনৈতিক গুরুত্ব ব্যাখ্যা করে বিজেপির রাজ্য সভাপতি আরও বলেন, ‘ভারত সরকার ইতিমধ্যেই এই প্রকল্পে প্রায় ১১০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছে। অশোকনগর প্রকল্প সম্পূর্ণ হলে শুধু এই এলাকা নয়, গোটা উত্তর ২৪ পরগনার আর্থসামাজিক পরিস্থিতিতে পরিবর্তন আসবে।’ কর্মসংস্থান প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য, ‘এটি অত্যন্ত হাইটেক ক্ষেত্র। সরাসরি কর্মসংস্থান সীমিত হলেও, এর সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরোক্ষভাবে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে।’ অশোকনগরের পাশাপাশি রাজ্যের অন্যত্রও জ্বালানি অনুসন্ধানের কথা জানান শমীক। তিনি বলেন, ‘রানাঘাটেও কাজ চলছে এবং সেখানে প্রাকৃতিক গ্যাসের সন্ধান মিলেছে। পাশাপাশি বেঙ্গল অফশোরের বঙ্গোপসাগরীয় ক্ষেত্রে পরীক্ষার কাজ চলছে। আমরা আশা করছি বঙ্গোপসাগরের সেই খনন ক্ষেত্র থেকেও তেল পাওয়া যাবে।’ অশোকনগর তৈলক্ষেত্রকে দেশের জ্বালানি নিরাপত্তার সঙ্গে জুড়ে তাঁর বক্তব্য, ‘রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণে এতদিন দেশের জ্বালানি নিরাপত্তার সঙ্গে যে আপস হয়েছে, এই প্রকল্প চালু হলে তা দেশের জ্বালানি নিরাপত্তাকে আরও শক্তিশালী করবে। সেই দিনগুলি অতীত হয়ে গিয়েছে।

‘দুই সাইনবোর্ড, কার কাঁধে কে?’

তৃণমূল ও কংগ্রেসকে একযোগে নিশানা সুকান্তর

নিজস্ব প্রতিবেদন, মধ্যমগ্রাম: একসময় কংগ্রেসকে নিয়ে তৃণমূলের কটাক্ষ, আর এখন তৃণমূলকে নিয়েই কংগ্রেসের কটাক্ষ, রাজ্যের দুই পুরনো রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীকে এবার ‘দুই সাইনবোর্ড’ বলে একসঙ্গে নিশানা করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। তাঁর কটাক্ষ, ‘একসময় যে তৃণমূল কংগ্রেসকে নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করত, এখন সেই কংগ্রেসই তৃণমূলকে নিয়ে মজা করছে।’ মধ্যমগ্রামের খুঁটি পুজোর মঞ্চ থেকে সুকান্তর দাবি, ‘আসল লড়াই এখন কে, কাকে কাঁধে চাপিয়ে টিকে থাকবে, তা নিয়ে।’ শিউলি-কাশফুলের আবহে যখন শুরু পুজোর প্রস্তুতি, তখন মধ্যমগ্রামের খুঁটি পুজোর মঞ্চ থেকেই জমে উঠল রাজ্যের রাজনীতি। মধ্যমগ্রাম ইয়ং রিক্রিয়েশন ক্লাবের ৩৯তম কালীপুজোর খুঁটি পুজোয় উপস্থিত হয়ে একের পর এক রাজনৈতিক ইস্যুতে তৃণমূল ও কংগ্রেসকে আক্রমণ করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। ফিতে কেটে এবং প্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্য দিয়ে পুজোর সূচনা করেন তিনি। উদ্যোক্তাদের দাবি, এবারের আয়োজন পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম বৃহৎ কালীপুজো হতে চলেছে। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত রয়েছে একাধিক অনুষ্ঠান। তবে পুজোর মঞ্চ দ্রুতই পরিণত হয় রাজনৈতিক আক্রমণের মঞ্চে। তৃণমূল ও কংগ্রেসের সম্পর্ক নিয়ে সুকান্ত মজুমদারের কটাক্ষ, ‘একসময় তৃণমূল কংগ্রেসকে নিয়ে খিল্লি করত, মজা করত। এখন সেই কংগ্রেসই তৃণমূলকে নিয়ে মজা করছে।’ তাঁর দাবি, ‘দুই দলই এখন কার্যত সাইনবোর্ডে পরিণত হয়েছে। আর সেই দুই সাইনবোর্ডের লড়াই চলছে, কে কাকে কাঁধে চাপিয়ে এগোবে।’ তৃণমূলের প্রতীক ও দলীয় পরিস্থিতি নিয়েও কটাক্ষ করেন বিজেপি নেতা। তাঁর বক্তব্য, ‘তৃণমূলের বর্তমান পরিস্থিতি যেন ডান দিকে না যাই, বাম দিকে না যাই, পরান যায় জ্বলিয়া রে।’ রাজনৈতিক টানাপোড়েন বোঝাতে গানের এই লাইনকেই হাতিয়ার করেন তিনি। এদিন ‘নব্য বিজেপি’ বনাম ‘পুরনো বিজেপি’ বিতর্ক নিয়েও অবস্থান স্পষ্ট করেন সুকান্ত। তাঁর বক্তব্য, ‘বিজেপিতে নব্য বা পুরনো বলে কোনও আলাদা পরিচয় নেই। কেউ অপরাধ করলে তার পরিচয় দুষ্কৃতী, দলীয় পরিচয় দিয়ে তাঁকে আড়াল করা যায় না। একইসঙ্গে রাজনৈতিক হিংসাকে বিজেপি সমর্থন করে না।’ ক্ষিতি গোস্বামীকে ভয় দেখানোর অভিযোগ প্রসঙ্গেও বিজেপির অবস্থান তুলে ধরেন সুকান্ত। তাঁর দাবি, ‘ভয় দেখানো বা হুমকির রাজনীতির সংস্কৃতিতে বিজেপি বিশ্বাস করে না।’ একইভাবে রাজনৈতিক কার্যালয় ভাঙচুরের অভিযোগ নিয়েও তৃণমূলকে পাল্টা নিশানা করেন তিনি। তাঁর বক্তব্য, ‘বিজেপি চাইলে পাল্টা একই পথ নিতে পারত, কিন্তু সেই রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে দল বিশ্বাস করে না। সাম্প্রতিক সময়েও দলীয় কার্যালয় নিয়ে এই ধরনের মন্তব্য করেছেন সুকান্ত।’ এদিন দেবব্রত মজুমদারের বিজেপিতে যোগদানের জল্পনা নিয়েও দলীয় কর্মীদের বার্তা দেন সুকান্ত মজুমদার। অর্থাৎ, পুজোর খুঁটি পুজো হলেও মধ্যমগ্রামে সুকান্তর বক্তব্যে স্পষ্ট ছিল রাজনীতির উত্তাপ। বিশেষ করে তৃণমূল, কংগ্রেস এবং রাজ্যের বিরোধী রাজনীতির ভবিষ্যৎ সমীকরণ নিয়ে তাঁর ধারালো আক্রমণ।

রেজিনগরে বিপুল আগ্নেয়াস্ত্র-সহ গ্রেপ্তার দুই

নিজস্ব প্রতিবেদন, জঙ্গিপুর: রেজিনগরের উপনির্বাচনের আগে জেলায় ঢুকছে দেদার আগ্নেয়াস্ত্র বলে অভিযোগ। প্রচুর আগ্নেয়াস্ত্র-সহ সামশেরগঞ্জে পাকড়াও মালদার বাসিন্দা দুই আগ্নেয়াস্ত্র কারবারী। পুলিশের চোখে ধুলে দিতে অটোর যাত্রী সেজে অস্ত্র পাচারের উদ্দেশ্যে বেরিয়েছিল। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে সামশেরগঞ্জ থানার পুলিশ দু’জনকে ১২ নম্বর জাতীয় সড়কের ওপর তারানগর হাসপাতাল সংলগ্ন এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করে। তল্লাশি চালিয়ে দুজনের কাছ থেকে ১০টি অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র ও ১০ রাউন্ড কার্তুজ বাজেয়াপ্ত করে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতদের নাম বিশ্বজিৎ মণ্ডল এবং অক্ষয় মণ্ডল। দু’জনেরই বাড়ি মালদা জেলার বৈষ্ণবনগর থানা এলাকায়। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, মালদার দিক থেকে আগ্নেয়াস্ত্রগুলি নিয়ে এসে মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জে হাত বদলের পরিকল্পনা ছিল। আগামী ৬ অক্টোবর মুর্শিদাবাদের রেজিনগরে উপ-নির্বাচন রয়েছে। মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়ার পর থেকে রাজনৈতিক উত্তেজনায় কার্যত টগবগ করে ফুটছে রেজিনগর। দিন কয়েক আগেই বিধানসভা সংলগ্ন এলাকায় মজুত বোমা ফেটে বড় ধরণের বিস্ফোরণ ঘটে চাঞ্চল্য ছড়ায়। বেলডাঙা, রেজিনগরে যেকোন নির্বাচন মানেই রাজনৈতিক পারদ তরতর উঠতে থাকে। জঙ্গিপুর পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সজলকান্তি বিশ্বাস সাংবাদিক বৈঠক করে বলেন, ‘বেশ কিছুদিন থেকেই আগ্নেয়াস্ত্র পাচারের একটি চক্র অতি সক্রিয় হয়ে উঠেছে। ধৃতদের দুজনের বিরুদ্ধেও একাধিক থানার অস্ত্র আইনে অভিযোগ রয়েছে। এই চক্র মূলত ঝাড়খণ্ড, মালদা থেকে অস্ত্র আমদানি করে জঙ্গিপুর পুলিশ জেলায় ছড়িয়ে দেয়। আমরা ধৃতদের পুলিশ হেপাজতে নিয়ে এই চক্রের মূল চক্রীদের কাছে পৌঁছতে চাই।’

পুরুলিয়ার পথে অন্ডালে সংবর্ধনা মুখ্যমন্ত্রীকে

নিজস্ব প্রতিবেদন, অন্ডাল: পুরুলিয়া সফরকে কেন্দ্র করে রবিবার অন্ডালের কাজী নজরুল ইসলাম বিমানবন্দরে পৌঁছলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বিশেষ বিমানে বিমানবন্দরে নামার পর জেলা প্রশাসন ও জনপ্রতিনিধিদের পক্ষ থেকে তাঁকে পুষ্পস্তবক দিয়ে স্বাগত জানানো হয়। বিমানবন্দরে মুখ্যমন্ত্রীকে অভ্যর্থনা জানাতে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম বর্ধমানের জেলাশাসক এস. পোন্নামবলম এবং আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনার ড. প্রণব কুমার। পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন পাণ্ডবেশ্বরের বিধায়ক জিতেন্দ্র তিওয়ারি, দুর্গাপুর পূর্বের বিধায়ক চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, দুর্গাপুর পশ্চিমের বিধায়ক লক্ষ্মণ ঘোড়ুই এবং আসানসোল উত্তরের বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু মুখার্জি। জনপ্রতিনিধিরাও মুখ্যমন্ত্রীকে পুষ্পস্তবক দিয়ে অভ্যর্থনা জানান। বিমানবন্দরে সংক্ষিপ্ত সংবর্ধনা পর্ব শেষে পুরুলিয়ার উদ্দেশে রওনা দেন মুখ্যমন্ত্রী। পুরুলিয়ায় কুড়মি সমাজের উদ্যোগে আয়োজিত করম মহা-সমাবেশ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে তাঁর যোগ দেওয়ার কথা রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর এই সফর ঘিরে প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক মহলেও তৎপরতা ছিল তুঙ্গে।

টানা জ্বরে মৃত্যু চুঁচুড়ার ‘নির্মলসাথী’ হীরা সাধুখাঁর

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: গত কয়েক দিন ধরে টানা জ্বর। মৃত্যু চুঁচুড়ার ‘নির্মলসাথী’ হীরা সাধুখাঁর (৪৩)। রবিবার সকালে মৃত্যু হয় হুগলি-চুঁচুড়া পুরসভার অস্থায়ী কর্মী হীরার। যদিও ২৩ নম্বর ওয়ার্ডে বিধায়কের নিযুক্ত কো-অর্ডিনেটর বিজেপির অর্ণব রায়চৌধুরী জানান, ‘যে কোনও মৃত্যুই দুঃখজনক। তবে মৃত্যু নিয়ে রাজনীতি ঠিক নয়। আর রাজ্যের প্রতিটি পুরসভাতেই মাইনে নিয়ে জট হয়ে রয়েছে, আগের সরকার এর জন্য দায়ী।’ একই সঙ্গে তিনি বলেন, ‘আমি যতটুকু জানি পুর কর্মীদের বকেয়া টাকার মধ্যে দু’মাসের মাইনে সুডা থেকে এসে গিয়েছে। কেন পুরসভা থেকে রিলিজ করা হলো না? প্রশাসক আছেন ঠিকই। সামলে নেবে।’ দিন দশেক আগে হীরার শাশুড়ি আরতি সাধুখাঁর মৃত্যু হয়। এখনও শ্রাদ্ধের কাজ হয়নি। শুক্লা নামে এক নির্মলসাথীর কথায়, ‘হীরা বার বার বলছিল, পাঁচ মাসের টাকা পাই। দু’মাসের টাকা দেবে বলল। টাকা এসেও গিয়েছে, তবু কেন দিচ্ছে না? শাশুড়ির কাজ, টাকা না দিলে হয়?’ হীরার স্বামী লক্ষ্মণ সাধুখাঁ তেমন কোনও কাজ করেন না। তাঁদের দুই ছেলে। পড়াশোনা করে। হীরার আয়েই সংসার চলত। স্টেট আরবান ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি বা সুডার অধীনে কাজ করেন এই নির্মলসাথীরা। চুঁচুড়া পুরসভায় ৭৪ জন নির্মলসাথী রয়েছেন। তাঁদের দাবি, সময় মতো টাকা না পাওয়ায় সংসারে চাপ। তার উপরে কাজ থাকবে কি না, তা নিয়েও মানসিক চাপ রয়েছে। সব কিছু মিলিয়ে মানসিকভাবে তাঁরা ভেঙে পড়ছেন।

২৮৫ নম্বর বাস বন্ধ করে প্রতিবাদের ডাক

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: বহিরাগতদের হাতে আক্রান্ত হলেন বাসকর্মীরা। শুক্রবার বিশ্বকর্মা পুজোর রাতে ঘটনাটি ঘটেছে শ্রীরামপুর থানা এলাকার শ্রীরামপুর বাস টার্মিনাসে। বিশ্বকর্মা পুজোয় অশান্তি। তারই প্রতিবাদে শনিবার শ্রীরামপুর-নিউ টাউন রুটের ২৮৫ নম্বর বাস বন্ধ করে প্রতিবাদের ডাক দিয়েছে বাসমালিক সংগঠন। ঘটনার তদন্তে নেমেছে শ্রীরামপুর থানার পুলিশ। বিশ্বকর্মা

পুজোর দিন রাতে শ্রীরামপুর বাস টার্মিনাসে ২৮৫ নম্বর রুটের বাসকর্মীরা পুজো করে রাতে পানাহার করছিলেন। এক বাসকর্মীর দুই পরিচিত এসে তাতে যোগ দেন। এর পরে নিজেদের মধ্যে ঠাট্টা করতে গিয়ে তাঁদের মধ্যে বচসা বেধে যায়। নিজেদের মধ্যে ধাক্কাধাক্কিও শুরু হয়। বাকি যাঁরা সেখানে হাজির ছিলেন, তাঁরা সব পক্ষকে সরিয়ে দেন। তখনকার মতো বিষয়টি মিটে যায়। ওই দু’জন চলে যাওয়ার সময়ে হুমকি দিয়ে যান, দেখে নেবেন তাঁরা। এর কিছুক্ষণ পর প্রায় ২৫-৩০ জন বহিরাগত দুষ্কৃতী বাস টার্মিনাসে ঢুকে বাসকর্মীদের উপর চড়াও হয়। বেধড়ক মারধর শুরু করে। আহত হন কয়েকজন বাসকর্মী। মারধরের কারণে তাঁদের চোখেমুখে ও শরীরের গুরুতর আঘাত লাগে। শ্রীরামপুর ওয়ালশ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে, তাঁদের প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়। বাসকর্মীরা জানান, তাঁরা নিরাপত্তাহীনতায় রয়েছেন। কারণ, সেখানে অন্য জেলা থেকে এসে পরিবহণ শ্রমিকরা বাসে কাজ করেন। তবে শ্রীরামপুর-টিউ টাউন রুটের বাস বন্ধের জেরে চরম দুর্ভোগের মুখে পড়েন নিত্যযাত্রীরা।

উচ্চতাসম্পন্ন নিয়মবহির্ভূত হ্যাম্পে একাধিক দুর্ঘটনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, করিমপুর: করিমপুর কৃষ্ণনগর প্রায় ৮০ কিমি পাকা সড়কে কম করে ৫৫টি হ্যাম্প। কমছে যাতায়াতের গতি, বাড়ছে দুর্ঘটনা। প্রথমের দিকে পথ দুর্ঘটনা কমাতে ও যানবাহনের গতি নিয়ন্ত্রণ করতে করিমপুর কৃষ্ণনগর পাকা সড়কের নির্দিষ্ট কিছু জায়গায় হ্যাম্প করা হয়েছিল। কিন্তু বিভিন্ন সময়ে রাস্তা সংস্কারের সময় কিংবা কোনও দুর্ঘটনা ঘটলে স্থানীয় মানুষের ক্ষোভ বিক্ষোভে একাধিক হ্যাম্প গড়ে উঠেছে। পরিবহন কর্মী তপন প্রামাণিকের দাবি, ‘করিমপুর থেকে কৃষ্ণনগর পর্যন্ত সেই হ্যাম্পের সংখ্যা প্রায় ৫৫ টি। তার থেকেও বড় সমস্যা হলো দূর থেকে এগুলি দেখা যায় না। এতগুলি হ্যাম্পের একটিতেও সাদা দাগ নেই বলে অভিযোগ। ফলে সড়কের কোনও না কোনও জায়গায় দুর্ঘটনা ঘটে চলেছে।’ আইনজীবী অনিকেত জোয়ারদার দাবি করেন, ‘ইন্ডিয়ান রোড কংগ্রেস এবং উচ্চ আদালতের স্পষ্ট নির্দেশিকা অনুযায়ী, হুটহাট করে সড়কের কোথাও হ্যাম্প তৈরি করা সম্পূর্ণ বেআইনি।’ তাঁর আরও দাবি, জনস্বার্থে বিশেষ প্রয়োজনে কোথাও হ্যাম্প করতে গেলে পূর্ত দফতরের ইঞ্জিনিয়ার-ইন-চিফের লিখিত অনুমতি বাধ্যতামূলক। সেটাও নিয়মের মধ্যে করতে হবে। নিয়ম অনুযায়ী একটি আদর্শ বাম্পারের উচ্চতা হতে হবে সর্বোচ্চ ১০ সেন্টিমিটার (০.১ মিটার) এবং প্রস্থ হতে হবে ৩.৭ মিটার। কিন্তু একাধিক জায়গায় হ্যাম্প গুলির উচ্চতা অনেক বেশি, যে কারণে প্রায় প্রত্যেকদিন দুর্ঘটনা ঘটছে। এক অ্যাম্বুলেন্স চালক অভিজিৎ অধিকারী জানান, যখন মুমূর্ষু রোগী নিয়ে করিমপুর থেকে জেলা কিংবা অন্য হাসপাতাল গুলিতে গতিতে গাড়ি চালিয়ে যাবার সময় হ্যাম্প গুলির উপর যখন গাড়ি ওঠে তখন মনে হয় প্রাণ বাঁচাতে গিয়ে শেষমেষ দুর্ঘটনা ঘটে যাবে না তো, বুকটা কেঁপে ওঠে। আগে করিমপুর কৃষ্ণনগর ১১ নম্বর রাজ্য সড়ক ছিল, জুন মাসে রাজ্য সরকার এই সড়কটি চার লেনে রূপান্তর করতে জাতীয় সড়ক নির্মাণ কর্তৃপক্ষকে হস্তান্তর করেছে। এখন এটি ৩১২ নম্বর জাতীয় সড়ক। কেন্দ্রীয় সংস্থা সূত্রে জানা গিয়েছে, সড়ক সংস্কার ও অন্যান্য সমস্যা দূর করতে প্রায় ৬ কোটি টাকার দরপত্র ডাকা হয়েছে। প্রত্যেকটি এলাকার স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনা করে সমাধান করা হবে। করিমপুরের বিধায়ক সমরেন্দ্রনাথ ঘোষ জানান, ‘অবৈধ হ্যাম্প তুলতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জানাবো।’

বিজেপি নেতার বাড়িতে দুষ্কৃতী হামলা

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: রাত নামতেই শহরের প্রাণকেন্দ্রে সশস্ত্র দুষ্কৃতীদের তাণ্ডব। পূর্ব বর্ধমান জেলার প্রাক্তন বিজেপি সভাপতি অর্ধেন্দু বিশ্বাসের বাসভবনে এক রাতেই পর পর তিনবার দুষ্কৃতী হামলার ঘটনায় চরম আতঙ্ক ছড়িয়েছে বর্ধমানের তেজগঞ্জ মোহন বাগান এলাকায়। পুরো ঘটনার সিসিটিভি ফুটেজ ইতিধ্যেই পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। তদন্ত শুরু করেছে বর্ধমান থানার পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘটনার সূচনা হয় রাত এগারোটার পর। সিসিটিভি ফুটেজে দেখা গিয়েছে, প্রথমে একটি কালো রঙের চারচাকা গাড়ি প্রাক্তন বিজেপি সভাপতির বাড়ির দিকে এসে দাঁড়ায়। ঠিক তার পেছনে একাধিক মোটরবাইকে সওয়ার হয়ে বেশ কয়েকজন দুষ্কৃতী এসে পৌঁছায়। এরপরই তারা অর্ধেন্দুবাবুর বাড়ি লক্ষ্য করে হামলা চালায়। ঘটনার আকস্মিকতায় আতঙ্কিত হয়ে পড়ে পরিবারটি। তড়িঘড়ি খবর দেওয়া হয় স্থানীয় বর্ধমান থানায়। অভিযোগ, পুলিশ এসে প্রাথমিক তদন্ত সেরে ঘটনাস্থল ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার পরপরই সুযোগ বুঝে দ্বিতীয় ও তৃতীয় দফায় আবার হামলা চালায় ওই দুষ্কৃতী বাহিনী। এক রাতেই মোট তিনবার এইভাবে বাড়ি ঘিরে হামলা চালানোয় পরিবারের নিরাপত্তা নিয়ে বড়সড় প্রশ্ন উঠে গিয়েছে। ঘটনা প্রসঙ্গে প্রাক্তন জেলা বিজেপি সভাপতি অর্ধেন্দু বিশ্বাস জানান, ‘একই রাতে তিন-তিনবার আমার বাড়িতে হামলা চালাল দুষ্কৃতীরা। তবে কারা এর পেছনে রয়েছে তা স্পষ্ট নয়।’

ইন্দাসে আটক বালি বোঝাই দু’টি ট্রাক্টর

নিজস্ব প্রতিবেদন, ইন্দাস: অবৈধ বালি পাচার রুখতে ফের তৎপর ইন্দাস থানার পুলিশ। শনিবার রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অভিযান চালিয়ে দীঘলগ্রাম এলাকা থেকে বালি বোঝাই দুটি ট্রাক্টর আটক করল পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, শনিবার রাতে দীঘলগ্রাম এলাকা দিয়ে অবৈধভাবে বালি পাচার করা হচ্ছিল। খবর পেয়েই তৎপর হয় ইন্দাস থানার পুলিশ। ঘটনাস্থলে পৌঁছে দুটি বালি বোঝাই ট্রাক্টর আটক করা হয়। যদিও পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে পালিয়ে যায় দুই ট্রাক্টরের চালক। আটক করা ট্রাক্টর দুটি নিয়ে আসা হয়েছে ইন্দাস থানায়। পলাতক চালকদের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ। এই ঘটনায় এলাকায় অবৈধ বালি কারবারিদের মধ্যে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, অবৈধ বালি খাদান ও পাচারের বিরুদ্ধে তাদের এই অভিযান আগামী দিনেও জারি থাকবে।

২ কোটি বরাদ্দ, তাও কাজ থমকে রাস্তার !

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: রাস্তা বেহাল। চরম সমস্যায় রয়েছেন বেশ কয়েকটি গ্রামের বাসিন্দারা। মাত্র প্রায় ৪ রাস্তা মেরামতের জন্য ২ কোটিরও টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল। গত বিধানসভা নির্বাচনের আগে পথশ্রী প্রকল্পে কাজও শুরু হয়েছিল। নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর তা বন্ধ হয়ে গেছে। গত ৪মাস সমস্যায় রয়েছেন গ্রামবাসীরা। এই ঘটনাটি ঘটেছে গঙ্গাজলঘাটি ব্লকের ভুঁইফোড় গ্রামে। স্থানীয় বাসিন্দাদের বক্তব্য, ভুঁইফোড় থেকে শ্মশানকালী মন্দির পর্যন্ত প্রায় ৪ কিমি রাস্তা মেরামতের জন্য নির্বাচনের আগে ২ কোটি ৩ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়। নির্বাচনের মুখে তড়িঘড়ি করে কাজও শুরু করে ঠিকেদার সংস্থা। এমনকী প্রায় এক কিলোমিটার রাস্তায় পাথর ফেলা হয়। তারপরেই কাজ থমকে যায়। রাস্তা মেরামতের কাজ ৪ মাস বন্ধ রয়েছে। বহু জায়গায় আবেদন নিবেদন করেও কোনও লাভ হয়নি। গ্রামবাসীদের অভিযোগ প্রায় ১ কিমি রাস্তা ওপর পাথর ফেলায় তা এবড়োখেবড়ো হয়ে রয়েছে। ওই রাস্তা দিয়ে সাইকেল ও মোটরসাইকেল এমনকি হেঁটে চলাচল করাও সমস্যার হয়ে পড়েছে। সাইকেল ও মোটরসাইকেল থেকে মানুষ পড়ে যাচ্ছে। টায়ার কেটে যাচ্ছে। এই ৪ কিমি রাস্তা হেঁটে যাওয়ার অনেকের পক্ষে কষ্ট সাধ্য ও দীর্ঘ সময়ের বিষয়। তাদের আরও অভিযোগ এই এক কিমি রাস্তায় চলাচলের ফলে এক ফুটেরও কম সরু একটা পাথর পরিষ্কার লাইন তৈরি হয়েছে। তারই ওপর দিয়ে মোটরসাইকেল ও সাইকেল নিয়ে যেতে হয়। গাড়ি চালাতে গিয়ে হাত একটু কাঁপলেই বিপত্তি। সন্ধ্যার পর অন্ধকারে এ রাস্তায় আর চলাচল করা যায় না। তাদের বক্তব্য, রাজ্যে সরকার বদল হয়েছে। এবার তাদের সমস্যার সমাধান হবে। এলাকার বিজেপি বিধায়ক বিল্লেশ্বর সিনহা কাজটি না হওয়ার জন্য বিগত সরকারকে দায়ী করে বলেন, ‘ওরা ভুল করে গেছে। এখন তা সংশোধন করতে হচ্ছে। রাস্তাটি যাতে দ্রুত মেরামত হয় সেজন্য তিনি পূর্ত দপ্তরের সঙ্গে কথা বলবেন।’

বালুরঘাটে আয়োজিত ‘অস্মিতা সফট টেনিস লিগ’

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: জেলার মহিলা খেলোয়াড়দের খেলাধুলায় আরও উৎসাহিত করতে এবং নতুন প্রতিভা অন্বেষণে বালুরঘাটে অনুষ্ঠিত হলো ‘অস্মিতা সফট টেনিস লিগ ২০২৬-২৭’। রবিবার, ২০ সেপ্টেম্বর ১৯২৮ ক্লাব প্রাঙ্গণে এই একদিনের প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের ‘খেলো ইন্ডিয়া’ প্রকল্পের আওতায় স্পোর্টস অথরিটি অব ইন্ডিয়া-এর উদ্যোগে এবং স্থানীয় ক্রীড়া প্রেমীদের সহযোগিতায় সমগ্র টুর্নামেন্টটি সফলভাবে সম্পন্ন হয়।

জেলাজুড়ে ক্রীড়াপ্রেমীদের মধ্যে এইপ্রতিযোগিতাকে ঘিরে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা লক্ষ্য করা গেছে। টুর্নামেন্টটিতে মূলত তিনটি আলাদা বিভাগ রাখা হয়েছিল অনূর্ধ্ব-১৪, অনূর্ধ্ব-১৮ এবং ওপেন ক্যাটেগরি। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা বহু মহিলা খেলোয়াড় এদিন কোর্টে নেমে নিজেদের দক্ষতা প্রদর্শন করেন। মূলত গ্রামীণ ও শহরের নতুন খেলোয়াড়দের সামনে একটি বড় সুযোগ তৈরি করা এবং জেলায় সফট টেনিসের প্রচার ও প্রসার ঘটানোই ছিল এই বিশেষ আয়োজনের মূল লক্ষ্য। প্রতিযোগিতা প্রসঙ্গে টুর্নামেন্টের কোঅর্ডিনেটর তথা বিশিষ্ট টেনিস কোচ শুভম দাস জানান, ‘জেলা স্তরে এই ধরণের লিগ প্রতিযোগিতার আয়োজন উঠতি খেলোয়াড়দের আত্মবিশ্বাস বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়। এখান থেকেই জেলার সেরা প্রতিভাবানদের চিহ্নিত করে আগামী দিনে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মানের জন্য তৈরি করা সম্ভব হবে।’ আয়োজক কমিটির আশা, বালুরঘাটের মাটিতে নিয়মিত এমন মানসম্পন্ন টুর্নামেন্ট আয়োজিত হলে আগামী দিনে মহিলা অ্যাথলেটদের অংশগ্রহণ আরও বৃদ্ধি পাবে।

২৬৯ বছর ধরে ঐতিহ্যের আলোয় করবাড়ির দুর্গাপুজো

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: শিউলির গন্ধে ভোরের বাতাস, মাঠজুড়ে কাশফুলের দোলা, শরৎ এলেই বাঙালির মনে জেগে ওঠে দেবী দুর্গার আগমনী সুর। চারপাশে যখন পুজোর প্রস্তুতি, তখন ইতিহাসের পাতায় নিজের আলাদা পরিচয় নিয়ে আজও দাঁড়িয়ে করবাড়ির দুর্গাপুজো। পেরিয়ে গিয়েছে ২৬৯ বছর, বদলেছে সময়, বদলেছে সমাজ, বদলেছে পুজোর ধরন। কিন্তু বদলায়নি ঐতিহ্য। হাজার বাতির ঝাড়লণ্ঠন নেই, নেই যাত্রাপালা কিংবা থিয়েটারের আসর। নেই আধুনিক পুজোর জাঁকজমকও। তবু করবাড়ির ঠাকুরদালানে পুজোর প্রতিটি আচার-অনুষ্ঠানে আজও টিকে রয়েছে কয়েক প্রজন্মের ইতিহাস। এই পুজোর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে গঙ্গার জল আনার প্রাচীন রীতি। বাবুঘাটের গঙ্গার জল আজও পৌঁছে যায়

করবাড়ির ঠাকুরদালানে। সেই জলকে ঘিরেই সম্পন্ন হয় বহু পুরনো আচার। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে পরিবারের সদস্যরা নিষ্ঠার সঙ্গে ধরে রেখেছেন সেই পরম্পরা। আর বিসর্জনের সময় তৈরি হয় অন্য এক ছবি। ইছামতীর জলে প্রতিমা বিসর্জনের মুহূর্তে মিলেমিশে যায় নানা ধর্ম ও সম্প্রদায়ের মানুষ। উৎসব তখন শুধু একটি পরিবারের থাকে না, হয়ে ওঠে সকলের। তৈরি হয় সম্প্রীতির এক অনন্য আবহ। ২৬৯ বছরের এই দুর্গাপুজো তাই শুধুমাত্র একটি বনেদি বাড়ির পুজো নয়। এটি সময়ের সাক্ষী, পারিবারিক ঐতিহ্যের ধারক এবং বাংলার সংস্কৃতির এক জীবন্ত স্মারক। শিউলি ঝরে পড়বে, কাশফুল দুলবে, শরৎ আবার আসবে। বদলাবে সময়ের চেহারা। কিন্তু করবাড়ির ঠাকুরদালানে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে জ্বলে থাকা সেই ঐতিহ্যের আলো, সময়ের স্রোত পেরিয়েও থেকে যাবে।

১১ দিনের ব্যবধানে চিকিৎসক ছেলে-বাবার মৃত্যু, বাংলাদেশে আতঙ্কে হিন্দুরা!

ঢাকা, ১৯ সেপ্টেম্বর: বাংলাদেশে ১১ দিনের ব্যবধানে এক চিকিৎসক ছেলে ও তাঁর বাবার অস্বাভাবিক ও রহস্যজনক মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য ও আতঙ্ক তৈরি হয়েছে। গত ৭ সেপ্টেম্বর সিলেটে নিজ বাসভবন থেকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া মেডিক্যাল কলেজের তরুণ চিকিৎসক পদ্মজিৎ চক্রবর্তী প্রান্তের (৩১) ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধারের পর, শুক্রবার মৌলভীবাজারের পারিবারিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ওপরের ঘর থেকে তাঁর বাবা পূর্ণেন্দু চক্রবর্তীর মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ।

মৌলভিবাজার শহরের এম সাইফুর রহমান সড়কের 'ভটের ফার্মেসি'র দ্বিতীয় তলার ঘর থেকে পূর্ণেন্দু চক্রবর্তীর মরদেহটি পাওয়া যায়। মৌলভীবাজার মডেল থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মনোজ কুমার সরকার জানান, মৃত্যুর সুনির্দিষ্ট কারণ এখনও নিশ্চিত হওয়া যায়নি। ময়নাতদন্ত শেষে মরদেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে এবং ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত চলছে। এর আগে ৭ সেপ্টেম্বর সিলেট নগরের মির্জাজাঙ্গালের একটি ভাড়া বাড়ি থেকে চিকিৎসক পদ্মজিৎ চক্রবর্তীর মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছিল। দু'বছর আগে বিয়ে করা এই তরুণ চিকিৎসক নতুন বাড়িতে ওঠার পরদিনই এমন অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনা ঘটে। যদিও পুলিশ প্রাথমিকভাবে আত্মহত্যা বলে সন্দেহ করছে, তবে অল্প সময়ের ব্যবধানে বাবা ও ছেলের এমন পরপর মৃত্যুতে জনমনে গভীর সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু মহাজোটের মহাসচিব পলাশ কান্তি দে। তিনি পুরো ঘটনার নিরপেক্ষ বিচারবিভাগীয় তদন্তের দাবি জানিয়ে বলেন, দেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের চিকিৎসক, শিক্ষক, পুলিশ বা সাংবাদিক;কারও নিরাপত্তাই এখন নিশ্চিত নয়। একের পর এক রহস্যজনক মৃত্যু আদৌ আত্মহত্যা, নাকি পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড, তা নিরপেক্ষভাবে খতিয়ে দেখা রাষ্ট্রের মৌলিক দায়িত্ব। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক আবুল বারকাতের 'রাজনৈতিক অর্থনীতি' পুস্তকের তথ্যের কথা উল্লেখ করে তিনি আরও অভিযোগ করেন, সংখ্যালঘুদের ওপর ধারাবাহিক অত্যাচার, হুমকি ও নির্যাতন চলতে থাকলে দেশ অচিরেই সংখ্যালঘুশূন্য হয়ে পড়বে। নিত্যদিনের হামলা, ভয়ভীতি প্রদর্শন এবং নির্যাতনের বহু তথ্য জনসমক্ষেও আসছে না বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেন তিনি।

পলাশ কান্তি দে বলেন, প্রতিদিন বাংলাদেশের কোথাও না কোথাও হিন্দুদের হত্যা করা হচ্ছে। হিন্দুদের বাড়িতে আগুন দেওয়া হচ্ছে, ফোনে হিন্দুদের পুড়িয়ে মারার হুমকি দেওয়া হচ্ছে, দেশ ছেড়ে ভারতে পালিয়ে যাওয়ার জন্য হুমকি দেওয়া হচ্ছে, রাতে হিন্দুদের বাড়িঘরে আগুন দেওয়া হচ্ছে। যার শতকরা ৫ ভাগও গণমাধ্যমে তো আসছেইনা, এমনি সামাজিক মাধ্যমেও ভয়ে প্রকাশ করা হচ্ছে না। পলাশবাবু উদ্বেগ করে বলেন, যেভাবে বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপরে নির্যাতন হচ্ছে তা ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর নির্যাতনকেও হার মানিয়েছে। ভারতীয় সেনা কাশ্মীরে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের ওপরে হামলা করলে বাংলাদেশের মুসলিম সম্প্রদায় বিক্ষোভে ফেটে পড়ত, কিন্তু বাংলাদেশের হিন্দুদের ওপরে এতো নির্যাতন হচ্ছে বিশ্বমানবতা চুপ করে আছে।

ঐতিহ্য রক্ষা ও সীমান্ত বিকাশে জোর ধামির

বদ্রীনাথ, ২০ সেপ্টেম্বর: ভারতীয় সেনা এবং চামোলি জেলা প্রশাসনের যৌথ উদ্যোগে বদ্রীনাথের 'ট্যুরিস্ট অ্যারাইভাল প্লাজা'য় শুরু হল দু'দিনের 'দেবভূমি সাংস্কৃতিক উৎসব'। 'অপারেশন সদ্ভাবনা'র আওতায় আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি। রবিবার এই অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই ধরনের উৎসব নতুন প্রজন্মকে নিজেদের ভাষা, সংস্কৃতি ও শিকড়ের সঙ্গে জুড়ে রাখতে সাহায্য করে। পাশাপাশি বীরভূমির তরুণ প্রজন্মকে ভারতীয় সেনায় যোগদানে উৎসাহিত করে। বদ্রীনাথ ধামের উন্নয়ন প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী জানান, ধামের মাস্টার প্ল্যানের কাজ পুরোদমে চলছে। তিনি বলেন, তুষারপাতের কারণে বছরে ছ'মাস কাজ বন্ধ থাকায় এখানকার ভৌগোলিক পরিস্থিতিতে নির্মাণকাজ চালানো বেশ কঠিন। তা সত্ত্বেও দ্রুত গতিতে কাজ শেষ করে তীর্থযাত্রীদের সুবিধার্থে পরিকাঠামো উন্নত করাই আমাদের লক্ষ্য। সীমান্তবর্তী অঞ্চলের উন্নয়ন নিয়ে ধামি জানান, 'ভাইব্রেন্ট ভিলেজ প্রোগ্রামে'র অধীনে সীমান্ত এলাকায় সড়ক, বিদ্যুৎ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা জোরদার করা হচ্ছে। পর্যটন বৃদ্ধির পাশাপাশি স্থানীয়দের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরিতে বিশেষ নজর দিচ্ছে রাজ্য সরকার। সীমান্ত থেকে মানুষের গ্রাম ছেড়ে চলে যাওয়া (মাইগ্রেশন) রোধের বিষয়ে আশাপ্রকাশ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'এখানে একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এসেছে, মানা-সহ বহু গ্রামের মহিলারা আজ 'লাখপতি দিদি' হয়ে উঠেছেন। পর্যটন ও জীবিকার সুযোগ বৃদ্ধি করে আমরা বিপরীত অভিবাসন (রিভার্স মাইগ্রেশন) নিশ্চিত করতে চাই, যাতে সীমান্তবর্তী অঞ্চলের ভাই-বোনদের কাজের খোঁজে ঘর ছেড়ে অন্যত্র যেতে না-হয়।'

আপ দপ্তরের বাইরে বিজেপির ক্ষোভ, কাউন্সিলরের গ্রেপ্তারির দাবি

নয়াদিল্লি, ২০ সেপ্টেম্বর: দিল্লি পুরসভার (এমসিডি) এক সাফাইকর্মীর আত্মহত্যার ঘটনাকে কেন্দ্র করে আম আদমি পার্টির (এএপি) বিরুদ্ধে তীব্র বিক্ষোভে ফেটে পড়ল ভারতীয় জনতা পার্টি। অভিযুক্ত এএপি কাউন্সিলর বিজয় কুমারের অবিলম্বে বহিষ্কার ও গ্রেপ্তারের দাবিতে রবিবার এএপির দলীয় কার্যালয়ের বাইরে একযোগে বিক্ষোভ দেখান বিজেপি কর্মী ও সমর্থকরা।

বিক্ষোভে অংশ নিয়ে বিজেপি সাংসদ যোগেন্দ্র চান্দোলিয়া এএপি কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে সরাসরি আর্থিক প্রতারণা ও আত্মহত্যার প্ররোচনার গুরুতর অভিযোগ তোলেন। তিনি বলেন, এএপির এক কাউন্সিলর লোন পাইয়ে দেওয়ার অছিলায় ওই সাফাইকর্মীর সঙ্গে প্রতারণা করেছেন। তাঁর লক্ষাধিক টাকা আত্মসাৎ করা হয়েছে। সাফাইকর্মীর গোটা বেতনটাই কাউন্সিলর নিজের পকেটে পুরতেন এবং বিনিময়ে তাঁকে যৎসামান্য কিছু টাকা দিতেন। চরম আর্থিক ও মানসিক চাপে শেষপর্যন্ত ওই কর্মী আত্মহত্যা করতে বাধ্য হন। আত্মঘাতী হওয়ার আগে তিনি স্পষ্ট জানিয়ে গেছেন, এএপি কাউন্সিলরের কারণেই তিনি এই চরম পদক্ষেপ নিচ্ছেন।

বিজেপি সাংসদ আরও দাবি করেন, অভিযুক্ত কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে ৩০২ ধারায় (খুনের মামলা) অভিযোগ দায়ের করে অবিলম্বে তাঁকে গ্রেফতার করা হোক এবং জেলে পাঠানো হোক। এই ঘটনাকে ঘিরে রাজধানীর রাজনৈতিক পারদ এক ধাক্কায় অনেকটাই চড়েছে। এএপি নেতৃত্বের তরফে এখনও এই বিষয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

জঙ্গি গতিবিধি: ভালেসায় জারি কড়া সতর্কতা

ডোডা (জম্মু ও কাশ্মীর), ২০ সেপ্টেম্বর: জম্মু ও কাশ্মীরের ডোডা ও উধমপুর সংলগ্ন এলাকায় সাম্প্রতিক সন্ত্রাসবাদী গতিবিধির জেরে ডোডার ভালেসায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা অভূতপূর্বভাবে জোরদার করা হয়েছে। যে কোনও ধরনের অপ্রীতিকর পরিস্থিতি রুখতে সীমান্ত লাগোয়া এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলিতে তল্লাশি অভিযান ও নজরদারি বাড়িয়েছে জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের স্পেশাল অপারেশনস গ্রুপ। সম্প্রতি এই অঞ্চলে জঙ্গিদের গতিবিধি নজরে আসার পর থেকেই গোটা ডোডা-উধমপুর বেল্টে নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। সম্ভাব্য নাশকতার ছক বানচাল করতে এবং নিরাপত্তা নিশ্ছিদ্র রাখতে ভালেসার দুর্গম পাহাড়ি অঞ্চল ও স্পর্শকাতর এলাকাগুলিতে বিশেষ টহলদারি শুরু করেছে বাহিনী। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সংযোগস্থলে নাকা তল্লাশি জোরদার করা হয়েছে এবং যাতায়াতকারী প্রতিটি যানবাহনে কড়া তল্লাশি চালানো হচ্ছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের সতর্ক থাকার পরামর্শ দেওয়ার পাশাপাশি এলাকায় সার্বক্ষণিক নজরদারি চালিয়ে যাচ্ছে এসওজি ও যৌথ বাহিনী।

বারাণসীতে এনকাউন্টারে নিহত ব্রিজেশ গঞ্জু

বারাণসী, ২০ সেপ্টেম্বর: উত্তর প্রদেশের বারাণসীতে পুলিশের সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে খতম হয়েছে ঝাড়খণ্ডের নিষিদ্ধ মাওবাদী সংগঠন 'তৃতীয় প্রস্তুতি কমিটি'র (টিপিসি) প্রধান ব্রিজেশ গঞ্জু ওরফে গোপাল সিং। তার মাথার দাম ছিল ৩০ লক্ষ টাকা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার ভোরে এক সঙ্গীকে নিয়ে মোটরবাইকে চেপে তেঘড়া মোড় থেকে রামনগর হয়ে মুঘলসরাইয়ের দিকে যাচ্ছিল ব্রিজেশ। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বারাণসীর রামনগর থানা এলাকার লঙ্কা ময়দানের কাছে পুলিশ ও উত্তরপ্রদেশ অ্যান্টি-টেররিস্ট স্কোয়াড (এটিএস) তাদের পথ আটকানোর চেষ্টা করে। মোটরবাইক না-থামিয়ে ব্রিজেশ গাড়ি থেকে লাফ দিয়ে পুলিশ কর্মীদের লক্ষ্য করে এলোপাথাড়ি গুলি চালাতে শুরু করে। পুলিশও পালটা জবাব দিলে দু'পক্ষের মধ্যে তীব্র গুলির লড়াই শুরু হয়। সংঘর্ষের সময় ব্রিজেশের ছোড়া গুলি উত্তরপ্রদেশ এটিএসের ডেপুটি এসপি বিপুল রাই এবং হেড কনস্টেবল নিতেন্দ্র কৃষ্ণের বুলেটপ্রুফ জ্যাকেটে গিয়ে লাগে। বুলেটপ্রুফ জ্যাকেট থাকায় দু'জন পুলিশকর্মীই অল্পের জন্য রক্ষা পান এবং সম্পূর্ণ অক্ষত রয়েছেন। পালটা গুলিতে গুরুতর জখম হয় ব্রিজেশ গঞ্জু। তাকে উদ্ধার করে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

মুম্বইয়ে দুর্ঘটনায় বেপরোয়া গাড়ি, মৃত ৩, আশঙ্কাজনক ১

মুম্বই, ২০ সেপ্টেম্বর: মুম্বইয়ের কোস্টাল রোডে দ্রুতগতির একটি বিএমডব্লিউ গাড়ির ভয়াবহ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল তিনজনের। ঘটনায় গুরুতর আহত হয়ে হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন আরও একজন। বৃহন্মুম্বই পুরসভার (বিএমসি) তরফে রবিবার এই দুর্ঘটনার কথা জানানো হয়েছে।

পুলিশ ও পুরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে, মেরিন ড্রাইভ থেকে হাজি আলির দিকে প্রচণ্ড গতিতে ছুটে যাওয়ার সময় লোটাস জেটির কাছে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে বিলাসবহুল গাড়িটি। অভিঘাত এতটাই তীব্র ছিল যে গাড়িটি দুমড়েমুচড়ে যায়। নায়ার হাসপাতালের চিফ মেডিক্যাল অফিসারের (সিএমও) দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, দুর্ঘটনায় মৃত তিনজনের মধ্যে দু'জনকে শনাক্ত করা গিয়েছে। তাঁরা হলেন সানয় গাজ্জাল (২১) এবং ধৈর্য শেঠ (১৭)। এছাড়া আনুমানিক ২৫ বছর বয়সি এক অজ্ঞাতপরিচয় যুবককেও হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। অন্যদিকে, গাড়িতে থাকা আনুমানিক ২০ বছর বয়সি অপর এক অজ্ঞাতপরিচয় যুবকের অবস্থা অত্যন্ত সঙ্কটজনক। বর্তমানে নায়ার হাসপাতালের ট্রমা কেয়ার ইউনিটে তাঁর চিকিৎসা চলছে। দুর্ঘটনার মূল কারণ অনুসন্ধানে এবং গাড়িটি ঠিক কতটা গতিতে ছুটছিল তা খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। রাস্তার সিসিটিভি ফুটেজও পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে।

ময়দান

বয়স ভাঁড়ানো রুখতে এবার দাঁতের পরীক্ষা? নতুন ভাবনায় বিসিসিআই

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভারতীয় ক্রিকেটে বয়স ভাঁড়ানোর অভিযোগ নতুন নয়। বিশেষ করে বয়সভিত্তিক ক্রিকেটে দ্রুত জায়গা করে নিতে অনেক সময়ই প্রকৃত বয়স গোপন করার অভিযোগ ওঠে ক্রিকেটারদের বিরুদ্ধে। এতদিন সেই সমস্যা ঠেকাতে একাধিক পদ্ধতি ব্যবহার করেছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। কিন্তু সাম্প্রতিক কয়েকটি ঘটনায় সেই ব্যবস্থার কার্যকারিতা নিয়েই প্রশ্ন উঠেছে। এবার তাই বয়স নির্ধারণের জন্য আরও একটি পদ্ধতি নিয়ে ভাবনাচিন্তা শুরু হয়েছে দাঁতের পরীক্ষা।

শুক্রবার মুম্বইয়ে অনুষ্ঠিত বোর্ডের বার্ষিক বৈঠকে জুনিয়র ক্রিকেটে বয়স যাচাইয়ের বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয়। সেখানেই কয়েকজন প্রস্তাব দেন, বয়সভিত্তিক ক্রিকেটারদের প্রকৃত বয়স নির্ধারণে ডেন্টাল টেস্ট বা দাঁতের পরীক্ষা চালু করা যেতে পারে। বোর্ডের শীর্ষ কর্তারা সেই প্রস্তাব সরাসরি খারিজ করেননি। বরং বিষয়টি নিয়ে আরও আলোচনা করার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

বয়স ভাঁড়ানোর সমস্যা যে কতটা গুরুতর, সাম্প্রতিক কয়েকটি ঘটনাই তার প্রমাণ। চলতি বছর থেকেই ক্রিকেটারদের আধার কার্ডের আপডেট হিস্ট্রি খতিয়ে দেখার বিষয়ে রাজ্য ক্রিকেট সংস্থাগুলিকে আরও সতর্ক হতে নির্দেশ দিয়েছে বোর্ড। সেই তদন্তে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে এমন ক্রিকেটারের সন্ধান মিলেছে, যাঁরা প্রকৃত বয়সের তুলনায় কম বয়স দেখিয়ে বয়সভিত্তিক ক্রিকেটে খেলেছেন।

বাংলাতেও এমন ঘটনা সামনে এসেছে। সিএবির তদন্তে সম্প্রতি দু'জন ক্রিকেটারের বয়স নিয়ে অসঙ্গতি ধরা পড়ে। তাঁদের মধ্যে অন্যতম স্পিনার রোহিত যাদব। তিনি ভারতের অনূর্ধ্ব-১৯ দলের হয়ে শ্রীলঙ্কায় খেলেছিলেন এবং অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে পরবর্তী ম্যাচের প্রস্তুতিতেও ছিলেন। সেই সময় তাঁর নথিপত্র পরীক্ষা করতে গিয়ে বয়সে প্রায় ২৭ মাসের গরমিল খুঁজে পায় সিএবি। বিষয়টি বোর্ডকে জানানো হলে রোহিতকে দুই বছরের জন্য নির্বাসিত করা হয়।

আরও একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা রবি কুমারকে ঘিরে। ভারতের অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপজয়ী দলের সদস্য এই ক্রিকেটারের বয়স নিয়েও তদন্ত হয়। সেখানে প্রায় ৪৫ মাসের অসঙ্গতি ধরা পড়ে। এমনকী সম্প্রতি তাঁকে ভারতের ইমার্জিং দলের জন্যও বিবেচনা করা হয়েছিল। ফলে বয়স যাচাইয়ের ক্ষেত্রে আরও শক্তিশালী এবং নির্ভরযোগ্য ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে।

মেয়েদের ১৯, ছেলেদের ১৩ গোল
এশিয়াডে হকিতে ভারতের দুরন্ত শুরু

নিজস্ব প্রতিবেদন: এশিয়ান গেমসের প্রথম দিনেই হকিতে দাপট দেখাল ভারত। পুরুষ এবং মহিলা দুই দলই নিজেদের প্রথম ম্যাচে বড় ব্যবধানে জয় পেল। মহিলা হকি দল উজবেকিস্তানকে হারাল ১৯-০ গোলে। পুরুষ দল ইন্দোনেশিয়ার বিরুদ্ধে জিতল ১৩-১ গোলে। দুই ম্যাচে মোট ৩২টি গোল করল ভারতীয় দল। মহিলাদের ম্যাচে শুরু থেকেই আক্রমণের ঝড় তোলে ভারত। উজবেকিস্তানের রক্ষণভাগ কার্যত দিশেহারা হয়ে পড়ে। একের পর এক আক্রমণ সামলাতেই ব্যস্ত ছিল তারা। ম্যাচের ৮ মিনিটে গোলের খাতা খোলেন দীপিকা। তার পর চলতে থাকে তাঁর গোলের উৎসব। ২২, ২৬, ৩৩, ৩৭, ৩৮, ৪১ এবং ৫৪ মিনিটে আরও ৭টি গোল করেন তিনি। ফলে এক ম্যাচে তাঁর গোলের সংখ্যা দাঁড়ায় ৮। দীপিকার এই পারফরম্যান্সই ম্যাচের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ। তাঁর সঙ্গে গোলের তালিকায় নাম তোলেন ইশিকা। তিনি ৩টি গোল করেন। লালথানতুলাঙ্গি এবং নেহা করেন ২টি করে গোল। লালরেমসিয়ামি, বলজিৎ কৌর, নবনীত কৌর, সাক্ষী রানা এবং রুতুজা পিসাল একটি করে গোল করেন।প্রথমার্ধ শেষেই ভারত ৮-০ গোলে এগিয়ে ছিল। বিরতির পরেও আক্রমণের গতি কমেনি। উজবেকিস্তান গোল করার কোনও সুযোগ তৈরি করতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত ১৯-০ গোলে জয় পায় ভারত। ভারতের এই বড় জয়ের দিনেই ব্যক্তিগত মাইলফলক ছুঁয়েছেন সবিতা পুনিয়া। উজবেকিস্তানের বিরুদ্ধে ম্যাচটি ছিল তাঁর ৩২০তম আন্তর্জাতিক ম্যাচ। এর ফলে বন্দনা কাটারিয়ার সঙ্গে যৌথ ভাবে সবচেয়ে বেশি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলা ভারতীয় মহিলা হকি খেলোয়াড় হলেন তিনি। বলজিৎ কৌরের কাছেও দিনটি স্মরণীয়। তাঁর ৫০তম আন্তর্জাতিক ম্যাচ ছিল এটি। পুরুষদের ম্যাচেও ছবিটা ছিল একই। ইন্দোনেশিয়ার বিরুদ্ধে শুরু থেকেই আক্রমণ চালায় ভারত। প্রথমার্ধেই ৭টি গোল করে দল। দ্বিতীয়ার্ধে আরও ৬টি গোল আসে।দিলপ্রীত সিং ছিলেন ভারতের সেরা গোলদাতা। তিনি করেন ৪টি গোল। শীলানন্দ লাকরা এবং সুখজিৎ সিং ২টি করে গোল করেন। হরমনপ্রীত সিং, অভিষেক নাইন, মনদীপ সিং, রাজিন্দর সিং এবং যুগরাজ সিং একটি করে গোল করেন।

দলগতর পর ব্যক্তিগত, এলাভেনিলের ২ পদকে উজ্জ্বল ভারত

নিজস্ব প্রতিবেদন: এলাভেনিল ভালারিভানের জন্য রবিবারটা হয়ে থাকল বিশেষ এক দিন। সকালে দলগত বিভাগে রুপো। তার পর ব্যক্তিগত বিভাগেও রুপো। মহিলাদের ১০ মিটার এয়ার রাইফেলে পর পর ২টি পদক জিতে ভারতের পদক তালিকায় বড় অবদান রাখলেন তিনি। ব্যক্তিগত ফাইনালে এলাভেনিলের স্কোর ছিল ২৫২.৪। এই স্কোর তাঁকে দ্বিতীয় স্থান এনে দেয়। সোনা জেতেন জাপানের হিনাতা তাইচি। তাঁর স্কোর ২৫৩.০। এই স্কোরের সঙ্গে নতুন এশিয়ান গেমস রেকর্ডও তৈরি করেন হিনাতা। ব্রোঞ্জ পান দক্ষিণ কোরিয়ার হিয়োজিন বান। তাঁর স্কোর ২৩০.৪। ফাইনালে অবশ্য বেশির ভাগ সময়ই লড়াই ছিল কাছাকাছি।

প্রয়াণ দিবসে জগমোহন ডালমিয়াকে শ্রদ্ধা

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতা প্রয়াণ দিবসে ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অব বেঙ্গলের পক্ষ থেকে প্রাক্তন প্রশাসক জগমোহন ডালমিয়াকে শ্রদ্ধা জানানো হল। ইডেন গার্ডেন্সের ক্লাব হাউসে তাঁর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন বর্তমান ও প্রাক্তন সিএবি আধিকারিকরা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সিএবি সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, সিএবি সচিব বাবলু কোলে, প্রাক্তন সিএবি সভাপতি অভিষেক ডালমিয়া, প্রাক্তন পদাধিকারীরা, বিভিন্ন কমিটির চেয়ারম্যান, সদস্য ও আধিকারিকরা। এছাড়াও আম্পায়ার্স কমিটির চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অবজারভার কমিটির চেয়ারম্যান শ্রীমন্ত কুমার মল্লিক-সহ বিশিষ্টরা জগমোহন ডালমিয়ার প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান। ক্রিকেট প্রশাসনে জগমোহন ডালমিয়ার দীর্ঘ অবদান স্মরণ করেন উপস্থিত সকলে। সিএবি থেকে শুরু করে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড এবং আন্তর্জাতিক ক্রিকেট প্রশাসনের শীর্ষ স্তরে দায়িত্ব পালন করেছিলেন তিনি। ক্রিকেটমহলে 'জগুদা' নামে পরিচিত এই প্রাক্তন প্রশাসকের স্মৃতিতে এদিন ইডেনে শ্রদ্ধা নিবেদিত হয়।

ইডেন গার্ডেন্সে আম্পায়ার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বেঙ্গলের উদ্যোগে আয়োজিত রক্তদান ও স্বাস্থ্য শিবিরে উপস্থিত সিএবি আম্পায়ার্স কমিটির চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাক্তন সভাপতি স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায়, অবজারভার কমিটির চেয়ারম্যান শ্রীমন্ত কুমার মল্লিক এবং প্রাক্তন ক্রিকেটার সম্বরণ বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ বিশিষ্টরা।

QUOTATION NOTICE
Quotation notice invited by the Executive Officer Nakashipara Panchayat Samity, Bethuadahari, Nadia, NIQ No: 30. For more details please see office notice board.
Sd/- Executive Officer Nakashipara Panchayat Samity, Bethuadahari, Nadia

BOLPUR MUNICIPALITY
CORRIGENDUM NOTICE
DATE EXTENSION
Tender Reference Number:- WBMAD/ULB/BM/PW/DMA/NIT-11/2026-2027
Memo No-1503/PWD/BM/2026-2027 DATE-09.09.2026
Tender ID:- 2026_MAD_1040059_1 2026_MAD_1040059_5 2026_MAD_1040059_8 2026_MAD_1040059_13
Due to Zero Bid submission for the above tender, the bid submission time has been extended by 7more days up to (26.09.2026) 11 AM.
Sd/ Executive Officer Bolpur Municipality

NOTICE
Executive Engineer, Berhampore Division –I, P.W.Dte invites offline short Notice Inviting Quotation No.- 20 of 2026-2027 for Emergent erection of temporary structure for providing logistic supports and accommodation of CAPF at 2(Two) locations of Berhampore Police Station under Murshidabad Police District in the district of Murshidabad in connection with ensuing Bye Elections to the 70-Rejinagar Assembly Constituency under Berhampore Division - I, P.W.Dte.
The detailed schedule of all items of works will be available in the office of the Executive Engineer , PWD, Berhampore Division –I.
Last date and time for receipt of application for Quotation documents is 21/09/2026 upto 01.00 PM.
Last date and time of issuance of Quotation documents is 21/09/2026 upto 02.00 PM.
Last date and time of receipt of Quotation in sealed envelope is 21/09/2026 upto 02.30 PM.
Opening of financial bid on 21/09/2026 at 03.00 PM.
Sd/- Executive Engineer, Berhampore Division-I P.W.D

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন ৯৮৩১৯১৯৭৯১

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Corrigendum Notice (Corrigendum-3)
e-N.I.T No- WBIW/CTU/CE(S)/e-NIT-16(e)/2026-27, SL. no.- 1, Tender Id: 2026_IWD_1036871_1, under Central Tender Unit, Irrigation & Waterways Directorate, Following changes are made in 3rd corrigenda Bid submission end date is "29.09.2026, upto 11:00 Hours." instead of "19.09.2026, up to 11:00 Hours." and Technical Bid opening date is "29.09.2026 after 16:30 Hours." instead of "19.09.2026 after 16:30 Hours." All other terms and conditions will remain unchanged. All necessary details may be obtained from West Bengal Government e-tender portal wbtenders.gov.in Sd/- S.E., Central Tender Unit
ICA- T18019(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE INVITING TENDER
West Bengal Medical Services Corporation Ltd. is inviting electronic bids for supply of commissioning of One (01) unit of advanced Cath Lab for the Department of Cardiology, NRS MCH as per details indicated in below : Sl No. 1. Item (Qty) : Advanced Cath Lab Machine (01). Bid Ref. No. WBMSCL/NIT-773/2026. Dated-15.09.2026. Interested Bidders may see the last date of submission of bid and download the tender document and submit their bids online at the website www.wbtenders.gov.in The tender document may also be downloaded from the websites www.wbhealth.gov.in and www.wbmsc.gov.in Sd/- Managing Director, WBMSCL & Special Secretary, Department of Health & Family Welfare.
ICA- T18012(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
W.B. MINORITIES DEVELOPMENT & FINANCE CORPORATION
Notice Inviting e-Tender
NIeT No.: PGM of NT of 2026-27
WBMDFC invites e-Tenders from bonafide, reputed agencies for Promotion in sale of the handicraft / products of the Beneficiary of WBMDFC and assistance in running the centre at Shilpakunja, Nazrul Tirtha, Action Area-1A, Newtown, Kolkata-700156. Last date of submission of bid is 30.09.2026 up to 4.00 p.m. Corrigendum or addendum, if any, will be uploaded only on the e-procurement portal & Corporation's website. For more details pls. visit at www.wbmdfc.org and http://wbtenders.gov.in Toll Free No. 1800-120-2130. Sd/-Managing Director
ICA- T18010(3)/2026

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

আসছে মা...

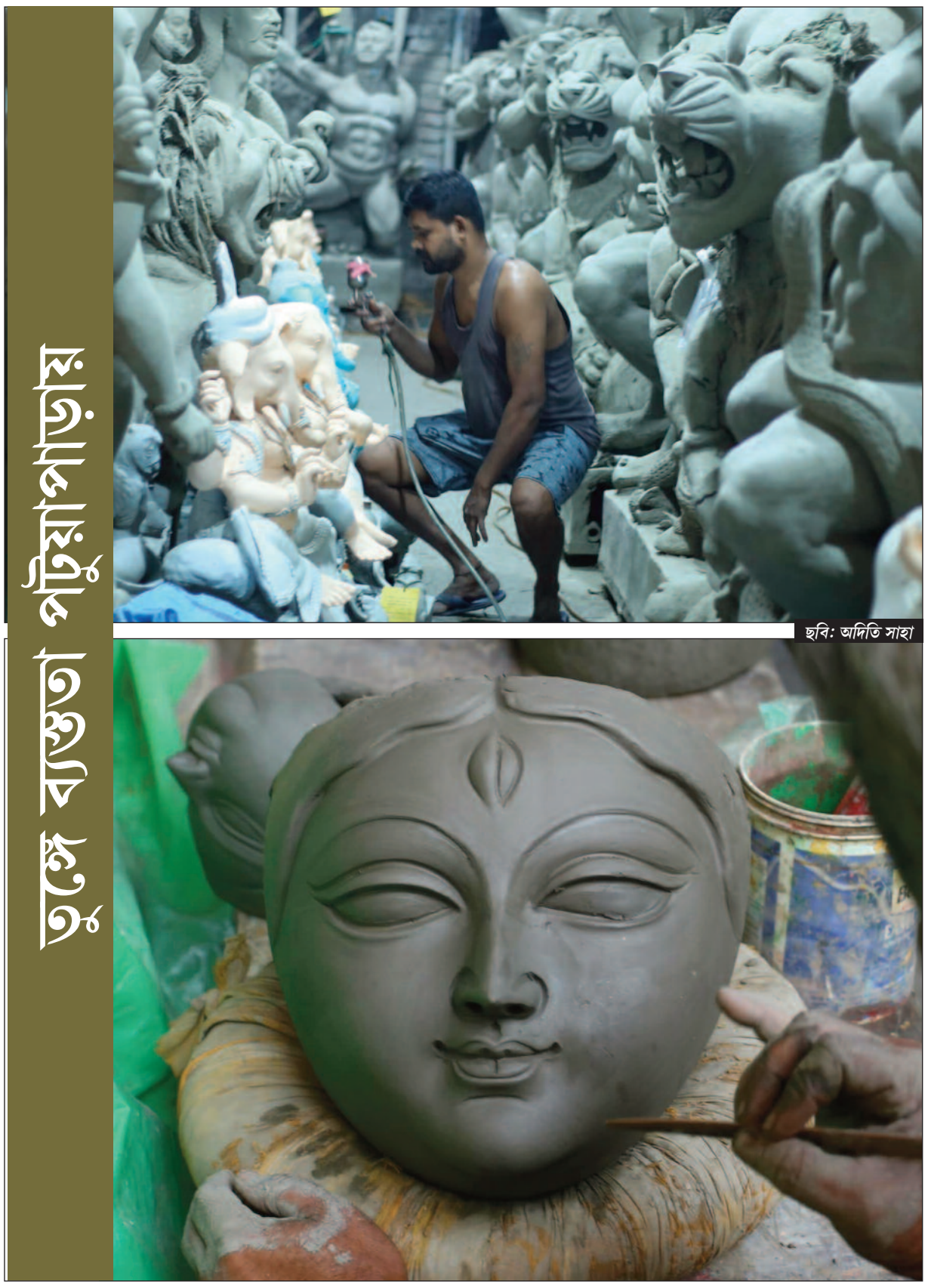

তুঙ্গে ব্যস্ততা পটুয়াপাড়ায়

ছবি: অদিতি সাহা

পুজো কেন শারদোৎসব ?

সুবল সরদার

গত বছর প্রতিমা বিসর্জনের পর শবরীর মতো দীর্ঘ অপেক্ষা। গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ পার করে, যুদ্ধ মহামারী পার করে, রাজনৈতিক পালাবদলের পর করে অবশেষে শারদ প্রাতে মহামায়ার পদধ্বনি। অনেক দুঃখ, ব্যথা, বেদনার গণ্ডি পার করে আমরা শরৎ প্রাতে উপনীত হয়েছি সুনীল বরণ মেঘমুক্ত আকাশের নিচে। বাতাসে আগমনী। কাশফুলের দোলা। শিউলির গন্ধ ভরা বাতাস। দাসপাড়া থেকে ঢাকের আওয়াজ। বাতাসে ভেসে ওঠে মা দুর্গার মুখের ছবি। স্কুল, কলেজে ছুটির আনন্দ। শিশির ভেজা ঘাসে শরতের আমন্ত্রণ। প্রবাসীর চিঠি। বাড়ি ফেরার তাড়া। খালবিলে লাল শালুকের মেলা, দীঘি ভরা গোলাপ। চোখে লাগে নেশা। পুজোর আনন্দে মন মেতে ওঠে। পুজো শুধু আনন্দ বহন করে আনে না, পুজো পৃথিবীতে আনন্দ আর শান্তির পরিবেশ সৃষ্টি করে। হিংসা ঘৃণা ভয় যুদ্ধের পরিবেশ থেকে অনেক দূরে অবস্থান স্বর্গ থেকে মর্ত্যধামে।

আগে পুজো ছিল রাজনীতির আঙিনায় বাঁধা। তাই পুজো হয়ে যায় শারদোৎসব। সিপিএম মনে করে পুজো নয় শারদীয়া। দুর্গাপুজোকে পুজো বলতে তাদের আপত্তি আছে। তাই দেবী দুর্গার নাম উচ্চারণ করা যাবে না। অহিন্দু তুষ্টিকরণের মন্ত্রে তারা দীক্ষিত। রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে শারদীয়ার আয়োজন।

তারপর তৃণমূল সরকারে আমাদের জাতীয় পুজো, আমাদের গর্ব, ঐতিহ্য, আমাদের পরম্পরা হয়ে গেল পুজো কার্নিভাল। ইউনেস্কোর সংস্কৃতি প্রাপ্তি আমাদের পুজো সংস্কৃতি হয়ে যায় কার্নিভাল। আমাদের পুজো এভাবে বিদেশি শব্দ চয়নে বন্দী করে। তাদেরও দুর্গাপুজো শব্দ উচ্চারণে আপত্তি। উদ্দেশ্য একটাই তুষ্টিকরণ, বাঙালির পরিচয়ে নয়, বিদেশি পরিচয়ে শারদীয়ার উৎসব। এখন জানব কার্নিভাল কী? রোমান ক্যাথলিকদের পর্ব বিশেষ। আনন্দের মত্ততা বা হইহুল্লোড়। যেখানে ভক্তি বা দেবী আরাধনার লেশমাত্র নেই। কার্নিভাল আমাদের দুর্গাপুজোকে অনুসরণ করতে পারে বেদান্তিক জ্ঞানের জন্যে। কিন্তু দুর্গাপুজো কখনও এমন হইহুল্লোড়ে মত্ত উৎসবকে অনুসরণ করতে পারে না। তাই আমাদের দুর্গাপুজো রাজনৈতিক নেতাদের হাতে পড়ে কখনো শারদোৎসব, কখনোবা কার্নিভাল হয়ে ওঠে। দেবীর রঙ বদলে যায়। তোষণ, তুষ্টিকরণে দুর্গাপুজো কখনও ভাবা যায়। বঙ্গকে বাংলাদেশ বানানোর কী ভয়ঙ্কর অভিসন্ধি ছিল। বঙ্গ যদি বাংলাদেশ হতো - কী হতো? সাম্প্রতিককালে ঘটে যাওয়া দুটো ঘটনার কথা বলি। এক) দীপ চন্দ্রকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারার নৃশংসতা, দুই) বৈষ্ণব চিন্ময় কৃষ্ণ দাসকে দীর্ঘদিন বিনা বিচারে জেলে আটক রাখা। মা মৃত্যুর আগে তাঁর সন্তানকে একবার দেখতে চেয়েছিলেন। তাঁর দেখা আর হয়নি। বাংলাদেশ বাঁধা মৌলবাদীদের হাতে, ধর্মের উন্মাদনায়। তাই আমাদের পুজো শুধু আমাদের, সবার নয়। মুঘল, ইংরেজ পার করে দেবী এবার পূজিতা হবেন পার্ক স্ট্রিটে। তিনি বঙ্গের সর্বত্র বিরাজমান। মা দুর্গার আশীর্বাদে আমরা শাপমুক্ত হয়েছি দেবী আরাধনায়।

বর্তমান গেরুয়া সরকার শুদ্ধিকরণের প্রয়োজনীয়তা আছে বলে মনে করে। এবার দুর্গাপুজোর উদ্বোধন হবে দেবীপক্ষে, কখনোই পিতৃপক্ষে নয়। সুর অসুরের লড়াইয়ে সুরের জয় হয়। অসুর বিনাশ হয় মহিষাসুরমর্দিনী দেবী দুর্গার হাতে যুগে যুগে সেই কথা ঘোষিত হয়। ভক্তি, ভালোবাসার পর্ব শুরু এবার বোধনের মধ্যে দিয়ে। বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের উদাত্ত কণ্ঠে মহালয়ার সুর ভেসে উঠবে ভোরের বাতাসে।

যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।।
যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।।

তারপর মহাধূমধামে শুরু হয় পুজো পরিক্রমা। ষষ্ঠী থেকে শুরু সপ্তমী -অষ্টমী- নবমী -দশমী । বিসর্জনে চোখের জল ফেলা। নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে নীলাকাশে স্বপ্নের ডানা মেলা। তারপর অপেক্ষা করা। আসছে বছর আবার হবে। স্বপ্ন দেখা বাঙালি এমনি আশা ,বিশ্বাসে ভরপুর বাঙালির মন ।

আমাদের দুর্গা পুজো আমাদের আনন্দ, আমাদের গর্ব, আমাদের ঐতিহ্যের পরম্পরা।

১৪৮০ সালে পশ্চিমবঙ্গের গড় জঙ্গলে প্রথম দুর্গাপুজো প্রচলন

আনুমানিক ষোড়শ শতাব্দীতে বাংলায় সপরিবার প্রতিমা পূজার প্রচলন শুরু

বেবি চক্রবর্তী

প্রাকৃতিক মনোরম সৌন্দর্য গড় জঙ্গল হিন্দু পুরাণে বিশেষ করে শক্তির একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান। এটি পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম বর্ধমান জেলার দুর্গাপুর মহকুমার কাঁকসা সিডি ব্লকে দুর্গাপুরের কাছে অবস্থিত।

মেধাস মুনির আশ্রম এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ।শ্রী শ্রী চণ্ডীর মতে, রাজা সুরথ মেধাসের আশ্রমে বৌস্য সমাধিতে মিলিত হন। গড় জঙ্গলে এই আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। রাজা সুরথ এবং বৈশ্য সমাধি এই স্থানে মেধাসের কাছ থেকে দেবী মাহাত্ম্য শিখেছিলেন। সুরথ বসন্তকালে এখানে দুর্গাপুজোর আয়োজন করেছিলেন। শ্রী শ্রী চণ্ডী এবং মার্কণ্ডেয় পুরাণ অনুসারে এই দুর্গাপূজা, যা গড় জঙ্গলে আয়োজিত হয়েছিল। এটি ছিল বিশ্বের প্রথম দুর্গাপূজা।

রাজা সুরথ পশ্চিমবঙ্গের গড় জঙ্গলে প্রথম দুর্গাপূজা করেছিলেন বলে জনশ্রুতি আছে। পাশাপাশি বাংলায় সপরিবার দুর্গা প্রতিমার পূজার প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় রাজা কংস নারায়ণের ১৪৮০ সালের পূজায়। এই প্রচলিত গল্প অনুসারে, রাজা সুরথ এবং সমাধি বৈশ্য পশ্চিমবঙ্গের গড় জঙ্গলে মেধস মুনির আশ্রমে দেবী দুর্গার প্রথম পূজা করেছিলেন। কংস নারায়ণের পূজা। বাংলায় সপরিবার দুর্গা প্রতিমার পূজার প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় ১৪৮০ খ্রিস্টাব্দে রাজশাহীর জেলার তাহিরপুরের রাজা কংস নারায়নের পূজায় ।কলকাতার আদি দুর্গাপূজা ১৬১০ সাল থেকে সাবর্ণ রায় চৌধুরী পরিবার তাদের বড়িশার আদি বাসভবনে দুর্গাপূজার আয়োজন করে আসছে। সম্ভবত কলকাতার প্রাচীনতম দুর্গাপূজা উৎসব।

সুরথ এই জঙ্গল এলাকায় ত্রিদেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন, যেমন মহাকালী, মহাসরস্বতী এবং মহালক্ষ্মীর মন্দির। এখন তাঁদের সাথে মেধাস মুনির আশ্রম, সেখানে মহাকাল ভৈরবীর একটি মন্দিরও আছে। এখানে ১৬ টি মন্দির ছিল এবং মাত্র দুটি আছে শ্যামরূপ মন্দির এবং শিব মন্দির। রাজা সুরথ এই জঙ্গল এলাকায় ত্রিদেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন যথা- মহাকালী, মহাসরস্বতী এবং মহালক্ষ্মীর মন্দির। এখন তাঁদের সাথে মেধস মুনির আশ্রম, মহাকাল ভৈরবের একটি মন্দির মহাকাল ভৈরব ও আছে। ১৬টি মন্দির ছিল সেখানে এখন কেবল দুটি মন্দির রয়েছে। শ্যামারূপা কালী মন্দির এবং শিব মন্দির।

শ্রী শ্রী চণ্ডী মতে রাজা সুরথ ও সমাধি বৈশ্য মেধস মুনির আশ্রমে মিলিত হন। রাজা সুরথ এবং সমাধি বৈশ্য দেবীমাহাত্ম্য শিখেছিলেন এই স্থানে মেধাসের কাছ থেকে। সুরথ বসন্তকালে এখানে দূর্গাপূজার আয়োজন করেছিলেন। সেটি গড় জঙ্গলে হয়েছিল যা পৃথিবীর প্রথম দুর্গাপুজো ।গড় জঙ্গল হিন্দু পুরাণে বিশেষ করে শক্তির একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান। এটি পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম বর্ধমান জেলার দুর্গাপুর মহকুমার কাঁকসা সিডি ব্লকে দুর্গাপুরের কাছে অবস্থিত।

মেধাস মুনির আশ্রম এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ।শ্রী শ্রী চণ্ডীর মতে, রাজা সুরথ মেধাসের আশ্রমে বৌস্য সমাধিতে মিলিত হন। গড় জঙ্গলে এই আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। রাজা সুরথ এবং বৈশ্য সমাধি এই স্থানে মেধাসের কাছ থেকে দেবী মাহাত্ম্য শিখেছিলেন। সুরথ বসন্তকালে এখানে দুর্গাপুজোর আয়োজন করেছিলেন। শ্রী শ্রী চণ্ডী এবং মার্কণ্ডেয় পুরাণ অনুসারে এই দুর্গাপূজা। গড় জঙ্গলে আয়োজিত হয়েছিল। এটি ছিল বিশ্বের প্রথম দুর্গাপূজা ।সুরথ এই জঙ্গল এলাকায় ত্রিদেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন যেমন মহাকালী, মহাসরস্বতী এবং মহালক্ষ্মীর মন্দির। এখন তাঁদের সাথে মেধাস মুনির আশ্রম, সেখানে মহাকাল ভৈরবীর একটি মন্দিরও আছে। এখানে ১৬ টি মন্দির ছিল এবং মাত্র দুটি আছে। শ্যামরূপ মন্দির এবং শিব মন্দির।

মার্কন্ডেয় পুরান, শ্রীশ্রীচণ্ডী বা দেবীমাহাত্ম্যম্ বা দেবীভাগবত পূরানে উল্লেখ রয়েছে ঋষি মেধসের এই আশ্রমের। মার্কন্ডেয় পুরান অনুযায়ী দেবী দুর্গা মর্তলোকে সর্ব প্রথম এই ঋষি মেধসের আশ্রমে অবতীর্ণ হন। ঋষি মেধসের এই আশ্রম বাংলাদেশ বঙ্গএর চট্টগ্রামে অবস্থিত। শ্রীশ্রীচণ্ডী গ্রন্থে কথিত রয়েছে। রাজা সুরথ ও বৈশ্য সমাধি, মেধস মুনির কাছেই প্রথম দেবীমাহাত্ম্যম্ এর পাঠ নেন এবং এই স্থানে প্রথম দূর্গাপুজো করেন।

পুজো আসছে

বরিশালের গৈলা অঞ্চলের পণ্ডিত জগবন্ধু চক্রবর্তীর বাড়িতে ১২৬৬ বঙ্গাব্দে ২৫ অগ্রহায়ণ মাসে চন্দ্রশেখর নামে একপুত্র সন্তানের জন্ম হয় । জন্মের দু'বছর পর জগবন্ধু মারা যান। মায়ের অনুরোধে চন্দ্রশেখর ১৪ বছর বয়সে বিয়ে করেন মাদারীপুরের রাম নারায়ণ পাঠকের কন্যা বিধুমুখীকে। ছয় মাস পর মারা যান স্ত্রী। এর কিছুদিন পর মাও মারা যান। সংসারে আপন বলতে আর কেউ রইল না। একাকিত্ব জীবনে এসে চন্দ্রশেখর নানা বেদ শাস্ত্র পাঠ করে হয়ে ওঠেন পরিচিত পণ্ডিত। তখন নাম হলো শীতলচন্দ্র। তিনি মাদারীপুরে প্রতিষ্ঠা করেন সংস্কৃত কলেজসহ নানা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। পরবর্তীতে যোগীপুরুষ স্বামী সত্যানন্দের সাথে সাক্ষাতের পর চন্দ্রশেখরের মনে চন্দ্রনাথ দর্শনের আগ্রহ জন্মে। তিনি চলে আসেন চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডের চন্দ্রনাথ পাহাড়ে। সেখানে তিনি বৈরাগ্য ধর্ম গ্রহণ করেন। ততদিনে চন্দ্রশেখর হয়ে ওঠেন বেদানন্দ স্বামী। সেখানে যোগবলে বেদানন্দ দর্শন লাভ করেন চন্দ্রনাথের শিব। চন্দ্রনাথ সেই দর্শনে বেদানন্দকে পাহাড়ের অগ্নিকোণে দৃষ্টি নিবদ্ধ করার আদেশ দিয়ে বলেন, 'দেবীর আবির্ভাবস্থান মেধস আশ্রম পৌরাণিক শত সহস্র বছরের পবিত্র তীর্থভূমি। কালের আবর্তে সেই পীঠস্থান অবলুপ্ত হয়ে পড়েছে। তুমি স্বীয় সাধনবলে দেবীতীর্থ পুনঃআবিষ্কার করে তার উন্নয়নে মনোনিবেশ কর। দেবী দশভুজা দুর্গা তোমার ইচ্ছ পূরণ করবে।' দৈববলে প্রভু চন্দ্রনাথের আদেশে বেদানন্দ স্বামী পাহাড়-পর্বত পরিভ্রমণ করে পবিত্র এ তীর্থভূমি মেধাশ্রম আবিষ্কার করেন।

মেধস মুনি রাজা সুরথ ও বৈশ্য সমাধিকে প্রথম দুর্গোৎসবের পাঠ দিয়েছিলেন। রাজা ও বৈশ্য নিজেদের দুরবস্থা থেকে মুক্ত হতে চট্টগ্রামের মেধসের এই আশ্রমে মাটি দিয়ে দুর্গা প্রতিমা নির্মাণ করেন এবং মর্তলোকে প্রথম দুর্গাপুজোর সূচনা করেন। সেই থেকে আজ অবধি এখানে দুর্গাপুজো হয়ে আসছে। এটি বাংলাদেশের হিন্দু বাঙালিদের অন্যতম বৃহৎ তীর্থস্থান। অনুমান করা হয়, এই স্থান থেকেই সমগ্র বঙ্গদেশে বাঙালিদের মধ্যে ও পরে সমগ্র ভারতে অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে দুর্গাপুজো জনপ্রিয়তা লাভ করে।

১৯৭১ সালে পূর্ব পাকিস্তান বর্তমান বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন পাকহানাদার বাহিনী এই আশ্রম ও আশ্রম সংলগ্ন মন্দির ধ্বংস করে দেয়। পরে স্থানীয় হিন্দুদের সহযোগিতায় এই মন্দির ও আশ্রম পুনঃনির্মাণ করা হয়।

আশ্রমে চণ্ডী মন্দির, শিব মন্দির, সীতা মন্দির, তারা কালী মন্দিরসহ ১০টি মন্দির রয়েছে। রয়েছে সীতার পুকুর ।আশ্রমের প্রধান ফটক দিয়ে প্রায় আধা কিলোমিটার গেলে ওপরে ওঠার সিঁড়ি। প্রায় ১৪০টি সিঁড়ির ধাপ বেয়ে ওপরে উঠলে মেধস মুনির মন্দির চোখে পড়বে। এই মন্দিরের পরই দেবী চণ্ডীর মূল মন্দির। এর একপাশে সীতার পুকুর, পেছনে রয়েছে ঝরনা। মন্দিরের পেছনে সাধু সন্ন্যাসী ও পুণ্যার্থীদের থাকার জন্য রয়েছে দোতলা ভবন। প্রায় ৬৮ একর জায়গা জুড়ে স্থাপিত হয়েছে এই মন্দিরে প্রতিবছর মহালয়ার মাধ্যমে দেবী পক্ষের সূচনা হয় এই মন্দিরে ।শ্যামারূপা মন্দির হলো পশ্চিমবঙ্গের পূর্ব বর্ধমান জেলার গড় জঙ্গলে অবস্থিত একটি হাজার বছরের প্রাচীন মন্দির, যা দেবী শ্যামারূপা বা শ্যামাকালীকে উৎসর্গীকৃত। এই মন্দিরের কাছেই মেধাশ্রম অবস্থিত, যেখানে মার্কণ্ডেয় পুরাণ অনুসারে রাজা সুরথ ও বৈশ্য সমাধি প্রথম দুর্গা পূজার সূচনা করেছিলেন। মন্দিরটি ঘন শাল-পিয়াল- মহুলের জঙ্গলে অবস্থিত এবং এটি দেবী শ্যামারূপার একটি গুরুত্বপূর্ণ পীঠস্থান। এটি পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার গড় জঙ্গল এলাকায় অবস্থিত। এই মন্দিরটি প্রায় হাজার বছরের পুরানো বলে মনে করা হয় ।এখানে দেবী শ্যামরূপার আরাধনা করা হয় ।ঐতিহাসিক যোগসূত্র এই মন্দিরের কাছেই মেধাশ্রম রয়েছে, যেখানে রাজা সুরথ ও বৈশ্য সমাধি মেধাস ঋষির কাছ থেকে দেবীমাহাত্ম্য শিখেছিলেন এবং এখানেই প্রথম দুর্গাপূজার আয়োজন করেছিলেন। গড় জঙ্গলের শ্যামারূপা মায়ের মন্দির হলো সেই পবিত্র স্থান, যেখানে সর্বপ্রথম দুর্গা পূজা অনুষ্ঠিত হয়েছিল ।এটি রাজা সুরথের দুর্গাপূজার জন্য পরিচিত। প্রাকৃতিক পরিবেশ শহর থেকে দূরে শাল-পিয়াল -মহুলের জঙ্গলের মাঝে এই মন্দিরটি অবস্থিত। যা এটিকে শান্ত ও আধ্যাত্মিক পরিবেশ দান করে।